Contents

মাসিক আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০০২

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد:٦ عدد: ٢، شعبان و رمضان ١٤٢٣هـ/نوفمبر ٢٠٠٢م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

رب زدنى علما

প্রচ্ছদ পরিচিত ঃ চৌগাছা দক্ষিণ পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, গাংনী, মেহেরপুর।

Mothly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Banladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ	ঃ	৪০০০/-
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৩৫০০/-
তৃতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৩০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	ঃ	২০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	ঃ	১২০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	৭০০/-
সাধারণ অর্ধ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	৩৫০/-

● স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৭০/= (ষান্মাষিক ৯০/=)	= = =
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬৮৫/=	৫৮০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪৮৫/=	৩৯০/=
পাকিস্তান ঃ	৬১৫/=	৫২০/=
ইউরোপ, ও আফ্রিকা মহাদেশ	৮১৫/=	৭২০/=
আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ ঃ	৯৪৫/=	৮৫০/=

ভি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।
বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফট বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর ঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি - ১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৬ষ্ঠ বর্ষঃ	২য় সংখ্যা
শা'বান -রামাযান	১৪২৩ হিঃ
কার্তিক-অগ্রহায়ণ	১৪০৯ বাং
নভেম্বর	২০০২ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক **আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধঃ
  - শামায়েলে মুহাম্মাদী (ছাঃ) ৩
    - মুহাম্মাদ হারূন আযীযী নদভী (৪র্থ কিস্তি)
  - ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল ৬
    -আত-তাহরীক ডেস্ক
  - পানাহারঃ ইসলামের বিধান, রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ এবং আমরা *-ডঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম* ৯
  - শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান ১২
    -মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন
  - সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনঃ ইসলামী সমাজে একটি জাহেলী প্রথার অনুপ্রবেশ ১৭
    -মুযাফ্ফর বিন মহসিন
  - বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারীঃ একটি সমীক্ষা ২৪
    - হাফেয মাসউদ আহমাদ
  - টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরার বিধান ২৯
    -ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ ৩২
  - মাতৃত্বহীনতা নারী *- মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
- চিকিৎসা জগৎঃ ৩৩
  - রোগ প্রতিরোধে রসুনের ভূমিকা
  - আঘাত লেগে দাঁত পড়ে গেলে করণীয়
- কবিতা ৩৪
- সোনামণিদের পাতা ৩৫
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৬
- মুসলিম জাহান ৪১
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৩
- সংগঠন সংবাদ ৪৪
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

Contents

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

অপারেশন ক্লীনহার্ট ও রামাযান

পবিত্র রামাযান আসার অনধিক তিন সপ্তাহ পূর্বেই দেশে শুরু হয়েছে 'অপারেশন ক্লীনহার্ট' (Operation Clean Heart) নামক এক অভিনব শুদ্ধি অভিযান। এ শুদ্ধি অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মূলতঃ সেনাবাহিনীর উপরে। উদ্দেশ্য সন্ত্রাস দমন। বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার এক বছর পুর্তির ৬ দিন পরে গত ১৬ই অক্টোবর বুধবার দিবাগত রাত ১২-টার পর হঠাৎ করে আর্মী ক্র্যাকডাউন শুরু হয়। রাজধানী ঢাকা এবং ৬টি বিভাগীয় শহরসহ যেলা শহরগুলিতে একই সাথে ৪০ হাযার আর্মীকে অ্যাকশনে নামানো হয়। দেশব্যাপী বিস্তৃত ৪টি মোবাইল ফোন কোম্পানীর সাড়ে ৮লাখ মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক রাত ১২-টা হ'তে সকাল ৬-টা পর্যন্ত ৬ ঘন্টা বন্ধ রাখা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বেসামরিক প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্য নয়, বরং অধিকতর সাফল্যের জন্য সম্পুরক হিসাবে কাজ করতেই সেনা ও নৌবাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে'। আমরা সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই ও এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

'অপারেশন ক্লীন হার্ট' অর্থ অনেকে করেছেন 'হৃদয় শুদ্ধি অভিযান'। আমরা মনে করি এর অর্থ হওয়া উচিত 'শুদ্ধ হৃদয় অভিযান'। কেননা দেশের সেনাবাহিনী নির্দলীয় হিসাবে শুদ্ধ হৃদয়। তারা দলীয় সংকীর্ণতা দুষ্ট না হয়ে বরং শুদ্ধ হৃদয়ে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধি অভিযান চালাতে সক্ষম হবেন। পত্রিকান্তরে প্রকাশ যে, প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিন পরে অভিযান শুরু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিএনপি-র উপরতলার কিছু লোক বিষয়টি ফাঁস করে দিলে প্রধানমন্ত্রী দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং সেদিনই সন্ধ্যায় মন্ত্রী পরিষদের যরূরী সভা ডেকে আলোচনা করে রাত ১২-টা থেকেই অভিযান শুরুর নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী ভেবেছিলেন এর ফলে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা সবাই ধরা পড়বে। কিন্তু তা হয়নি। তারা সময়মতই সংবাদ পেয়ে অপারেশন শুরুর দু'দিন আগেই কেবলমাত্র কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়েই নাকি সাড়ে তিন হাযারের মত সন্ত্রাসী সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে বলে খবরে প্রকাশ। দেশের অন্যান্য সীমান্ত পথে কত হাযার সন্ত্রাসী পালিয়েছে তার হিসাব কে বলবে? ফলে এখন যারা ধরা পড়ছে তারা কেউ শীর্ষ সন্ত্রাসী নয় বরং তাদের সহযোগী দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারির সন্ত্রাসী অথবা সাধারণ নেশাখোর-মাতাল বা ছিঁচকে নিশিকুটুম্ব। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, সরকার ঘোষিত ২৩ শীর্ষ সন্ত্রাসীর অধিকাংশসহ বাংলাদেশের শীর্ষ সন্ত্রাসীদের প্রায় ৯০% নিশ্চিন্তে বসবাস করছে ভারতের বিভিন্ন শহরে ও বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী কলিকাতায়। সেখানকার যাকারিয়া স্ট্রীটের বিলাসবহুল হোটেল গুলিতেই তাদের অধিকাংশের আস্তানা। এমনকি অনেক 'টপটেরর' কলিকাতার অভিজাত এলাকা সল্ট লেকেও বাড়ী ভাড়া নিয়ে বা এপ্যার্টমেন্ট কিনে বসবাস করছে। তাদের বাংলাদেশী দোসররা হর-হামেশাই সেখানে যাতায়াত করে। এমনকি ঐসব শীর্ষ সন্ত্রাসীদের প্রায় সকলে ভারতীয় মোবাইল কোম্পানীর মোবাইল সংযোগ নিয়েছে এবং এর মাধ্যমে তারা সহজেই বাংলাদেশী সোর্স ও সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে যোগাযোগ রাখছে। বাংলাদেশ সীমান্তের নিকটবর্তী ভারতীয় গ্রাম ও শহরগুলিতে অবস্থান করে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অতি সহজে তারা তাদের সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক অব্যাহত রেখেছে এবং বর্তমান সেনা তৎপরতার সব খবরাখবর জেনে নিয়ে নিত্য নতুন পলিসি নির্ধারণ করছে। যেখানে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ হর-হামেশা বাংলাদেশ থেকে কথিত হরকাতুল জিহাদ ও তালেবান অনুপ্রবেশের ধুয়া তুলে আসছেন, যেখানে বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশী পর্যটকদের ভারতের রাস্তা-ঘাটে ও হোটেলগুলিতে সর্বদা তত্ত্ব-তালাশ, চাঁদাবাজি ও বিভিন্ন ভাবে হয়রানী করা হচ্ছে, সেখানে কোনরূপ বৈধতা ছাড়াই মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর সেদেশে পার করে দিচ্ছে এই সব চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা। অথচ এনিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কোন মাথাব্যথা নেই। নিঃসন্দেহে তাদের এই আচরণ রহস্যজনক। বাংলাদেশ সরকারের উচিত এবিষয়ে অবিলম্বে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসা এবং সেখানে গিয়ে যেন সন্ত্রাসীরা আশ্রয় না পায় তার যরূরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নইলে সরকারের শুভ পদক্ষেপ মাঠে মারা যাবে। বর্তমানের সেনা-পুলিশ যৌথ অভিযান শেষে পুনরায় পূর্ণোদ্যমে শুরু হবে সন্ত্রাস এবং সৃষ্টি হবে নতুন নতুন সহযোগী সন্ত্রাসী ক্যাডার বাহিনী।

এ যাবত সন্ত্রাসী যারা ধরা পড়েছে বা গা ঢাকা গিয়েছে তাদের প্রায় সবাই সরকারী বা বিরোধী রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় লালিত-পালিত। সেকারণ ইতিমধ্যেই অনেক শুভাকাংখী আশংকা ব্যক্ত করেছেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই শুভ পদক্ষেপ যেকোন সময় বানচাল করে দিতে পারে, দলের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা তার বন্ধুরূপী শত্রুরাই। 'ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়' প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা যদি সঠিক হয়, তবে বলবঃ দেশের স্বার্থে পরিচালিত এই কঠোর অভিযান যেন দলের লোকদের মহব্বতে মাঝপথে বন্ধ না হয়ে যায়। যেভাবে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর শাসন কালে এক সময় অতিষ্ঠ হয়ে সেনাবাহিনী নামিয়েছিলেন। কিন্তু যখনই আওয়ামী সন্ত্রাসীরা একের পর এক পাকড়াও হ'তে থাকলো, তখনই দলের প্রতি অন্ধ শেখ মুজিব দ্রুত সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেন, বলা চলে যে, এই আধাখেঁচড়া সেনা অভিযানে সাপের লেজে পা দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার ফলেই শেখ মুজিবের পতন ত্বরান্বিত হয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সাবেক নিহত প্রধানমন্ত্রীর সেনা অভিযান থেকে শিক্ষা নিলে ভাল হবে বলে মনে করি। এ বিষয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। 'কুরায়েশ বংশের অন্যতম সম্ভ্রান্ত শাখা বনু মাখযূম গোত্রের ফাতেমা বিনতে আসওয়াদ নাম্নী জনৈকা মহিলা যখন চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হ'ল, তখন উক্ত গোত্রের সেরা ব্যক্তিবর্গ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এবারের মত তার শাস্তি মওকূফের সুফারিশ করার জন্য রাসূলের সন্তানবৎ প্রিয় তরুণ উসামা বিন যায়েদকে প্রেরণ করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উসামাকে বললেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের ব্যাপারে সুফারিশ করছ? অতঃপর তিনি সকলকে মসজিদে ডেকে নিয়ে ভাষণের এক পর্যায়ে বললেন, তোমাদের পূর্বেকার উম্মত এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার সম্ভ্রান্ত লোকেরা চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা চুরি করলে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহ্র কসম! যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাও আজকে চুরি করত, তাহ'লে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে ফেলতাম' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা আল্লাহ্র দেওয়া শাস্তির বিধান কার্যকর কর। চাই সে ব্যক্তি নিকটের হৌক বা দূরের হৌক। এ ব্যাপারে তোমরা কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে ভয় করো না' (ইবনু মাজাহ)। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী কি পারবেন রাজনীতির সঙ্গে অপরাধ জগতের নাড়ীর যোগ ছিন্ন করতে? আমরা দো'আ করি যেকোন মূল্যে সন্ত্রাস নির্মূলের ওয়াদার উপরে টিকে থাকার জন্য আল্লাহ পাক আমাদের সরকারকে তাওফীক দিন- আমীন!

আমরা মনে করি কেবল সেনা অভিযান যথেষ্ট নয়, বরং সন্ত্রাস ও দুর্নীতি হ্রাস করার জন্য একটি প্যাকেজ প্রোগ্রাম যরূরী। যেসকল উৎস থেকে দুর্নীতি হয়, সে সকল উৎসে শুদ্ধি অভিযান চালাতে হবে। নইলে বাঁধের একটি ছিদ্রপথ বন্ধ করলে অন্য ছিদ্রপথ দিয়ে তীব্র বেগে দুর্নীতির নোংরা স্রোতে নালা বন্ধ হয়ে যাবে। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে বলব, (১) দল ও প্রশাসনের সকল স্তর থেকে দুর্নীতিবাজদের বহিষ্কার করুন ও তাদের আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন যাবতীয় সম্পদ বাযেয়াফত করে সরকারী কোষাগারে জমা করুন (২) ইসলামী ফৌজদারী আইন সর্বত্র কঠোরভাবে বলবৎ করুন এবং শুধু ৬টি ক্ষেত্রে নয়, ক্রমে সকল ক্ষেত্রে দ্রুত বিচার আইন কার্যকর করুন। সাথে সাথে নির্দলীয় তাক্বওয়াশীল ও যোগ্য লোকদেরকে বাছাই করে প্রশাসনের বিভিন্ন পদে আসীন করুন (৩) আইন মন্ত্রীর ভাষ্যমতে দেশের ফৌজদারী মামলা সমূহের শতকরা ৭৫ ভাগ হ'ল জমিজমা সংক্রান্ত। এইসব মামলা নিষ্পত্তির জন্য জমির সাথে পরিচিত একই গ্রাম বা পার্শ্ববর্তী গ্রামের মুত্তাক্বী পরহেযগার ও জ্ঞানী লোকদের নিয়ে নির্দলীয় শালিশী কমিটি গঠন করুন ও তাদের হাতে যথাযোগ্য ক্ষমতা অর্পন করুন। অনুরূপভাবে পারিবারিক শালিশী আদালত পারিবারিক এলাকাতেই গঠন করা যেতে পারে। আর এইসব আদালতে দ্বীনদার ও সম্মানী লোকদের নিয়ে 'বিচার সহায়ক কমিটি' গঠন করুন। তাহ'লেই বিচারকগণ প্রকৃত আসামী শনাক্ত করতে সক্ষম হবেন (৪) শিক্ষার সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করুন (৫) অশ্লীল ও মারদাঙ্গা ছায়াছবি প্রদর্শন. পর্ণো সাহিত্য, সিনেমার নগ্ন পোষ্টারিং, ধূমপান ও মাদক দ্রব্যের আমদানী ও সহজলভ্যতা কঠোর হস্তে দমন করুন।

পরিশেষে বলব, রামাযান আসছে। 'ক্লীনহার্ট' বা হৃদয় শুদ্ধির প্রকৃত সুযোগ এমাসেই রয়েছে। তাই নুযূলে কুরআনের এই পবিত্র মাসকে মর্যাদা দিন। এ মাসের সম্মানে সব হালাল জিনিষের মূল্য ১০% হ্রাস করার ব্যবস্থা নিন। এ মাসে কোন অন্যায় কাজের শাস্তি অন্য মাসের তুলনায় দ্বিগুণ করুন। অফিসে-আদালতে, যানবাহনে সর্বত্র যাতে ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি হয় এবং রামাযানের পবিত্রতা বজায় থাকে, সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখুন। শুধু সেনাবাহিনী নয়, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের সর্বত্র সকলে যেন 'ক্লীনহার্ট' বা শুদ্ধহৃদয় হন, আমরা আল্লাহ পাকের নিকটে সেই প্রার্থনা করি। আল্লাহ দেশে শান্তি দিন- আমীন! (স.স.)।

প্রবন্ধ

শামায়েলে মুহাম্মাদী (ছাঃ)

*মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী**

(৫ম কিস্তি)

কথাবার্তাঃ

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত কথা বলার ক্ষমতা সহ প্রেরিত হয়েছি'।[১৭৫] আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা ছিল পৃথক পৃথক; যে শুনত সেই বুঝতে সক্ষম হ'ত।[১৭৬]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমনভাবে কথা বলতেন যে, কেউ গণনা করতে চাইলে গণনা করতে পারত।[১৭৭]

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কথা বলতেন তখন তিনবার করে বলতেন; যেন লোকেরা বুঝতে পারে।[১৭৮]

জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকতেন।[১৭৯]

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা ছিল ধীরে আস্তে ও তারতীল সমৃদ্ধ।[১৮০]

হাসি ও কান্নাঃ

জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুবই কম হাসতেন'।[১৮১]

জাবের (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুচকি হাসি ছিল'।[১৮২]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কেবল মুচকি হাসতেন'।[১৮৩]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে কখনো সব দাঁত বের করে এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর মুখ-গহ্বর বা কণ্ঠ-তালু পর্যন্ত দেখা যায়; বরং তিনি কেবল মুচকি হাসতেন'।[১৮৪]

জারীর (রাঃ) বলেন, 'আমি যখন থেকে মুসলমান হয়েছি, তখন থেকে নবী করীম (ছাঃ) আমাকে তাঁর কাছে যেতে কোন বাধা দেননি। তিনি যখনই আমাকে দেখতেন মুচকি হাসতেন'।[১৮৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে সূরা নিসা পাঠ করে শুনাচ্ছিলাম। যখন 'ফাকাইফা ইযা জি'না মিন কুল্লি...' আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন দেখলাম, তাঁর চোখ দু'টি থেকে পানি ঝরে পড়ছে'।[১৮৬]

আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্‌খীর (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাত আদায় করতে দেখেছি। তখন তাঁর সীনায় ক্রন্দনের দরুণ জাঁতায় পেষার ন্যায় শব্দ হচ্ছিল'।[১৮৭]

আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে তাঁর পুত্র ইবরাহীমের কাছে প্রবেশ করলাম, তখন সে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল'।[১৮৮]

বসার ধরণঃ

কায়লা বিনতে মাখরামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'কুরফুছা' নিয়মে অর্থাৎ নিতম্বের উপর ভর দিয়ে উরুদ্বয়কে পেটের সাথে লাগিয়ে দুই হাত দ্বারা উভয় পায়ের নলা বেড়িয়ে ধরে বসাবস্থায় দেখেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এত বিনয়ের সাথে বসাবস্থায় দেখে ভয়ে কাঁপতে থাকি'।[১৮৯]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মসজিদে বসতেন তখন 'এহতেবা' করে বসতেন। অর্থাৎ দুই হাত দ্বারা পায়ের নলা বেড়িয়ে ধরে বসতেন'।[১৯০]

হান্‌যালা ইবনু হিযযাম (রাঃ) বলেন, 'আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আসলাম, তখন তিনি আসনপিঁড়ী হয়ে বসেছিলেন'।[১৯১]

আবু রিফা'আ আদাবী (রাঃ) বলেন, 'আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আসলাম তখন তিনি খুৎবা দিচ্ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! এক অপরিচিত ব্যক্তি তার দ্বীন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এসেছে, তার দ্বীন কি সে জানে না। তখন তিনি আমার দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং খুৎবা ছেড়ে দিলেন। অতঃপর একটি চেয়ার আনা হ'ল, আমার মনে হ'ল, যেন চেয়ারের পায়াগুলি ছিল লোহার। অতঃপর তিনি তাতে বসে আমাকে শিক্ষা দিতে লাগলেন'।[১৯২]

---

* খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।

১৭৫. বুখারী হা/২৯৭৭; মুসলিম হা/৫২৩; তিরমিযী হা/১৫৫৩।
১৭৬. আবুদাঊদ হা/৪৮৩৯; তিরমিযী হা/৩৬৩৯; আহমাদ ৬/১৩৮।
১৭৭. বুখারী হা/৩৫৬৭; মুসলিম হা/৩৪৯৩।
১৭৮. বুখারী হা/৯৫; তিরমিযী হা/২৭২৩; হাকেম ৪/২৭৩।
১৭৯. ইবনে সা'দ ১/২৮০; আহমাদ ৫/৮৬; ছহীহুল জামে আছ-ছাগীর হা/৪৮২২।
১৮০. আবুদাঊদ, ছহীহুল জামে আছ-ছাগীর হা/৪৮২৩।
১৮১. আহমাদ ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৪৮২২।
১৮২. আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম, ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৪৮৬১।
১৮৩. বুখারী ৫/৪৭৭ পৃঃ, হা/৫৬৪৬।
১৮৪. বুখারী হা/৪৮২৮; মুসলিম হা/৮৯৯।
১৮৫. বুখারী হা/৪৮২৬, বাংলা-বুখারী ৫/৪৮০ পৃঃ, হা/৫৬৫১।
১৮৬. বুখারী হা/৫০৫০; মুসলিম হা/৮০০; আহমাদ ১/৩৮০।
১৮৭. আহমাদ, আবুদাঊদ হা/৯০৪; নাসাঈ হা/৭৭৯।
১৮৮. বুখারী হা/১৩০৩; মুসলিম হা/২৩১৫; আবুদাঊদ হা/৩১২৬।
১৮৯. ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃঃ ৪৫৮, হা/৮৯৭ ও ১১৭৮, শামায়েলে তিরমিযী হা/৫৩।
১৯০. বায়হাক্বী, আবুদাঊদ হা/৪৮৪৬; শামায়েল হা/১০৩।
১৯১. ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃঃ ৪৫৯, হা/১১৭৯।
১৯২. মুসলিম হা/৬০, আদাবুল মুফরাদ হা/৮৮৭।

ক্বিরাআত পদ্ধতিঃ

উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্বিরাআতের ধরণ ছিল পৃথক পৃথক। অর্থাৎ তিনি এক এক আয়াত ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তেন। 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলে থেমে যেতেন। 'আররাহমানির রাহীম' বলে আবার থেমে যেতেন। এভাবেই পুরোটা পড়তেন'।[১৯৩]

আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) টেনে টেনে কুরআন পড়তেন'।[১৯৪]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্বিরা'আত কখনো চুপে চুপে হ'ত। আর কখনো হ'ত সশব্দে'।[১৯৫]

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) তেলাওয়াতের সময় যখন কোন ভয়ের আয়াত পড়তেন, তখন আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আর যখন রহমতের আয়াত আসত, তখন আল্লাহ্‌র কাছে তার প্রার্থনা করতেন। আর যখন আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার কথা আসত, তখন তাসবীহ্ পড়তেন'।[১৯৬]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করতেন না'।[১৯৭]

আহারের বিবরণঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঠেস দিয়ে বসে খাবার গ্রহণ করতেন না'।[১৯৮]

জনৈক ছাহাবী বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে যখন খাবার এনে দেয়া হ'ত, তখন তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করতেন'।[১৯৯]

কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন আঙ্গুল দিয়ে খেতেন এবং ঐ আঙ্গুলগুলি চাটতেন'।[২০০]

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে খুরমা আনা হ'ল, আমি দেখলাম তিনি ক্ষুধার কারণে নলাদ্বয় খাঁড়া করে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসে খাচ্ছিলেন'।[২০১]

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন উঁচু স্থানে খাদ্য রেখে আহার করেননি এবং ছোট ছোট বাটি-পিরিচেও খানা খাননি'।[২০২]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাটিতে বসে পড়তেন এবং মাটিতে বসে আহার করতেন'।[২০৩]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি এমন ভঙ্গিতে খাই যেমনভাবে একজন দাস খেয়ে থাকে। আর এমনভাবে বসি যেমনভাবে একজন দাস বসে'।[২০৪]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (লোকজনের সাথে বড় রেকাবিতে) খানা খেতেন, তখন নিজের পার্শ্বে যা আছে তা থেকে খেতেন।[২০৫]

জনৈক ছাহাবী বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খানা খাওয়া শেষ করতেন তখন বলতেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আত্ব'আমতা ওয়া সাক্বাইতা, ওয়া আগনাইতা, ওয়া আকনাইতা, ওয়া হাদাইতা, ওয়াজতাবাইতা, আল্লাহুম্মা ফালাকাল হাম্‌দু 'আলা মা আ'ত্বাইতা'।[২০৬]

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, 'যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে থেকে দস্তরখানা তুলে নেয়া হ'ত, তখন তিনি এই দো'আ পড়তেন, 'আল্‌হামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবান মুবারাকান ফিহি গাইরা মাকফীইয়িন ওয়ালা মুওয়াদ্দা'য়ীন ওয়ালা মুস্তাগনানা আন্‌হু রাব্বানা'।[২০৭]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) কখনো কোন খাবারকে খারাপ বলেননি। পসন্দ হ'লে খেয়েছেন আর অপসন্দ হ'লে পরিত্যাগ করেছেন'।[২০৮]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিষ্টি ও মধু ভালবাসতেন'।[২০৯]

আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ছরীদ' পসন্দ করতেন'।[২১০]

আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কদু ভাল বাসতেন।[২১১]

আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে চলছিলাম। এমন সময় তিনি তাঁর এক খাদেমের গৃহে প্রবেশ করলেন। সে ছিল দর্জি। সে খাবার ভর্তি একটি পেয়ালা নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে হাযির করল। এর মধ্যে কদুও ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেছে বেছে কদু বের করে খেতে লাগলেন'।[২১২]

---

১৯৩. তিরমিযী, হাকেম, ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৫০০০।
১৯৪. বুখারী হা/৫০৪৬; আবুদাউদ হা/১৪৬০।
১৯৫. আবুদাউদ হা/১৪৩৭; তিরমিযী হা/২২৯৪।
১৯৬. মুসলিম, আহমাদ, ছহীহুল জামে হা/৪৭৮২।
১৯৭. ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৪৮৬৬।
১৯৮. ইবনে সা'দ, সিলসিলা ছহীহা হা/২১০৪।
১৯৯. মুসনাদে আহমাদ, সিলসিলা ছহীহা হা/৭১।
২০০. মুসলিম হা/২০৩২; আবুদাউদ হা/৩৮৪৮; শামায়েল হা/১২১।
২০১. মুসলিম হা/২০৪৪; আবুদাউদ হা/৩৭৭১; শামায়েল হা/১২২।
২০২. বুখারী হা/৫৪১৫; তিরমিযী হা/৩৩৬৪; শামায়েল হা/১২৭।
২০৩. ত্বাবারানী, সিলসিলা ছহীহা হা/২১২৫।
২০৪. ইবনে সা'দ, আবু ইয়ালা, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহা ২/৮২, হা/৫৪৪।
২০৫. আখলাকুন নবী পৃঃ ২০৬; সিলসিলা ছহীহা হা/২০৬২।
২০৬. আহমাদ, ছহীহুল জামে হা/৪৭৬৮।
২০৭. বুখারী হা/৫৪৫৮।
২০৮. বুখারী হা/৫৪০৯; মুসলিম হা/২০৬৪; আবুদাউদ হা/৩৭৬৩।
২০৯. বুখারী হা/৫৪৩১; মুসলিম হা/১৪৭৪।
২১০. আহমাদ ৩/২২০; ইবনে সা'দ ১/৩০০, হাকেম ৪/১১৫।
২১১. আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহা হা/২১২৭, ছহীহুল জামে হা/৪৯২০।
২১২. বুখারী হা/৫৪৩৫, মুসলিম ২০৪১।

ইবনে বুসর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেজুর ও দুধের মালাই ভাল বাসতেন'।[২১৩]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রানের গোশ্ত দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খেয়েছেন এবং তারপর উঠে নতুনভাবে ওযু ছাড়াই ছালাত আদায় করেছেন'।[২১৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে কাঁকুড়ে সাথে তাজা খেজুর মিশিয়ে খেতে দেখেছি'।[২১৫]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে যখন খানা আনা হ'ত, তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন। হাদিয়া বলা হ'লে খেতেন আর 'ছাদাক্বা' বলা হ'লে খেতেন না।[২১৬]

পানীয় দ্রব্য ও পান পদ্ধতিঃ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিল মিষ্টি ও ঠাণ্ডা পানীয়।[২১৭]

আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমি আমার এই পেয়ালা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সব ধরনের পানীয় যথাঃ মধু, নবীয, পানি ও দুধ পান করিয়েছি'।[২১৮]

নাওফাল ইবনে মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন শ্বাসে পানি পান করতেন। প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলতেন এবং শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতেন।[২১৯]

আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের ঘরে আসলেন তখন আমি বকরীর দুধ দোহন করি। অতঃপর কূপ থেকে পানি এনে দুধের সাথে মিশাই। অতঃপর তিনি পেয়ালা নিয়ে নিলেন এবং দুধ পান করলেন'।[২২০]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'নবী (ছাঃ) যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন'।[২২১]

নিদ্রার বর্ণনাঃ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চক্ষুদ্বয় ঘুমিয়ে পড়লেও তাঁর অন্তর কোন দিন ঘুমাত না'।[২২২]

ইমরান (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) যখন ঘুমাতেন তখন আমরা কেউ তাকে জাগাতাম না। কেননা আমরা জানতাম না, ঘুমের মধ্যে তাঁর কি ঘটছে'।[২২৩]

২১৩. আবুদাঊদ, বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৪৯২১।
২১৪. বুখারী হা/৫৪০৪, মুসলিম হা/৩৫৪।
২১৫. বুখারী হা/৫৪৪০; মুসলিম হা/২০৪৩।
২১৬. বুখারী হা/২৫৭৬; মুসলিম হা/১০৭৭।
২১৭. তিরমিযী হা/১৮৯৬; হাকেম ৪/১৩৭, হা/৭২০০; আহমাদ ৬/৩৮।
২১৮. মুসলিম হা/২০০৮।
২১৯. ইবনুস সুন্নী, সিলসিলা ছহীহা হা/১২৭৫, ছহীহুল জামে হা/৪৯৫৬।
২২০. বুখারী হা/৫৬১২।
২২১. বুখারী হা/৫৬১৭, মুসলিম হা/২০২৭।
২২২. বুখারী ৩৫৬৯, মুসলিম ৭৩৮।
২২৩. বুখারীঃ ৩৪৪, মুসলিমঃ ৬৮২।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতের শুরুতে ঘুমাতেন এবং শেষভাগে জাগ্রত থাকতেন'।[২২৪]

হাফছা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ঘুমাতে যেতেন তখন তাঁর ডান হাত ডান গণ্ডের নীচে রাখতেন'।[২২৫]

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ঘুমাতেন তখন ডান হাত ডান গণ্ডের নীচে রেখে বলতেন 'বিসমিকা আল্লা-হুম্মা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া'। আর যখন জাগ্রত হ'তেন তখন বলতেন, 'আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন্নুশূর'।[২২৬]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন 'জানাবত' অবস্থায় ঘুমাতেন তখন লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলতেন এবং ছালাতের ন্যায় ওযূ করতেন'।[২২৭]

মল-মূত্র ত্যাগের নিয়মঃ

শৌচাগারে প্রবেশ করার সময় এই দো'আ পড়তেন- 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছি'।[২২৮] আর শৌচাগার থেকে বের হয়ে 'গোফরা-নাকা' বলতেন।[২২৯]

বিভিন্ন ব্যবহার্য দ্রব্যঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি বিরাট পাত্র ছিল। তাতে চারটি আংটা লাগানো ছিল।[২৩০] একটি বড় রেকাবী ছিল। যার নাম ছিল 'গাররা'। চার জনে ধরে তা তুলত।[২৩১] একটি কাপড় খণ্ড ছিল, যা দিয়ে ওযূ করার পর (কখনো) পানি শুকাতেন।[২৩২] একটি লেপ ছিল, যা জাফরান রংয়ে রঞ্জিত ছিল।[২৩৩] একটি আতর দানী ছিল, যা থেকে আতর ব্যবহার করতেন।[২৩৪] তাঁর পতাকা ছিল কাল।[২৩৫] তার একটি অতি উত্তম পেয়ালা ছিল, যা চওড়া এবং 'নুযার' কাঠের তৈরী ছিল।[২৩৬]

তাঁর বিছানা ছিল চামড়ার, তাতে খেজুর পাতার গাঁথুনী ছিল'।[২৩৭]

[চলবে]

২২৪. বুখারী ১১৪৬, মুসলিম ৭৩৯।
২২৫. আবুদাঊদ ৫০৪৫, ছহীহুল জামি'আছ ছাগীর হা/৪৬৪৭।
২২৬. বুখারী হা/৬৩২৪, মুসলিম ২৭১০।
২২৭. বুখারী ২৮৮, মুসলিম হা/৩০৫।
২২৮. মুসলিম শরীফ হা/৭১৫।
২২৯. ছহীহ সুনানি আবী দাউদ ১/হা/২৩।
২৩০. সিলসিলা ছহীহা হা/২১০৫।
২৩১. ছহীহুল জামে' হা/৪৮৩৩।
২৩২. তিরমিযী, সিলসিলা ছহীহা হা/২০৯৯।
২৩৩. সহীহুল জামে হা/৪৮৩৫।
২৩৪. সহীহুল জামে হা/৪৮৩১।
২৩৫. সহীহা হা/২১০০।
২৩৬. বুখারী হা/৫৬৩৮।
২৩৭. বুখারী হা/৬৪৫৬; মুসলিম হা/২০৮২।

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফাযায়েলঃ

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত। কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার দেব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মিশ্‌কে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায়-অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে, তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২]

মাসায়েলঃ

১. **ছিয়ামের নিয়তঃ** নিয়ত অর্থ-মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত পড়ার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই।

২. **ইফতারকালে দো'আঃ** 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[৩]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফজরের আযান শোনে, তবে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ না করে পাত্র রেখে না দেয়'।[৪]

৪. তিনি এরশাদ করেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।[৫] 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন'।[৬]

১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (আলবানী) হা/১৯৮৫।*
২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।*
৩. *বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।*
৪. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮।*
৫. *আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।*
৬. *নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ।*

৫. **সাহারীর আযানঃ** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। তাই সাহারী প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৭] বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত (সাইরেণ বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো, মাইকে ডাকাডাকি করা, বাঁশি বাজানো, ঘন্টা পিটানো ইত্যাদি) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[৮]

(ঘ) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[৯] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৬. **লায়লাতুল ক্বদরের দো'আঃ** 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর, অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১০]

৭. **ফিৎরাঃ** (ক) ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[১১]

(খ) উপরোক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, ফিৎরা ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে ফরয। উহার জন্য 'ছাহেবে নেছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের হিসাবে আনুমানিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাযার) টাকার মালিক হওয়া শর্ত নয়।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় 'গম' ছিল না। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবী মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। যাঁরা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তাঁরা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর অনুকরণ করেন মাত্র। ইমাম নবভী (রহঃ) একথা বলেন।[১২]

(ঘ) এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

৭. *বুখারী, মুসলিম, নায়ল ২/১২০।*
৮. *নায়ল ২/১১৯।* ৯. *মিশকাত হা/১৩০২।*
১০. *আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।*
১১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।*
১২. *ফাৎহুল বারী (কায়রোঃ ১৪০৭ হিঃ) ৩/৪৩৮ পৃঃ।*

৮. **ঈদের তাকবীরঃ** ছালাতুল ঈদায়েনে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট অতিরিক্ত ১২ তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[১৩] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[১৪]

৯. **ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহঃ** (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ও যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়।[১৫]

(খ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[১৬]

(গ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদ্ইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোশ্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[১৭] ইবনে আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদ্ইয়া আদায় করতে বলতেন।[১৮]

(ঘ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদ্ইয়া দিবেন।[১৯]

১০. ছালাতুত তারাবীহঃ

ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ ১১ রাক'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। উল্লেখ্য যে, রামাযান মাসে তারাবীহ পড়লে আর তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না। নিম্নে দলীলসহ 'ছালাতুত তারাবীহ' আলোচিত হ'ল।

১১ রাক'আতের দলীলঃ

(১) একদা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী ছিল না।[২০]

(২) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী নামক দুই ছাহাবীকে রামাযান মাসে ১১ রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়াবার হুকুম দিয়েছিলেন।[২১]

(৩) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[২২]

উপরোল্লিখিত বিশুদ্ধ হাদীছগুলি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, তারাবীহ্র ছালাত বিতর সহ ১১ রাক'আত।

বিশ রাক'আতের দলীল ও তার জওয়াবঃ

১- ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীছ -

أن النبى صلى الله عليـه وسلم كـان يـصلى فـى رمضان عشرين ركعةً والوتر-

'নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে ২০ রাক'আত এবং বিতর ছালাত আদায় করতেন'। হাদীছটি আব্দ বিন হুমাইদ ও ত্বাবারানী আবু শায়বার সূত্রে বর্ণনা করেন। আবু শায়বাকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, ইবনু মুঈন, আবুদাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ প্রমুখ ইমামগণ 'যঈফ' বলেছেন। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বুখারীর শরাহ 'ফাৎহুল বারী'-তে উক্ত সূত্রকে দুর্বল বলেছেন। তাছাড়া আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছের সাথে উক্ত হাদীছটি সাংঘর্ষিক। আর হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর রাত্রিকালীন অবস্থা সম্পর্কে অন্য সকলের চেয়ে বেশী অবগত ছিলেন।[২৩]

২- আলী (রাঃ)-এর হাদীছ- عن ابى الحسناء ان عليا امر رجلا يصلى بهم فى رمضان عشرين ركعة -

আবুল হাসনা কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, 'আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেন তাদেরকে নিয়ে রামাযান মাসে ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করে'। হাদীছটি ইবনু আবী শায়বা তার মুছান্নাফে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাক্বী সুনানুল কুবরাতে বলেছেন, "وفى هذا الإسناد ضعف"। অর্থাৎ 'এই সনদে দুর্বলতা রয়েছে'।

শায়খ আলবানী বলেছেন, 'যঈফ হওয়ার কারণ হ'ল- আবুল হাসনাকে চেনা যায় না সে কে'? ইমাম যাহাবীও এরূপ বলেছেন। ইবনু হাজারও বলেছেন যে, সে অজ্ঞাত।[২৪]

---

১৩. *আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।*
১৪. *আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ।*
১৫. *নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪।*
১৬. *নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ।*
১৭. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১।*
১৮. *নায়ল ৫/৩০৮-১১ পৃঃ।*
১৯. *নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।*
২০. *বুখারী ১/১৬৯ পৃঃ, মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাঊদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ২৪৮ পৃঃ; তিরমিযী ৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ৯৭-৯৮ পৃঃ; মিশকাত ১১৫ পৃঃ; বাংলা বুখারী (আধুনিক প্রকাশনী) ১/৪৭০ ও ২/২৬০ পৃঃ।*
২১. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২।
২২. *আবু ইয়ালা, ত্বাবারানী, আওসাত্ব, সনদ হাসান, মির'আত ২/২৩০ পৃঃ।*
২৩. *ফাৎহুল বারী ৪/২৫৪।*
২৪. *আলোচনা দ্রঃ আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ পৃঃ ৭৬, ৭৭।*

৩- আলী (রাঃ)-এর আরেকটি হাদীছ- عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على قال دعا (أى على رضى الله عنه) القراء فى رمضان فأمر منهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة قال: وكان على رضى الله عنه يوتر بهم رواه البيهقى ٢/٤٩٦-

'আব্দুর রহমান আস-সুলামী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আলী (রাঃ) ক্বারীদেরকে রামাযান মাসে আহবান করলেন। অতঃপর (তারা জমায়েত হ'লে) তাদের মধ্যে একজনকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন লোকজনকে ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করান এবং আলী (রাঃ) তাদেরকে সাথে নিয়ে বিতর ছালাত আদায় করতেন'। হাদীছটি ইমাম বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন। আলবানী বলেন, হাদীছটির সনদ যঈফ। এই সনদে দু'টি দোষ রয়েছে।

এক- আত্বা বিন সায়েব-এর স্মৃতিশক্তি এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। দুই- হাম্মাদ বিন শু'আইব অত্যন্ত যঈফ। ইমাম বুখারী সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন তাঁর এ কথার দ্বারা যে, فيه نظر 'এর মধ্যে দেখার বিষয় রয়েছে'। তিনি একবার এ কথাও বলেছেন যে, তার হাদীছ 'অগ্রাহ্য' (মুনকার)। আর তিনি এরূপ কথা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলেন যার থেকে রেওয়ায়াত করা হালাল নয়।[২৫]

বিশ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে হানাফী পণ্ডিতদের অভিমতঃ

১। ভারত বিখ্যাত হানাফী মনীষী আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বলেন, '২০ রাক'আত সম্পর্কে যতগুলি হাদীছ আছে সবগুলির সনদ যঈফ এবং এ বিষয়ে সকল মুহাদ্দিছ একমত'।[২৬]

২। হানাফী ফিকহের সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব 'হিদায়া'র ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন, '২০ রাক'আত এর হাদীছটি যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী'।[২৭]

৩। আল্লামা যায়লাঈ হানাফী বলেন, '২০ রাক'আতের হাদীছটি যঈফ হওয়ার সাথে সাথে ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী'।[২৮]

৪। শায়খ আব্দুল হক্ব দেহলভী হানাফী বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ২০ রাক'আত প্রমাণিত নেই, যা বর্তমান সমাজে চালু আছে। ইবনু আবী শায়বার বর্ণনায় যে ২০ রাক'আত আছে তা যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী'।[২৯]

২৫. *ছালাতুত তারাবীহ ৭৭ পৃঃ।*
২৬. *আল-আরফুশ শাযী ৩০৯ পৃঃ।*
২৭. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২০৫ পৃঃ।*
২৮. *নাছবুর রা'য়াহ ২/১৫৩ পৃঃ।*
২৯. *ফাৎহু সিররিল মান্নান লিতা-য়ীদি মাযহাবিন নু'মান ৩২৭ পৃঃ।*

৫। দেউবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতুবী বলেন, '১১ রাক'আত তারাবীহ্‌র ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত। যা বিশ রাক'আতের চেয়ে শক্তিশালী'।[৩০]

৬। আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী বলেন, '১৩ রাক'আতের বেশী তারাবীহ্‌র ছালাত সংক্রান্ত কোন ছহীহ হাদীছ নেই'।[৩১]

৭। হানাফী জগতের বড় মুহাদ্দিছ এবং তাবলীগ জামা'আতের বিশিষ্ট নেতা মাওলানা যাকারিয়া বলেন, '২০ রাক'আত তারাবীহ সুনির্দিষ্টভাবে নবী (ছাঃ) থেকে মারফূ' ভাবে প্রমাণিত নেই'।[৩২]

৮। আল্লামা শওক নিমভী বলেন, '২০ রাক'আতের রাবী (বর্ণনাকারী) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর মাঝে ১০৯ বছরের ব্যবধান। অতএব যিনি ওমর (রাঃ)-এর যুগ পাননি, তিনি ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশের কথা কিভাবে বলেন? তাও আবার ছহীহ হাদীছের বিপরীতে'।

৯। আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী বলেন, 'একথা না মানার কোন উপায়ই নেই যে, নবী (ছাঃ)-এর তারাবীহ আট রাক'আত ছিল'।[৩৩]

১০। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, 'হানাফী বিদ্বানদের কথা দ্বারা ২০ রাক'আত তারাবীহ বুঝা যায়। কিন্তু দলীল সমূহ প্রমাণ করে যে, বিতর সহ ১১ রাক'আত তারাবীহ সঠিক'।[৩৪]

১১। বুখারী শরীফের টীকাকার আল্লামা আহমাদ আলী সাহারানপুরী হানাফী বলেন, 'রামাযানের তারাবীহ বিতর সহ নবী করীম (ছাঃ) ১১ রাক'আত জামা'আত সহকারে পড়েছিলেন'।[৩৫]

অতএব ছহীহ হাদীছের প্রমাণ এবং হানাফী বিদ্বানগণের আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, বিশ রাক'আত তারাবীহ নবী করীম (ছাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবীদের সুন্নাত নয়। বরং ১১ রাক'আত তারাবীহ ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আল্লাহ আমাদেরকে ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার তাওফীক দিন। -আমীন!!

৩০. *ফয়যে ক্বাসিমিইয়াহ ১৮ পৃঃ।*
৩১. *ফায়যুল বারী, ২/৪২০ পৃঃ।*
৩২. *আওজাযুল মাসা-লিক শারহে মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক ১/৩৯৭ পৃঃ।*
৩৩. *আল-আরফুশ শাযী ৩০৯ পৃঃ।*
৩৪. *মিরকাত ১/১৭৫ পৃঃ।*
৩৫. *বুখারী ১৫৪ পৃঃ, টীকা নং ৩।*

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে'

বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫।

পানাহারঃ ইসলামের বিধান, রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ এবং আমরা

*ডঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম**

মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর সৃষ্টির সেরা করে সৃষ্টি করেছেন। সাথে সাথে এ পৃথিবীতে তাদেরকে সঠিক সরল-সোজা পথে পরিচালিত করার জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের মধ্যে সর্বোত্তম পথ প্রদর্শক হিসাবে সর্বশেষ নবী ও রাসূল করে পাঠিয়েছেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে। আর তাঁকে অনুসরণ করার মধ্যেই যে মানব জাতির কল্যাণ নিহীত, তা তিনি বলে দিলেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ- 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলের জীবনীতে রয়েছে মহান আদর্শ' *(আহযাব ২১)*।

মহান আল্লাহ মানুষকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ, তাঁর পুরোপুরি আনুগত্য এবং নিঃশর্ত তাবেদারী করার জন্য বারবার তাকীদ দিয়েছেন। তাঁর জীবন চরিত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথে পরিচালিত। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবন-চরিতই মানুষের জন্য একমাত্র অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য আদর্শ। তাঁর জীবনাদর্শের পরিপূর্ণ ও একনিষ্ঠ অনুসরণ ব্যতীত হেদায়াত লাভ ও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের আশা করা যায় না। মহান আল্লাহ বলেন, أَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ- 'তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, যাতে তোমাদের উপর তাঁর রহমত বর্ষণ করা হয়' *(আলে ইমরান ১৩২)*। مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، 'যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল' *(নিসা ৮০)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- 'হে রাসূল! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দিবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়' *(আলে ইমরান ৩১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হ'তে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তম হব' *(বুখারী)*।

* *সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথা মান্য করে আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ হ'তে বিরত থাকে, সে সফলকাম হবে' *(নূর ৫২)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلاَ- 'যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম ও রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করতাম' *(আহযাব ৬৬)*।

অর্থাৎ জাহান্নামীদের শাস্তির একমাত্র কারণ যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য না করা এতে কোন সন্দেহ নেই। এজন্যই তারা আফসোস করতে থাকবে, কেন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করেনি। এ ধরনের আফসোসে সেদিন কোন লাভ হবে না, শাস্তি এতটুকুও কম করা হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَالُوْا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ- 'তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, ফলে তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল' *(আহযাব ৬৭)*। আজ আমরাও এমন নেতা বানিয়ে নিয়েছি আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবর্তে। মহান আল্লাহ এদের সম্পর্কে বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُولَئِكَ فِى الْأَذَلِّيْنَ- 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা নিতান্ত হীন লোকদের অন্তর্ভুক্ত' *(মুজাদালাহ ২০)*।

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং যাবতীয় জীবনোপকরণও সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا، 'তিনি সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু যমীনে রয়েছে সে সমস্ত' *(বাক্বারাহ ২৯)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللهِ وَلاَتَعْثَوْا فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ- 'আল্লাহ্র দেয়া রিযিক খাও, পান কর আর দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা হাঙ্গামা করে বেড়াবে না' *(বাক্বারাহ ৬০)*।

আল্লাহ বলেন, 'তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশু চারণ কর। এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল, যয়তূন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয়ই এতে

চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে। তারকাসমূহও তাঁরই বিধানের কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যেসব রংবেরং-এর বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলিতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে। তিনি কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা গোশত খেতে পার এবং বের করতে পার পরিধেয় অলংকার। তুমি তাতে জলযান সমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে। যাতে তোমরা আল্লাহ্র কৃপা অন্বেষণ কর এবং যাতে তার অনুগ্রহ স্বীকার কর' *(নাহল ১০-১৪)*।

আল্লাহ বলেন, وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ- 'চতুষ্পদ জন্তুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্য শীত বস্ত্রের উপকরণ আছে, আরো রয়েছে অনেক উপকার এবং কিছু সংখ্যককে তোমরা আহার্যে পরিণত করে থাক' *(নাহল ৫)*।

এতে বুঝা যায় মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের জন্যই সৃষ্টির সকল আয়োজন মহান আল্লাহ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তিনিই সেই আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সবকিছু মানুষের উপকারার্থে' *(বাক্বারাহ ২৯)*। আর জ্ঞান ও সৎকর্মই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। জ্ঞান অর্জন ও সৎকর্ম শারীরিক সুস্থতা ব্যতীত সম্ভব নয় এবং পানাহার ব্যতীত শারীরিক সুস্থতা তথা অস্তিত্ব অসম্ভব। সুতরাং দ্বীনের পথে চলার জন্য পানাহার একান্ত আবশ্যক। এজন্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশিত পথে পানাহারও দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন, সৎ কাজ ও দ্বীনের পথে চলার শক্তি লাভের উদ্দেশ্যে পানাহার করে, তার পানাহারও ইবাদত বলে গণ্য হবে।

পানাহারের বিভিন্ন আদব সমূহ হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে। এগুলি দ্বারা মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য বুঝা যায়। মনে যেরূপ চায় পশুরা তদ্রূপই আহার করে থাকে। এরা ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে না। আল্লাহ পশুকে ভাল-মন্দের বিচার শক্তি প্রদান করেননি। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ সেই শক্তি দিয়েছেন। এমতাবস্থায় সে যদি তদনুযায়ী কাজ না করে তবে বুদ্ধি ও বিচার শক্তি স্বরূপ আল্লাহ যা দান করেছেন তার হকও আদায় করা যাবে না। মহান আল্লাহ এই পানাহারবস্তুগুলির মধ্যে কতককে করেছেন হালাল এবং কতককে করেছেন হারাম। হালাল বস্তুগুলি কিভাবে ভোগ, ব্যবহার করা যায় তা আমরা মহানবী (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শ হ'তে জানতে পারি। হালাল বস্তু গ্রহণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا 'হে আমার রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর' *(মুমিনূন ৫১)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ- 'হে মানবমণ্ডলী! যমীনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা থেকে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুসমূহ খাও, আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন' *(বাক্বারাহ ১৬৮)*।

আল্লাহ বলেন, فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلاً طَيِّبًا وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ- 'আল্লাহ তা'আলা যে পবিত্র ও হালাল রুযী দান করেছেন তোমরা তা থেকে খাও এবং আল্লাহ্র নে'মত সমূহের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক' *(নাহল ১১৪)*।

অন্যন তিনি বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ- 'হে ঈমানদারগণ! যে পবিত্র বস্তু আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা খাও এবং তোমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদতকারী হও' *(বাক্বারাহ ১৭২)*।

আল্লাহ বলেন, يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَاۤ اُحِلَّ لَهُمْ ط قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ। 'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি বস্তু তাদের জন্য হালাল? বলে দিন, তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে' *(মায়েদাহ ৪)*।

আল্লাহ আরও বলেন, اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ، 'আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হ'ল *(মায়েদাহ ৫)*।

আল্লাহ বলেন, كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ج وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى- 'আমার দেয়া পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং এতে সীমালঙ্ঘন করো না, তাহ'লে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে। আর যার উপর আমার ক্রোধ নেমে আসে সে ধ্বংস হয়ে যায়' *(ত্বা-হা ৮১)*।

মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন কিভাবে এই হালাল বস্তু সমূহ পানাহার করা যায়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, খানা খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে আরম্ভ করবে, ডান হাত দিয়ে খাবে এবং নিজের সম্মুখস্থল হ'তে খাবে'।[১]

তিরি আরো বলেন, 'তোমরা কেহ বাম হাত দিয়ে আহার বা পান করবে না। কারণ শয়তান শুধু বাম হাত দিয়ে

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫৯ 'পানাহার' অধ্যায়।*

আহার বা পান করে'।[২]

তিনি বলেন, 'তোমাদের কেহ যেন কিছুতেই বাম হাত দিয়ে আহার না করে, বাম হাত দিয়ে যেন কিছুতেই পান না করে, বাম হাত দিয়ে যেন অপরের নিকট হ'তে কিছু না লয় এবং বাম হাত দিয়ে যেন অপরকে কিছু না দেয়। কেননা শয়তান তার বাম হাত দিয়ে খায়, বাম হাত দিয়ে পান করে, বাম হাত দিয়ে লয় এবং বাম হাত দিয়ে অপরকে দেয়'।[৩]

অন্যত্র তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যে এক গ্রাস খাদ্য খেয়ে অথবা এক ঢোক পানীয় পান করে তাঁর প্রশংসা করে'।[৪]

খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে কয়েক লোকমা খাদ্য আদম সন্তানের মেরুদণ্ড সোজা রাখে সেই কয়েক লোকমা খাদ্য গ্রহণ করাই তার জন্য যথেষ্ট। তবে সে যদি একান্তই উহা অপেক্ষা বেশী আহার করতে চায় তা'হলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বরাদ্দ করতে পারে' *(তিরমিযী)*।

তাই পানাহারের সময় মনে রাখতে হবে যেন লোভের বশবর্তী হয়ে পানাহার না করা হয় এবং আবশ্যক পরিমাণে পানাহার করা হয়।

আহারের পূর্বে পালনীয় সুন্নাত সমূহের মধ্যে ক্ষুধাই প্রধান। যে ব্যক্তি ক্ষুধা পেলে আহারে প্রবৃত্ত হয় এবং কিছু ক্ষুধা থাকতেই আহারে বিরত হয়, তার চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা পশুর মত। পশু যেমন উদর পূর্তি না হ'লে খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে না, আমরাও তদ্রূপ করি যদি খাবার রুচিসম্মত হয়। আর যদি তা না হয় তবে সবটুকুই অপচয়ের মাধ্যমে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করি, যেন পাখি ও অন্যান্য প্রাণীও খেতে না পারে।

পানাহার সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কতিপয় হাদীছ হ'তে বিশ্ব মুসলিমদের দিক-নির্দেশনা জানা গেল। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই আদর্শ হ'তে সরে গিয়ে অন্য পন্থায় পানাহার সংগ্রহ করছি এবং ভোগও করছি অন্য পন্থায়। আমরা শেষ নবী (ছাঃ)-এর উম্মত বলে নিজেদের দাবী করছি, অথচ তাঁর আদর্শ মানতে রাযী নই। যেখানে তিনি ডান হাতে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজে খেয়েছেন, সেখানে আমরা যারা নিজেদেরকে প্রগতিবাদী ও সভ্য বলে দাবী করে থাকি তারা এবং বিশেষ করে দ্বীন বিবর্জিত আধুনিক শিক্ষিতরা কোন কোন খাবার বাম হাতে খাওয়াই বেশী পসন্দ করছি এবং খাচ্ছি, যা শয়তানের কাজ। এই কাজকে আমরা ভদ্রতা ও প্রগতিশীলতা চলে মনে করছি।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাওয়ার পরে আঙ্গুল ও বাসন চেটে খেতে বলেছেন। আমরা সেখানে পানাহারের পর বাসনে কিছু রেখে না দিলে অভদ্রতা ও সেকেলে বলে মনে করি। পানাহারের পর আমরা অপচয় করাটাকেই প্রগতি বলে বিশ্বাস করে থাকি এবং এতে অহংকার বোধ করি। এ সবকিছুই শয়তানের কাজ, যা আল্লাহ্‌র বিধান ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শের পরিপন্থী। এর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। একদিকে আমরা এভাবে অপচয় করছি আর অন্যদিকে অনেক বনু আদম না খেয়ে মারা যাচ্ছে এবং খাবারের জন্য আর্তচিৎকার করছে। বিশেষ করে এই ধরনের অপচয় বেশী হয়ে থাকে বিভিন্ন প্রকার জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানাদিতে। আমরা এই অপচয়কে কোন গুরুত্বই দিচ্ছি না। এর জন্য যে অবশ্যই হিসাব দিতে হবে তা আমাদের উপলব্ধিতে কখনও আসছে না। আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ করার চিন্তা ভাবনাও করছি না। অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ করার কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল মুসলমানগণ। সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সাহসিকতায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সমকালীন পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ঈর্ষা ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিল। কালের বিবর্তনে আজ তারাই সকল ঐতিহ্য হারিয়ে ধ্বংসের শেষ সীমায় এসে উপস্থিত। ধর্মের কোন বাণী, কোন অনুশাসনই তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করছে না। তাদের অন্তরকে আন্দোলিত, বিচলিত ও ব্যথিত করে না। ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের চারিত্রিক, সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী অধঃপতন নেমে এসেছে। দেশী বিদেশী বিজাতীয় ও বিধর্মীয় আধুনিক সভ্যতার রীতি-নীতি ও চাল-চলন মুসলমানদের মধ্যে এমন দৃঢ়ভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে, আমরা ইসলামিক শিক্ষা-দীক্ষা ও কৃষ্টি বিস্মৃত হয়ে গিয়েছি। মুসলিম ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস এখন আমাদের নিকট অবাস্তব ও পৌরাণিক গল্পের মত মনে হয়। এমনও অনেক ব্যক্তি আছে যারা বলে থাকে যে, কুরআন শরীফের বাধ্যবাধকতা ও হাদীছের কঠোর নির্দেশাবলী অনুসরণ করা বর্তমান যুগে অসম্ভব। এরা নিজেদেরকে অত্যন্ত জ্ঞানী, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান বলে মনে করে। আমরা আজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে রাযী নই। অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে বিধর্মী অনুসরণে আমরা তৎপর। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ج وَمَاْوَاهُمُ النَّارُ ط وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ– 'তোমরা কাফেরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করো না। তাদের ঠিকানা অগ্নিস্থল। কতইনা নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তনস্থল' *(নূর ৫৭)*।

অতএব দুনিয়ার সকল ধন-দৌলত, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি, সম্মান, ক্ষমতা, অহংকার ইত্যাদির মোহ ত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলার পসন্দনীয় এবং রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত

২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৩ 'পানাহার' অধ্যায়।*
৩. *মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।*
৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০ 'পানাহার' অধ্যায়; তিরমিযী হা/১৮১৬ 'পানাহার' অধ্যায়।*

সত্য ও সঠিক পথে চলা আমাদের কর্তব্য। জীবনের সকল অবস্থাতেই এবং ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সকল কাজেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধ পুরোপুরিভাবে মেনে চলতে হবে এবং তাঁদের পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। তবেই মহান আল্লাহ্র পূর্ণ সন্তুষ্টি পাওয়ার আশা করা যায় এবং এভাবেই পূর্ণ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। কারণ ইসলামের সকল নিয়ম-কানূন, রীতি-নীতি ও অনুশাসন পুরোপুরি পালন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, يَآيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً، 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হও' *(বাক্বারাহ ২০৮)*। নিজের পসন্দমত ও সুবিধা অনুযায়ী কিছু মান্য করব এবং বাকিগুলির তোয়াক্কা করব না, তা'হলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যাবে না। ইসলাম ধর্মে দাখিল হ'তে হ'লে এবং আল্লাহ পাকের পূর্ণ সন্তুষ্টি লাভ করতে হ'লে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত সকল আদেশ-নিষেধ এবং মহানবী (ছাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত জীবনাদর্শ পুংখানুপুংখভাবে মেনে চলতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ– 'তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অবিশ্বাস কর! যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোন পথ নেই। ক্বিয়ামতের দিন তাদের কঠোরমত শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন' *(বাক্বারাহ ৮৫)*।

বর্তমান বিশ্ব মুসলিমের চিত্র উপরের আয়াতের সাথে মিলে যাচ্ছে। আল্লাহ আমাদেরকে এ অবস্থা হ'তে মুক্ত করে তাঁর বিধান ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুযায়ী জীবন, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র গঠন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার তাওফীক দিন। আমীন!!

এম, এস মানি চেঞ্জার
...শ ব্যাংক অনুমোদিত
বি... ...উণ্ড, ষ্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ
ফ্রা... ...দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয়
বি... ...ফ্‌ট সরাসরি নগদ টাকায়
ক্র... ...এনডোর্সমেন্ট
কর...
...শাহী

শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান

*মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন**

প্রারম্ভিক কথাঃ

ইসলামের আবির্ভাব মানব জাতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী বিপ্লব হিসাবে পরিচিত। ইসলাম কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণ ইবাদত সর্বস্ব ধর্মীয় সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ ধর্ম নয়। ইসলাম একটি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন দর্শন। শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও চর্চা এ ধর্মে পুণ্যের কাজ বলে পরিগণিত। তাই ইসলামকে কেন্দ্র করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সূচিত হয়েছে এক নতুন অধ্যায়।

আধুনিক ইউরোপ সহ সারা দুনিয়া যখন অজ্ঞতা, বর্বরতা ও কুসংস্কারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল, ঠিক সে সময় ইসলাম ও মুসলমানদের দ্বারা জ্ঞানের যে মশাল প্রজ্জ্বলিত হয়, তারই আলোকে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা সহ সারা বিশ্ব আলোকিত হয়ে উঠে। বদলে যায় বিশ্বে শিক্ষা, শিল্প, সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ইতিহাস। মূলতঃ দেখা যায়, পৃথিবীর শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাগরণ ইসলামের দ্বারাই সংঘটিত হয়ে উঠেছে। Decline and fall of Roman Empire গ্রন্থে ঐতিহাসিক গীবন লিখেছেন, 'লণ্ডনের রাস্তা যখন অন্ধকারে তলিয়েছিল, সে সময় কর্ডোভার রাস্তা আলোয় উদ্ভাসিত থাকত। তখন মুসলমানরা বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোর অপরূপ ঝলকানিতে সারা দুনিয়াকে মুখরিত করেছিল এবং ত্যাগ ও কুরবানীর সীমাহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছিল শান্তি ও কল্যাণের বার্তা। সারা দুনিয়া তখন মুসলমানদের শৌর্য-বীর্যের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছিল'। অধ্যাপক পি,কে হিট্টি বলেছেন, 'অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হ'তে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত আরবী ভাষাভাষী মুসলিমগণ সমগ্র বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান আলোর দিশারী ছিলেন'।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তার উৎসঃ

ইংরেজী Science শব্দের অর্থ বিজ্ঞান, যার আরবী প্রতিশব্দ اَلْحِكْمَةُ (আল-হিকমা)। বিজ্ঞান শব্দের শাব্দিক অর্থ হ'ল বিশেষ জ্ঞান। বি-উপসর্গের অর্থ বিশেষ এবং জ্ঞান শব্দের অর্থ বিদ্যা, জানা, ধারণা ইত্যাদি। তাহ'লে বিজ্ঞান-এর অর্থ হচ্ছে কোন বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা বা সম্যক ধারণা লাভ করা। সুতরাং পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করা যায় তাকে বিজ্ঞান বলা হয়। আল্লাহ্র 'অহি' আল-কুরআন হচ্ছে সকল

* *সহকারী অধ্যাপক, ইসলামী শিক্ষা, ফযীলা রহমান মহিলা কলেজ, কৌরিখাড়া, পিরোজপুর।*

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস বা আকর। কেননা সকল জ্ঞানই বিজ্ঞান নয়। যা অভ্রান্ত, সত্য, নির্ভুল, সুন্দর ও কল্যাণকর তাই কেবলমাত্র বিজ্ঞান। আর সে অর্থে আল-কুরআনই হচ্ছে একমাত্র অভ্রান্ত ও সত্য। অতএব জাগতিক যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আল-কুরআন হ'তে উৎসারিত।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের এক নাম 'আল-হাকীম'। যার অর্থ বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। যেমন আল্লাহ বলেন, يس- وَالْقُرْآنِ الْحَكِيْمِ- । 'ইয়া সীন। শপথ বিজ্ঞানময় গ্রন্থ আল-কুরআনের' *(ইয়াসীন ১-২)*। আল-কুরআনের অপর এক নাম 'আল-হিকমাত'। যার অর্থ জ্ঞান, প্রজ্ঞা।

আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا-

'যাকে বিজ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে অনেক উত্তম বস্তু দান করা হয়েছে' *(বাক্বারাহ ২৬৯)*। শিক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ- 'আল্লাহ মানুষকে এমন সব বিষয়াদি শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না' *(আলাক্ব ৫)*।

কুরআনে হাকীমের শতকরা ১১ ভাগ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাত শত আয়াতে বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চিকিৎসা বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

'আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি, যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত' *(ইসরা ৮২)*।

জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারণ করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করে' *(ইয়াসীন ৩৮-৪০)*।

আল্লাহর সৃষ্টি জগৎ নিয়ে মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করতে নিষেধ করা হয়নি; বরং নিরন্তর গবেষণার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, فَاعْتَبِرُوْا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ-

'হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা গবেষণা ও শিক্ষা গ্রহণ কর' *(হাশর ২)*। বর্তমান কালের বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার নেপথ্যে কুরআনে হাকীমের সক্রিয় ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন- উটের খাদ্য ও পানীয় জমা করে রাখা পদ্ধতির মধ্যে ফ্রীজের ধারণা নিহিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে'? *(আল-গাশিয়া ১৭)*। পানি জাহাজ নির্মাণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় নিম্নোক্ত আয়াতে, 'এবং তাদের জন্য নৌকার অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি; যাতে তারা আরোহণ করে' *(ইয়াসীন ৪২)*।

এমনিভাবে সোলায়মান (আঃ)-এর 'হাওয়াই তখ্‌তে' আকাশ ভ্রমণ, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মি'রাজ রজনীতে বোরাক্ব বা 'রফরফ' নামক দ্রুতগামী বাহনে আরোহণ, উর্দ্ধাকাশে পরিভ্রমণ প্রভৃতি কুরআনে বর্ণিত ঘটনা ও বিষয়াবলী অধুনা নভোযান নিয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়া তথা উড়োজাহাজ, রকেট, টি,ভি ও বেতারযন্ত্র ইত্যাদি আবিষ্কারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রেরণার মূল উৎস বলা যায়।

ইসলাম তথা কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের এত গভীর সম্পর্ক যে অমুসলিম গবেষক ডঃ মরিস বুকাইলী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে বাধ্য হয়েছেন, "For Islam, religion and science have always been considered twins sisters". অর্থাৎ 'ইসলামে বিজ্ঞান এবং ধর্ম সর্বদা যমজ সন্তান হিসাবে বিবেচিত'।

বস্তুতঃ কুরআনুল কারীম ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দিক নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা থেকে মুসলিম মনীষীগণ শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও তার বিস্তারে যে অভূতপূর্ব অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন, ইতিহাসের পাতায় তা সোনালী হরফে লিখা রয়েছে। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হ'লঃ

১. শিক্ষা বিস্তারে ইসলামের ভূমিকাঃ

শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে ইসলাম যে কত গভীর অনুপ্রেরণা, উৎসাহ, উদারতা ও গুরুত্বারোপ করেছে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই যে, ইসলামের প্রথম বাণীতেই 'পড়া ও লেখার, কলমের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার' কথা উচ্চারিত হয়েছে। সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে নিরক্ষর মহা পুরুষ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি মহান আল্লাহ 'অহি' নাযিল করে বলেন,

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ- الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ-

'পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হ'তে। পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না' *(আলাক্ব ১-৫)*।

কুরআনুল কারীমের ভাষায় আল্লাহ মানুষকে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন এইভাবে- رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا 'হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও' *(ত্ব-হা ১১৪)*। আল-কুরআনের অসংখ্য স্থানে মহান প্রভু শিক্ষার মহিমা বর্ণনা করেছেন মানব জাতির উদ্দেশ্যে।

এদিকে একজন নিরক্ষর মহামানব হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ও জ্ঞানার্জনের প্রতি যে গুরুত্বারোপ করেছেন ইতিহাসে তা নযীরবিহীন। বিশ্বের সেরা পণ্ডিতগণ দূরের কথা ধর্ম প্রচারকগণও শিক্ষার উপর এত বেশী গুরুত্ব দেননি। শিক্ষা বিস্তারে মহানবী (ছাঃ) বাস্তব ও সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার দৃষ্টান্ত নিম্নরূপঃ

(ক) নবী গৃহঃ নবুঅত লাভের পর থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ গৃহকে শিক্ষায়তন রূপে গড়ে তুলেন। তিনি নিজে যেমন আজীবন ছাহাবাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তেমনি তাঁর মৃত্যুর পর উম্মুল মুমেনীনগণ নারীদের মাঝে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

(খ) দারুল আরকামঃ ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে নিরিবিলি স্থানে অবস্থিত ছাহাবী আরকাম (রাঃ)-এর গৃহকে 'দারুল আরকাম' বলে। এ গৃহটিকে তিনি শিক্ষায়তনে পরিণত করেন। যাকে আমরা ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মাদরাসা গৃহ বা বিদ্যা নিকেতন নামে আখ্যায়িত করতে পারি। এখানে ইসলাম গ্রহণকারী মুসলিমগণ গোপনে শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

(গ) শিক্ষার মহাকেন্দ্র স্থাপনঃ হিজরতের পর মহানবী (ছাঃ) মদীনার মসজিদে নববীকে শিক্ষার মহাকেন্দ্র রূপে গড়ে তুলেন। এখানে দেশ-বিদেশের অসংখ্য মানুষ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ছুটে আসতো। 'আছহাবে ছুফফা' নামক একদল জ্ঞান পিপাসু ছাহাবী এখানে ছাত্র ও শিক্ষকের ভূমিকায় ছিলেন। যাকে আমরা সে যুগের উন্মুক্ত ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় নামে অভিহিত করতে পারি।

(ঘ) মুক্তিপণ রূপে শিক্ষাঃ বদর যুদ্ধের যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানত, তাদের মুক্তিপণ ধার্য করা হয়েছিল মদীনার নিরক্ষর লোকদেরকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া।

(ঙ) বিদেশে শিক্ষক নিয়োগঃ মক্কায় কাফেরদের নির্যাতনে বাধ্য হয়ে কিছু সংখ্যক ছাহাবী ইথিওপিয়ায় হিজরত করলে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রাখার জন্য রাসূল (ছাঃ) জা'ফর বিন আবু তালিব (রাঃ)-কে সেখানে শিক্ষক নিয়োগ করেন। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক আক্বাবার বায়'আতের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে শিক্ষা দানের জন্য মুছ'আব (রাঃ)-কে মদীনায় শিক্ষক হিসাবে প্রেরণ করেন। এ ছাড়া নতুন কোন গোত্রের লোক ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি অভিজ্ঞ ছাহাবীদের শিক্ষক নিয়োগ করে পাঠাতেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে তাঁর পদাংক অনুসরণ করে মুসলমানগণ শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে আরও মহিমামণ্ডিত করে তুলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনকালে শিক্ষা ব্যবস্থার যে সূত্রপাত হয়েছিল পরবর্তীকালে খিলাফতে রাশিদা, উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতেমী ও সেলজুক শাসনামলে তা আরও বিস্তৃত হয়ে বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভা, সেভিল ও অন্যান্য শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

সোনালী যুগের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ

(ক) বায়তুল হিকমাঃ আব্বাসীয় খলীফা হারূনুর রশীদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার জন্য বাগদাদ নগরীতে 'বায়তুল হিকমা' (বিজ্ঞান ভবন) নামে একটি অতি উচ্চাঙ্গের গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাঁর উত্তরসূরী খলীফা আল-মামূন ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করেন। মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিতরণের যত প্রকার উপায় ও উপকরণ আছে সমস্তই তাতে বিদ্যমান ছিল। এখানে সমৃদ্ধময় এক বিশাল লাইব্রেরী ছিল।

'বায়তুল হিকমা'র অনুবাদ বিভাগটি ছিল সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও অভূতপূর্ব। তদানীন্তন বিশ্বের উন্নতমানের প্রায় সকল ভাষার গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করে তিনি সেগুলি অনুবাদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

(খ) নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ঃ সেলজুক সুলতান মালিক শাহের প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুলক কর্তৃক ১০৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদে স্থাপিত নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। বিশ্বের নামী-দামী পণ্ডিত ব্যক্তিদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারীভাবে অধ্যাপক পদে নিয়োগ দান করা হয়েছিল। মুসলিম দার্শনিক ইমাম গাযযালী এখানকার ছাত্র ছিলেন এবং (১০৯১-১০৯৫ খ্রীঃ) চার বছর এর অধ্যক্ষ পদে আসীন ছিলেন। নিযামিয়ার বিশাল লাইব্রেরী ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অতুল্য ভাণ্ডার। হালাকু খাঁর নৃশংস সেনাবাহিনী বাগদাদ আক্রমণ কালে পৃথিবীর সেই অতুলনীয় লাইব্রেরী টাইগ্রীস নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে মুসলিম জাতির বিশাল গৌরব ও মহামূল্যবান সম্পদরাজি চিরকালের মত ধ্বংস করে দিয়েছে।

(গ) কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ স্পেনের উমাইয়া খলীফা দ্বিতীয় হাকাম ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানী ও বিদ্যানুরাগী শাসক হিসাবে ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। সাম্রাজ্যে অসংখ্য স্কুল, কলেজ স্থাপনের পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি কর্ডোভা নগরীতে ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন তা সমগ্র দুনিয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক বিতরণে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। এটা ছিল আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। খলীফা হাকাম প্রাচ্যের সেরা শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিতগণকে এখানে অধ্যাপনার কাজে নিয়োগ দান করে রাজকোষ হ'তে নিয়মিত বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে কুরআন, হাদীছ, আরবী ভাষা, ইতিহাস, আইন শাস্ত্র, ভূগোল, দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ ছিল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অধ্যয়নের জন্য পৃথিবীর নানা স্থান হ'তে শিক্ষার্থীরা এসে এখানে সমবেত হ'ত। বিশ্ব সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কর্ডোভা বিদ্যালয়ের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

২. সাহিত্যে মুসলমানদের অবদানঃ

সাহিত্য হ'ল শিক্ষার প্রসার ও সভ্যতার অন্যতম বাহন। ইসলাম পূর্ব যুগে বিশ্বে সাহিত্য বলতে যা কিছু ছিল তা ছিল ক্লেদাক্ত ও কলুষতায় ভরপুর। ইসলাম আবির্ভাবের পর মুসলিম কবি সাহিত্যিকগণ সর্বপ্রথম কলুষতা মুক্ত মার্জিত রুচিসম্পন্ন উন্নতমানের সাহিত্য বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের এই কৃতিত্বপূর্ণ অবদান নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হ'লঃ

(ক) সাহিত্যে কুরআন ও তাফসীর শাস্ত্রের অবদানঃ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এক অতুলনীয় ও অনবদ্য বিশ্ব সাহিত্য। পবিত্র কুরআনের ভাষা শৈলী ও অলংকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আল-কুরআন নাযিলের প্রভাবে অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ কাব্য ও সাহিত্য চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। কুরআনুল কারীমের তাফসীর বিশ্ব সাহিত্য অঙ্গনে এক অনন্য সংযোজন। ইবনে জারীর তাবারী বিরচিত জামিউল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন', ইমাম ইবনু কাছীর রচিত 'তাফসীরে ইবনে কাছীর', কাশ্শাফ', তাফসীরে 'বায়যাবী', তাফসীরে 'কুরতুবী' তাফসীরে 'জালালাইন' প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থ আরবী সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

(খ) হাদীছের অবদানঃ পবিত্র কুরআনের মত হাদীছ শাস্ত্রও অতি উচ্চমানের সাহিত্য। ভাষার লালিত্য, বিষয়বস্তুর পরিপাট্য, শব্দ ও বাক্য রীতির নিপুণতায়, হৃদয়স্পর্শী বর্ণনাভঙ্গি হাদীছ শাস্ত্রকে প্রথম শ্রেণীর বিশ্ব সাহিত্যে পরিণত করেছে। আরবী সাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডার হাদীছকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিদ্বানগণ আরও অনেক প্রকার ইলমের সৃষ্টি করেছেন। যার মধ্যে আসমাউর রিজাল বা চরিতাভিধান অন্যতম। রিজাল শাস্ত্রে লক্ষাধিক 'রাবীর' জীবন কথা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংগৃহীত ও কালির অক্ষরে শৃংখলিত হয়ে আছে। যা পৃথিবীর মানব ইতিহাসে নযীরবিহীন ও বিস্ময়কর সৃষ্টি। আসমাউর রিজালের এই বিস্ময়কর সৃষ্টি দেখে ইউরোপের পণ্ডিতগণ স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে বলেছেন 'এ কেবল মুসলিম জাতির পক্ষেই সম্ভব'।

(গ) কবি-সাহিত্যিকদের অবদানঃ জাহেলী যামানায় আরবের কবি-সাহিত্যিকগণ অশ্লীল কাব্য রচনা করত এবং রাসূল (ছাঃ)-কে উপহাস করে কবিতা লিখত। ইসলাম গ্রহণের পরবর্তী পর্যায়ে এই সকল কবি সাহিত্যিকগণ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রেরণায় ইসলাম ও মহানবী (ছাঃ)-এর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। মহানবী (ছাঃ)-এর এ সময়কাল হ'তে আরবী সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান সূচিত হয় এবং পরবর্তী কালে তা স্পেন ও ইউরোপের সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এ সময়কার বিখ্যাত কবিদের মধ্যে লাবীদ, হাস্সান বিন ছাবিত, কা'ব বিন যুহাইর (রাঃ) অন্যতম। তাছাড়া আলী (রাঃ), কবি আবুল ফারাজ, আল-মুতানাব্বী আল-মা'আররী প্রমুখ আরব কবিগণ আরবী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করেছেন।

পারস্য সাহিত্যের সৌর্ন্দয্য ও লালিত্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং মনমুগ্ধকর। ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়াৎ', রুমীর 'মসনবী', জামীর 'ইউসুফ যোলায়খা', শেখ সাদীর 'গুলিস্তা ও বোঁস্তা', ফেরদৌসীর মহাকাব্য 'শাহনামা' প্রভৃতি রচনা পারস্য সাহিত্যকে জীবন্ত করে রেখেছে। প্রসিদ্ধ কবি নিযামী ও হাফিযের রচনায় পারস্য সাহিত্য পূর্ণতা লাভ করে। মুসলিম সাম্রাজ্য বিনাশকারী দুর্ধর্ষ তাতারগঞ্জ পারস্য সাহিত্যের লালিত্যে মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল।

ভারত উপমহাদেশের কবিকুল শিরোমণি আমীর খসরু, মহাকবি ইকবাল, আলতাফ হোসাইন হালি, মির্যা গালিব, বিদ্রোহী কবি নযরুল ইসলাম প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের বিশ্ব সাহিত্য অঙ্গনে যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

৩. দর্শন শাস্ত্রে অবদানঃ

দর্শন শাস্ত্রে মুসলিম দার্শনিকদের অবদান অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ। আরব দার্শনিক আল-কিন্দীকে মুসলিম দর্শনের জনক বলা হয়। তিনি গ্রীক দর্শনের সংস্পর্শে আসেন ও এ্যারিস্টটলের গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। ফারাবী, ইবনে সীনা, ইবনে রুশদ, ইবনে তোফায়েল প্রমুখ দার্শনিকগণ দর্শন শাস্ত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাঁরা ছিলেন গ্রীক দর্শনের অনুসারী। কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী দর্শনে যাঁরা বিশ্বাসী দার্শনিক ছিলেন তাদের মধ্যে আবুবকর আর-রাযী, ইমাম গায্যালী, ইমাম ইবনে তায়মিয়া, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী, মুহাম্মাদ ইকবাল উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই দর্শন শাস্ত্রের বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।

৪. ইতিহাস চর্চায় মুসলমানগণঃ

ইতিহাস শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান অন্যান্য জাতির নিকট ঈর্ষনীয় ও বিস্ময়কর ব্যাপার। বলা যায়, মুসলমানগণই বিশ্বে ইতিহাস রচনার পুরোধা। মুসলমানদের আগে কোন জাতির মধ্যেই ধারাবাহিক ও সামগ্রিকভাবে ইতিহাস রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়নি। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সময় হ'তেই মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাস রচনার প্রেরণা দেখা যায়। আল খাওয়ারিযমীর মতে, 'ইলমুত তারীখ' ধর্মীয় বিদ্যার অন্তর্গত। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ঐতিহাসিক বিবরণ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবন কাহিনীর ব্যাপকতা মুসলমানগণকে ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

মহানবী (ছাঃ)-এর বিপুল হাদীছ সম্ভার ও তাঁর বর্ণনাকারীদের জীবন ইতিহাস সংগ্রহে যে সকল মনীষী আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁরাই ছিলেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনভিত্তিক ইতিহাস রচনাকারী। যাকে আমরা 'আসমাউর রিজাল' বলছি, তা ইতিহাসেরও অন্যতম উপাদান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র জীবন ভিত্তিক ইতিহাস রচনায় সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন মদীনাবাসী ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (৮৫-১৫১ হিঃ)। ইবনে ইসহাক রচিত সীরাত গ্রন্থখানি পরিশোধন ও পরিমার্জন করে পুনঃ রচনা করেন আব্দুল মালেক ইবনে হিশাম। যা

পরবর্তীকালে 'সীরাতে ইবনে হিশাম' নামে পরিচিতি লাভ করে।

ইতিহাস চর্চায় সুসংবদ্ধতা ও বৈজ্ঞানিক রূপ দান করেন বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন। ইবনে খালদুনের বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জনের মূলে ছিল তাঁর 'কিতাবুল ইবার ওয়া দিওয়ান আল-মুবতাদা ওয়াল খবর ফীআইয়াম আল-আরব ওয়াল আযম ওয়াল বারবার' নামক ইতিহাস রচনা। এ বিরাট ইতিহাস গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড মুকাদ্দামা বা ভূমিকা, দ্বিতীয় খণ্ড আরব জাতির ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড বর্বরদের ইতিহাস। তিনি সর্বপ্রথম মানব ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধারায় পারিপার্শ্বিক প্রভাবের কথা বিশ্লেষণ করেন। সে জন্য তাঁকে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ঐতিহাসিকই শুধু বলা হয় না, সমাজ বিজ্ঞানের জনকও বলা হয়।

ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হামাবী রচিত 'মু'জাম আল-বুলদান' একটি প্রামান্য ইতিহাস গ্রন্থ। মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত-তাবারী রচিত 'আখবার আর-রাসূল ওয়াল মুল্ক' (রাসূল ও বাদশাহদের ইতিহাস) আরবী ভাষায় রচিত প্রথম সামগ্রিক ও বিখ্যাত বিশ্ব ইতিহাস। এতে বিশ্ব জগত সৃষ্টির বিবরণ, মানব জাতির সূচনা আদম (আঃ) থেকে ৩০২ হিজরী/৯১৫ খ্রীঃ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাস ধারাবাহিক ও বর্ষ ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐতিহাসিক আল-বালাযুরী 'ফাত্হ আল-বুলদান' ও 'আনছারুল আশরাফ' নামক ইতিহাস গ্রন্থে সঠিক সন তারিখের নিরিখে মুসলমানদের সাম্রাজ্য বিজয়ের ধারাবাহিক বিবরণ দিয়েছেন। ঐতিহাসিক ইবনে কুতায়বা 'কিতাব আল-মা'আরিফ', ঐতিহাসিক আল-জাওযী' সীরাত উয্যামান ফী তারীখিল আইয়াম', ঐতিহাসিক আল-মাসঊদী 'মুরূযুয-যাহাব ওয়া মাদিল যাওহার', খত্বীব আল-বাগদাদী 'তারীখুল বাগদাদ', আল্লামা আফীফ ইয়াফেয়ী 'আত-তারীখ' ইবনু কাছীর 'আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া' নামক গ্রন্থ রচনা করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলিকে ইতিহাস শাস্ত্রে এক একটি বিশ্বকোষ বলা যায়।

এ ছাড়াও ঐতিহাসিক ইবনে খল্লেকান, আল মাকরেযী, হামাদানী, আলবিরুনী, আল-মাক্বদেসী, ইবনে হযম, ইবনুল আছীর, আস-সুয়ূতী, আস্সাখাভী প্রমুখ শত শত বিশ্ব বিশ্রুত ঐতিহাসিকের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান মানব ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। মূলতঃ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ মুসলিম ইতিহাস বেত্তাদের নিকট হ'তে ইতিহাস রচনা শিখেছেন এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

(৫) জ্যোতির্বিদ্যায় অবদানঃ

জ্যোতির্বিদ্যায় মুসলিম বিজ্ঞানীদের অসামান্য অবদান পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, দিন-রাত, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। আল্লাহ তা'আলা মহাকাশ সম্পর্কে অনেক অনেক তথ্য আল-কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, 'তুমি কি দেখ না আল্লাহ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন? তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকে বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত' (*লুক্বমান ২৯*)। আল-কুরআনের এই সকল বিবরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও পরিক্রমা সম্পর্কে অনেক বিচিত্র তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

ইবনে জুনাম, ইয়াকুব আল ফাজারী, আল খাওয়ারিযমী, আল ফারাগনী, আবুল মাশার বাল্খী, আল বাত্তানী, আবুল হাসান, নাছিরুদ্দীন তূসী প্রমুখ বিজ্ঞানীগণের আবিষ্কার জ্যোতির্বিদ্যায় প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছে।

আব্বাসীয় খলীফা আল-মনছূরের আমলে জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার দুয়ার উন্মুক্ত হয় এবং খলীফা আল-মামুন প্রতিষ্ঠিত 'মান মন্দিরে' বিখ্যাত গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী মূসা আল-খাওয়ারিজমী মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। মুসলমানগণকে 'মান মন্দির' প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ বলা হয়। ইউরোপীয়গণ মুসলমানদের নিকট হ'তেই এর পদ্ধতি অনুকরণ করেছেন। 'পৃথিবীর উপর চন্দ্রের আকর্ষণই জোয়ার ভাটার কারণ'- এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সর্বপ্রথম দিয়েছেন আবুল মাশার বলখী। জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে তাঁর লিখিত মৌলিক চারটি গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়ে পাশ্চাত্যের দেশ সমূহে পরিচিত ও পঠিত হয়। আব্বাসীয় যুগে আবুল হাসান দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও নৌকম্পাস আবিষ্কার করেন। আল-ফাজারী সূর্য ঘড়ি, কোন্ পরিমাপক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। আবুল হাসান, আবুল ওফা, ইবনে ইউনুস, আল-বিরুনী, ওমর খৈয়াম সৌরজগৎ সম্পর্কে যেসব মূল্যবান তথ্যাদি তদীয় গ্রন্থাদিতে রেখে গেছেন, পরবর্তীতে সে পথ অনুসরণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

(৬) ভূগোল শাস্ত্রে অবদানঃ

মুসলিম ভূগোলবিদগণ সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভূ-তত্ত্ব অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করে ভূগোল শাস্ত্রকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। অজানাকে জানার উদগ্র আকাংখাই মুসলমানদেরকে ভূগোল গবেষণায় অনুপ্রাণিত করেছিল। মূসা আল-খাওয়ারিযমী, আল মাসঊদী, আল-মাক্বদেসী, ইয়াকুত হামাবী, ইবনে খালদুন, ইবনে খুরদাবিহ্ ভূগোল শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

আল-মামূনের শাসনামলে 'বায়তুল হিকমা' সংলগ্ন 'মান মন্দিরে' ভূগোল গ্রন্থ 'সুরত আল-আরয' (পৃথিবীর আকৃতি) রচনা করেন। এ সময় আরও ৬৯ জন পণ্ডিত গবেষকের সহায়তায় তিনি সর্বপ্রথম 'পৃথিবীর মানচিত্র' অংকন করেন। এতে তিনি সপ্ত ইকলীম বা পৃথিবীকে ৭টি ভূ-খণ্ডে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন। পরবর্তী ভূগোলবিদগণ তাঁর ঐ সপ্ত ইক্লিমের ভিত্তিতেই পৃথিবীকে ৭টি মহাদেশে ভাগ

করেছেন।

প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ ইয়াকুত আল-হামাবী রচিত 'মু'জাম আল-বুলদান' ও 'মু'জাম আল-উদাবা' গ্রন্থ দু'টি সঠিক ও নির্ভুল তথ্যাদির জন্য ভূগোল চর্চায় বিশ্বকোষ হিসাবে পরিচিত হয়ে আছে। ভূগোলবিদ আল-মাক্বদেসী দীর্ঘ বিশ বছরের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা দিয়ে আহসান আত-তাক্বাসীম ফী মা'রিফাত আল-আকালিম' নামে সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা মৌলিক ভূগোল গ্রন্থ রচনা করে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের রীতি-নীতি, স্বভাব-চরিত, উৎপন্ন ফসল, আবহাওয়া, ধর্মীয় আদর্শ ইত্যাদির মনোজ্ঞ ও নিখুঁত বর্ণনা দিতে সক্ষম হয়েছেন।

ভূগোলবিদ আল-মাসঊদী 'মরূযুয যাহাব' নামক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে বিচিত্র ভৌগলিক তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। আল-বিরুনী তাঁর 'কিতাবুল হিন্দ' ও 'কিতাবুল তাফহীম' গ্রন্থদ্বয়ে ভূ-বিদ্যা সম্পর্কে সূক্ষ্ম আলোকপাত করেছেন। আয-যুহরীর 'ভৌগলিক অভিধান' ভূগোল শাস্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিশ্ব বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা স্বীয় 'রিহালা' (ভ্রমণ কাহিনী) নামক গ্রন্থে দেশ-বিদেশের বহু অজানা তথ্য-সামগ্রীর মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

মুসলমানদের দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা সংক্রান্ত 'সারণী' ইউরোপে সমাদৃত ছিল। মুসলমানদের আবিষ্কৃত 'পৃথিবীর কেন্দ্রীয় চূড়া' সম্পর্কিত তথ্য থেকেই কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

[তথ্য সূত্রঃ তাফসীরে ইবনে কাছীর, অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (ঢাকাঃ তাফসীর পাবলিকেশন্স কমিটি) ১ম, ২য়, ৩য় ও ১৮'শ' খণ্ড; বঙ্গানুবাদ বুখারী শরীফ ৯ম খণ্ড ই,ফা,বা, প্রকাশিত; উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, রচনায়ঃ শাহ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (ঢাকাঃ সোনালী সোপান ৩য় সংস্করণ জুন ২০০১) ১ম পত্র; উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, রচনায়ঃ এ, বিম, এম আব্দুল মান্নান মিয়া (ঢাকাঃ হাসান বুক হাউস) ১ম পত্র; উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, রচনায়ঃ মোহাম্মাদ শামসুল হক ও অন্যান্য (ঢাকাঃ কোরআন মহল) ১ম পত্র।]

[চলবে]

নিউ সাত্তার ব্রাদার্স

এখানে সিল্ক শাড়ী, নিজস্ব তৈরী বিভিন্ন প্রকারের পাঞ্জাবী, থ্রিপিচ সহ ভ্যারাইটিস ডিজাইন উন্নতমানের বিভিন্ন ধরনের পোশাক পাওয়া যায়।

সোনাদীঘির মোড়
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনঃ ইসলামী সমাজে একটি জাহেলী প্রথার অনুপ্রবেশ

মুযাফ্ফর বিন মুহসিন।

উপক্রমণিকাঃ

আল্লাহ প্রদত্ত 'ইসলাম'ই একমাত্র শাশ্বত জীবন বিধান যা পূর্ণাঙ্গ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুসংগত। যাতে মানব জীবনের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীক তথা সকল ক্ষেত্রকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে গড়ে তোলার মৌলিক উপাদান সমূহ পুরোপুরিভাবেই বিদ্যমান। যার বাস্তব প্রতিফলন ঘটলে ব্যক্তি জীবন হবে সর্বোত্তম গুণে গুণান্বিত, জ্ঞানের আলোকে আলোকময়; পারিবারিক জীবনে বিরাজমান থাকবে অনাবিল সুখ-শান্তি। সামাজিক জীবনে উদীয়মান থাকবে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। পরস্পরকে ভালবাসবে নিঃষ্কাম ও নিঃস্বার্থভাবে। মুক্ত থাকবে দ্বন্দ্ব-কলহ, হিংসা-বিদ্বেষ, অন্যায়-অত্যাচার, ভীতি-সংশয় ও সন্ত্রাসী আগ্রাসন হ'তে। থাকবে জান, মাল ও মান-মর্যাদার গ্যারান্টি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এনে দিবে হালাল রুযির সমাহার। উন্মুক্ত থাকবে বৈধ উপার্জনের সকল পথ ও পন্থা, বন্ধ হবে হারাম অর্থব্যবস্থা। থাকবে না সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, পুঁজিবাদী, চাঁদাবাজীসহ সকল প্রকার অর্থনৈতিক সন্ত্রাস। তেমনি রাজনৈতিক জীবনও পরিচালিত হবে সুসংগবদ্ধ ও সুশৃংখলভাবে। দেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে তৈরি হবে সীসাঢালা প্রাচীরসম ঐক্যবদ্ধ একটি সংগ্রামী জাতি। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে রাজনৈতিক ভেদাভেদ, পৃথকীকরণ ও দলীয়করণের মত নিকৃষ্ট পদ্ধতি। ফলে একটি রাষ্ট্র হবে ঔদ্ধত্যশূন্য উৎকণ্ঠা বিবর্জিত সৌম্যরূপ বিশিষ্ট চির শান্তির নীড়। যেমন প্রায় সাড়ে ১৪০০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামের দ্বারাই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং 'ইসলাম'কে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়িদাহ ৩)*। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ঘোষণা 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম' *(আলে ইমরান ১৯)*। আর এই ইসলামের সামগ্রিক ও সার্বজনীন নীতিমালাসমূহ পরিব্যপ্ত রয়েছে দু'টি মৌলিক সংবিধানের মধ্যে। একটি মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন' অপরটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাশ্বত বাণী-আদর্শ 'আল-হাদীছ'। একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ' *(আহযাব ২১)*। উক্ত সংবিধান থেকে মানব

জাতি যখনই বিচ্যুত হবে তখনই তার পতন ঘটবে। যেমনটি বর্তমানে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণীই তার জাজ্বল্য প্রমাণ। তিনি এরশাদ করেন, 'আমি তোমাদের নিকট দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না, যতদিন ঐ দু'টি বস্তুকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আর তা হ'ল আল্লাহর কিতাব 'আল-কুরআন' এবং তাঁর নবীর সুন্নাত 'আল-হাদীছ'।[১]

শুধু আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-ই ইসলাম ও তার সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেননি; বরং যুগে যুগে পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত অমুসলিম মনীষী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকরাও ঐকতানে ইসলাম, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর আদর্শের অসাধারণ প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, আজও আছেন। যেমন-

(ক) মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য একমাত্র ইসলামই যে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নাড'শ তা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, "Islam is the only religion which appears to me to possess assimilating capacity to the changing phases of humanity which can make its appeal to every age". অর্থাৎ 'আমার নিকট সুস্পষ্ট যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা মানব জাতির পরিবর্তনশীল সকল অবস্থাকেই সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং তা প্রত্যেক যুগেই প্রযোজ্য-যথোপযুক্ত'।[২]

(খ) অনুরূপভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক, বিশ্বশান্তির অগ্রনায়ক মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে মাইকেল এইচ, হার্ট যথার্থই বলেছেন, "My choice of Muhummad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be history who was supremely successful on both the religious and secular levels". 'পৃথিবীতে সবচাইতে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় যাঁর নাম সর্বাগ্রে স্থান পেতে পারে তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তিনিই ইতিহাসের সেই অনন্য ব্যক্তিত্ব, যিনি ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই অতুলনীয় সাফল্য অর্জন করেন'।[৩] জর্জ বার্নাড'শ বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মত একজন লোক যদি এই আধুনিক বিশ্বের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তবে এই জটিল সমস্যাবলীর এমন সুন্দর সমাধান করতেন, যা এনে দিত অত্যাবশ্যক সুখ ও শান্তি'।[৪]

(গ) মহাগ্রন্থ আল-কুরআনও যে ভাষাশৈলির অভিনব বৈশিষ্ট্য, ছন্দময় প্রকৃতি, উচ্চারণগত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ইত্যাদি মিলে একটি আশ্চর্যজনক অলৌকিক গ্রন্থ এবং তা যে স্বচ্ছ জীবন পরিচালনায় ফলপ্রসূ বিধি-বিধান, গর্হিত কর্মকাণ্ডের নেতিবাচক ফলাফল ও তার পরিণতি, সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সূচক নির্দেশনা এবং সাহিত্য, ইতিহাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহা ভাণ্ডার সমৃদ্ধ, তা অকপটে স্বীকৃতি দিয়েছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক বসওয়ার্থ স্মীথ। তিনি বলেছেন, "The Quran is a Book which is a poem a code of lows a book of common prayer. All in one and is reverenced by a large section of the human race as miracle of purity of style, of wisdom and of truth".[৫]

সুধী পাঠক! বড় পরিতাপের বিষয় যে, আল্লাহ মনোনীত সর্বোত্তম আদর্শের মূর্তপ্রতীক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত ও পাশ্চাত্যের অমুসলিম পণ্ডিতদের সর্বকালের প্রশংসিত ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে অবস্থান করার সৌভাগ্য অর্জন করা সত্ত্বেও ইসলামী বিধি-বিধানকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সর্বোত্তম আদর্শকে ভুলে গিয়ে নিজেদের জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে প্রাক ইসলামী যুগ তথা জাহেলী যুগের পচা দুর্গন্ধময় সংস্কৃতি সহ অভিসপ্ত পথভ্রষ্ট ইহুদী-খ্রীষ্টান ও অন্যান্য বিধর্মীদের নোংরা সভ্যতা সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার মেনে চলছি। বলা বাহুল্য, আজকে ইসলামী সমাজের সিংহভাগ আদর্শই ইসলাম বহির্ভূত। তন্মধ্যে কারো সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হয়ে নীরবতা পালন অন্যতম। যা সমাজের সর্বোচ্চ মহলসহ সর্বত্রই চালু আছে। তাই নিম্নে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

---

১. عن ابن عباس أنَّ رَسُوْلَ الله (ص) خَطَبَ النَّاسَ فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ فقال .... إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ-

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক আলাছ-ছাহীহায়েন (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১১ হিঃ), ১/১৭১ পৃঃ, হা/৩১৮ 'ইলম' অধ্যায়, সনদ হাসান, দ্র. আলবানী, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (বৈরুত ছাপা ১৯৮৬ ইং) ১/২১ পৃঃ, হা/৩৬। উল্লেখ্য, এ মর্মে যে হাদীছটি মালিক বিন আনাস কর্তৃক মুওয়াত্ত্বা-এর সূত্রে মিশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ। যা অধিক প্রচলিত। তবে হাকিম-এর বর্ণনা একে শক্তিশালী করে। তবুও বিশুদ্ধ বর্ণনাটিই প্রচলন করা উচিত। আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হিঃ), ১/৬৬, হা/১৮৬-এর পাদটীকা 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়।

২. *আবু ছাঈদ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ, ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ইং), পৃঃ ২-৩।*

৩. *মাইকেল এইচ, হার্ট, দি হাণ্ড্রেড, বঙ্গানুবাদঃ শ্রেষ্ঠ ১০০ (ঢাকাঃ পরশ পাবলিসার্স, ১ম প্রকাশঃ একুশে বই মেলা, ১৯৯৪ ইং), পৃঃ ১।*

৪. *I believe if a man like Mohammad were to assume the dictatorship of modern world, he would succed in solving its problem in a way that would bring its much needed peace and happiness.*
দ্রঃ মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ (দঃ) (কলকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ২য় সংস্করণঃ ১৯৯৫ইং), ১/২৩ পৃঃ।

৫. *মুহাম্মাদ আবু তালেব, বিজ্ঞানময় কোরআন (চট্টগ্রামঃ ইডেন প্রকাশনী, ২য় সংস্করণঃ ২০০১ইং), পৃঃ ৪৮।*

قيام শব্দের বিশ্লেষণঃ

قيام শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ হ'ল, وَاقِفًا বা দাঁড়ানো, দণ্ডায়মান হওয়া, অবস্থান করা। যেমন আরবরা বলে থাকে, انتصب واقفا 'সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে'।[৬] পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন আল্লাহ্‌র জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ 'আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে যাও' *(বাক্বারাহ ২৩৮)*।

উক্ত আয়াতে উল্লিখিত قيام শব্দের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাস্‌সির আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, أمرهم فيها بالقيام أى وقوفا على أرجلهم بسكون অর্থাৎ 'আয়াতে তাদেরকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেওয়ার অর্থ হ'ল, তাদের স্ব স্ব পায়ে ভর দিয়ে শান্তশিষ্টভাবে স্বীয় স্থানে দাঁড়ানো'।[৭] এটা ছালাতে দণ্ডায়মান হওয়ার নির্দেশ।

আল্লামা আমীমুল ইহসান বলেন, القيام هو الانتصاب مع الاعتدال بحيث لومد يديه لاينال ركبتيه- 'দৃঢ়তার সাথে এমন সোজা হয়ে দণ্ডায়মান হওয়া, যদি হাত দু'খানা স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহ'লে হাঁটুদ্বয় পর্যন্ত পৌঁছাবে না'।[৮]

জাহেলী যুগে সম্মানার্থে দণ্ডায়মানঃ

জাহেলিয়াতের যুগের লোকেরা তাদের রাজা-বাদশা, আমীর-উমারা, গোত্রপতি, সমাজপতি, নেতৃস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করত। তারা বসা অবস্থায় থাকলে প্রজাসাধারণ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকত। আবার কখনও তারা কোন জনসমাবেশে বা মজলিসে উপস্থিত হ'লে সমাবেশে উপস্থিত সকল জনতা তাদেরকে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাত। এ প্রথা যে প্রাক ইসলামী যুগে বিদ্যমান ছিল তার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি হাদীছ উপস্থাপিত হ'ল। যেমন- বিশিষ্ট ছাহাবী জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اِشْتَكَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَائَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ قُعُوْدًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُوْنَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ يَقُوْمُوْنَ عَلَى مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدٌ فَلاَ تَفْعَلُوْا- رواه مسلم-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থ থাকা অবস্থায় আমরা একদা তাঁর পিছনে ছালাত আদায় করছিলাম। তখন তিনি বসে বসে ছালাত আদায় করছিলেন। আবুবকর (রাঃ) মুক্তাদীগণকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তাকবীর শুনাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক পর্যায়ে তিনি আমাদের দিকে লক্ষ্য করে দেখেন যে, আমরা দাঁড়ানো অবস্থায় আছি। অতঃপর তিনি আমাদেরকে বসার ইঙ্গিত দিলে আমরা সবাই বসে পড়ি এবং সে অবস্থায় ছালাত আদায় করি। যখন তিনি ছালাত সম্পন্ন করে সালাম ফিরালেন তখন বললেন, এক্ষণে তোমরা এমন একটি কাজ করছিলে, যা রোম ও পারস্যবাসীরা করে থাকে। তারা তাদের রাজ-বাদশা, আমীর-উমারাদের সামনে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকে যখন তারা দাঁড়িয়ে থাকে। তোমরা কখনও এরূপ করবে না'।[৯]

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায় সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণ হ'ল, তারা তাদের রাষ্ট্রপ্রধান, গোত্রপ্রধান ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সামনে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকত। আর তাদের নেতারা বসা থাকত'।[১০] অন্য আরেকটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ لاَتَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا-

'একদা নবী করীম (ছাঃ) লাঠির উপর ভর করে আমাদের সামনে উপস্থিত হ'লে আমরা তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাই। তখন তিনি বলেন, তোমরা আজমী-অনারবদের ন্যায় কারো উদ্দেশ্যে দাঁড়াইও না, যেমনভাবে তারা পরস্পরকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানায়'।[১১]

---

৬. আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব (কাহেরাঃ দারুল ইশা'আতু ইসলামিয়াহ, ১ম প্রকাশঃ ১৩৮০ হিঃ/১৯৬০ ইং), পৃঃ ৭৬৭।

৭. ডঃ মুহাম্মাদ সুলায়মান আবদুল্লাহ আল-আশকার, যুবদাতুত তাফসীর মিন ফাতহিল ক্বাদীর (রিয়াযঃ মাকতাবাহ দারুস সালাম, ৫ম সংস্করণঃ ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ইং) পৃঃ ৪৯।

৮. মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, ক্বাওয়া'ইদুল ফিক্‌হ (দেওবন্দঃ আশরাফী বুক ডিপু, ১ম প্রকাশঃ ১৩৮১ হিঃ/১৯৯১ ইং) পৃঃ ৪৩৭।

৯. ছহীহ মুসলিম (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৩০৯ পৃঃ, হা/৪১৩ 'ছালাত' অধ্যায়। উল্লেখ্য, 'ইমাম বসে ছালাত আদায় করলে মুক্তাদীরাও বসে ছালাত আদায় করবে' এ হুকুম পরে মানসূখ হয়ে গেছে। বরং মুক্তাদীদেরকে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। দ্রঃ আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ (বেনারসঃ আল-জামে'আতুস সালাফিয়াহ, ৪র্থ সংস্করণঃ ১৯৯৫ইং) ৪/৮৯ পৃঃ; মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/১১৪০ 'ছালাত' অধ্যায়।

১০. ইবনে হাজার আল-আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী শারহু ছহীহিল বুখারী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশঃ ১৪১০ হিঃ/ ১৯৮৯ ইং), ১১/৬০ পৃঃ, হা/৬২৬২-এর আলোচনায় তাবরাণী আওসাত্বের বর্ণনা।

১১. আবুদাঊদ তা'লীক্বসহ (বৈরুতঃ দারু ইবনে হাযাম, ১৪১৮ হিঃ/১৯৯৭ ইং), ৫/২৫০ পৃঃ, হা/৫২৩০ 'আদব' অধ্যায়।

ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিঃ) ও হাফেয মুনযেরী (৫৮১-৬৫৬ হিঃ) হাদীছটিকে ছহীহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১২] ইবনু হিব্বানও (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ) অন্য সনদে তার 'ছহীহ ইবনে হিব্বান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) ইমাম আবুদাউদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটিকে যঈফ বললেও হাদীছটি উদ্ধৃত করার পর বলেন, معنى الحديث صحيح.... অর্থাৎ 'হাদীছটির মূলভাব ও অর্থ ছহীহ, কেননা ছহীহ মুসলিমে এ মর্মে সুস্পষ্ট হাদীছ বর্ণিত হয়েছে'।[১৩]

উল্লিখিত হাদীছগুলি থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হ'ল যে, কারো সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া আইয়ামে জাহেলিয়া থেকে চলে আসা একটি কুপ্রথা।

বর্তমান ইসলামী সমাজে সম্মানার্থে দণ্ডায়মানঃ

আমরা প্রায় সাড়ে ১৪০০ বছর পূর্বে জাহেলী যুগকে পশ্চাতে ফেলে এসেছি, কিন্তু ফেলে আসতে পারিনি সে যুগের আদর্শ, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি এবং সে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথা। তাই কালের আবর্তে সেই চিরনিন্দিত কৃষ্টি-কালচারসমূহ অন্যান্য বিধর্মী সমাজের ন্যায় ইসলামী সমাজেও আধুনিকতার নামে উন্নত সভ্যতা(?) হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এর মধ্যে কারো সম্মানে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা মুসলিম বিশ্বের দু'একটি দেশের কিছু অংশ ছাড়া প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত রয়েছে।

আমাদের দেশ বর্তমান বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করতে হয় যে, জাতীয় উন্নতির একমাত্র প্রতিষ্ঠান, প্রকৃত জ্ঞানের প্রস্রবণ, সর্বোন্নত আদর্শের উৎপত্তিস্থল দেশের স্কুল, কলেজ, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এমনকি সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গণ বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সকল জ্ঞানকেন্দ্রেই এই জাহেলী প্রথা বিদ্যমান।

শিক্ষক মহোদয় শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করা মাত্রই অন্ধকার যুগের ন্যায় ছাত্র-ছাত্রীরা তার সম্মানার্থে স্ব স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে যায়। ক্লাসে পড়া শুনানোর সময় শিক্ষার্থীরা শিক্ষক মহোদয়ের সামনে মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্ধারিত পাঠ শুনায়। কারণ শিক্ষকের সামনে বসে বসে পড়া শুনানো বা কথা বলা, প্রশ্ন করা সম্মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার শামিল। আবার যখন শিক্ষক শ্রেণীকক্ষ থেকে বিদায় নেন তখনও সবাই তাকে সম্মান জানাতে একযোগে দাঁড়িয়ে যায়। এখানে শিক্ষকগণ নীরব ভূমিকা পালন করে থাকেন। অথচ অজ্ঞতা, মূর্খতার যুগে এ প্রথাই চালু ছিল। যদি দেশের জ্ঞানকেন্দ্রের অবস্থা এমন হয় তাহ'লে প্রকৃত আদর্শ পাওয়া যাবে কোথায়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া আমানত সর্বোত্তম আদর্শের প্রভাব পড়বে কিভাবে?

এতো গেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা। এবার আমরা নযর দিব দেশের আদালতের দিকে। যদিও আদালতগুলিও পরিচালিত হচ্ছে বিধর্মীদের নির্ণিত পাশ্চাত্যের আইন দ্বারা। তবুও নিরপেক্ষ সমাধানের প্রত্যাশায় জনগণ উপস্থিত হয়। বিচারকার্য আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে সবাই ম্যাজিস্ট্রেট বা হাকিমের আগমনের অপেক্ষায় থাকে। হাকিম বিচারালয়ে প্রবেশ করতেই সম্মান প্রদর্শনের জন্য সবাই তার সামনে দাঁড়িয়ে যায় এমনকি এডভোকেট (উকিল)গণও। কখনো কখনো আগমনের পূর্বক্ষণে দাঁড়ানোর জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়। কেউ না দাঁড়ালে বা দাঁড়াতে ভুলে গেলে তাকে তাচ্ছিল্য করা হয়। আসামীরা বিচারকের সামনে দু'হাত জোড় করে মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। আবার ম্যাজিস্ট্রেটের আসন ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়ও সবাই দণ্ডায়মান হয়ে সম্মান জানায়। কখনো কখনো হাকিম সাহেব হাসিমুখে হাত নেড়ে জনতার প্রদর্শিত সম্মানের জবাব দেন। অথচ তারাই সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী, দেশের কর্ণধার। তিনি হয়ত অবগত নন যে, এই মুসকি হাসির মাঝে লুকিয়ে আছে জলন্ত অগ্নিশিখা।

অনুরূপভাবে আমরা লক্ষ্য করি, যারা দেশ ও জাতির প্রাণ, উচ্চ আসনের অধিকারী- প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, মন্ত্রী ইত্যাদি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার জন্য যখন মঞ্চে আগমন করেন, তখন তাদের সম্মানার্থে হাযার হাযার জনতা দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানায়। তারাও হাত উঁচু করে জনতার অভ্যর্থনার জবাব দেন ও বসতে বলেন। আবার তারা স্মৃতিসৌধে, প্রেসিডেন্টের কবরে, কোন রাজনীতিবিদ, দলীয় নেতা প্রভৃতির মাযারে, শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী ও শোকগাথা অর্পণ করেন এবং কিছুক্ষণ সময় মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করতঃ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অথচ কবরস্থানে গিয়ে যে দো'আটা পড়ার কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিখিয়ে গেছেন, সেটাই পড়েন কি-না সন্দেহ। অনুরূপভাবে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য সবাই চক্ষু বন্ধ করে নীরবতা পালন করেন। 'ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজে'উন', পড়ারও কেউ থাকে না। অথচ শোকোচ্ছ্বাসে অতি কাতর। এক কথায় এগুলি সবই জাহেলিয়াত, শিরকী দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ।

আরো বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করতে হয় যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, সভা-সমিতিতে, সমাবেশেও যখন দাওয়াতী মেহমান বা প্রধান আকর্ষণ উপস্থিত হন তখন প্রত্যক্ষদর্শী শ্রোতাগণ তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়। অথচ তারা নিষেধ করা তো পরের কথা নিজেরাই খুশীতে আত্মহারা হয়ে যান। এরাই ইসলামী সমাজের কথিত সংস্কারক। উল্লেখ্য যে, এরূপই গোলক ধাঁধায় নিমজ্জিত হয়ে মীলাদী অনুষ্ঠানে ভক্তরা স্বরচিত দরূদ পড়তে পড়তে হঠাৎ একসময় রাসূলুল্লাহ

১২. *হাফেয মুনযেরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, প্রথম প্রকাশঃ ১৪০৬ হিঃ/১৯৮৬ ইং), ৩/৪৩১ পৃঃ, 'আদব' অধ্যায়।*

১৩. *শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাহ আল-আহাদীছ আয-যা'ঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ (রিয়াযঃ মাকতাবাহ আল-মা'আরিফ, ১ম প্রকাশঃ ১৪১ হিঃ/১৯৯৬ ইং), ১/৫২২ পৃঃ, হা/৩৪৬-এর আলোচনা দ্রঃ।*

(ছাঃ)-এর সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হয়। তারা মনে করে তাদের মীলাদ অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপস্থিত হয়েছেন। এই কুফুরী আক্বীদাহ মুসলিম সমাজে এখনও বিদ্যমান। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই তাঁর সম্মানে ছাহাবীগণের দাঁড়ানোতে তিনি কঠোরভাবে হুমকি দিয়েছেন।[১৪]

আজকে ইসলামী সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাহেলী আগ্রাসনে ভরপুর। আমরা সবকিছু সর্বাত্মক সানন্দে মেনে চলছি। মনে হয় যেন এটাই প্রকৃত জাহেলিয়াতের যুগ। অথচ জাহেলী আদর্শকে গ্রহণ করার পরিণাম সম্পর্কে আমরা মোটেই অবগত নই। তাই এখানে জাহেলী আদর্শকে গ্রহণ করার পরিণাম ও উল্লিখিত প্রেক্ষাপট সমূহে করণীয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা তুলে ধরা আবশ্যক মনে করছি। অতঃপর দ্বীন ইসলামে সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়ার হুকুম আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপট সমূহে করণীয়ঃ

ইসলাম যেমন মানব জাতির জন্য সর্বক্ষেত্রে সুখ ও সৌম্যতার বিধান দিয়েছে, তেমনি উক্ত প্রেক্ষাপট সমূহেও করণীয় হিসাবে চমৎকার ও সর্বোত্তম বিধান দিয়েছে। তাহ'ল পারস্পরিক সালাম বিনিময়। সালাম এমন একটি পদ্ধতি, যাতে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক সৌভ্রাত্র ও আন্তরিক অভগ্ন বন্ধন, যা জান্নাতের পথকে সুগম করে।[১৫] ইহা অপরের জন্য শান্তি কামনা করা ও নিজের জন্য অন্যের কাছ থেকে দো'আ পাওয়ার দারুণ মাধ্যম। যা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে নেই। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَّجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ - رواه الترمذى وأبوداود-

'যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মজলিসে উপস্থিত হয় তখন সে যেন সালাম দেয় এবং বসার প্রয়োজন হ'লে যেন বসে পড়ে। অতঃপর যখন সে বৈঠক থেকে প্রস্থান করবে তখনও যেন সালাম দিয়ে চলে আসে'।[১৬] অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন বৈঠক, সমাবেশকে অতিক্রম করতেন তখন উপবিষ্ট লোকদেরকে সালাম দিতেন।[১৭] অন্যত্র তিনি বলেন, 'পায়ে হাঁটা ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে সালাম দিবে। কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম করবে'।[১৮] আরো বলেন, 'আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে আগে সালাম দেয়'।[১৯]

উপরোক্ত হাদীছগুলি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষক যখন শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করবেন তখন ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিবেন। তিনি শ্রেণীকক্ষ হ'তে বের হওয়ার সময়ও সালাম দিয়ে বের হবেন। অনুরূপভাবে কোন বৈঠকে, অনুষ্ঠানে, সমাবেশে, বিচারালয়ে প্রবেশকালে আগমনকারী ব্যক্তিই সালাম দিবেন। সম্ভবপর নিকটস্থ লোকদের সাথে মুছাফাহা করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَّتَفَرَّقَا-

'যখন দু'জন মুসলমান পরস্পরের সাক্ষাতে মুছাফাহা করে তখন তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়কেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়'।[২০]

এটা সর্বোত্তম আদর্শের মূর্তপ্রতীক মুহাম্মাদ (ছাঃ) আনিত আমোঘ বিধান, সুন্দর নীতিমালা সমৃদ্ধ। এ সমস্ত স্থানে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করার কোন নিশানাই নেই। এই সৌষ্ঠবমণ্ডিত আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করে যদি চিরনিন্দিত জাহেলী আদর্শ এবং পাশ্চাত্যের দেওয়া ঘৃণিত নমুনাকে গ্রহণ করি তাহ'লে এর পরিণাম কি হ'তে পারে?

মুসলিম সমাজে জাহেলী প্রথা প্রচলন করার পরিণামঃ

এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ মুসলমান হয়ে ইসলামী আদর্শকে উপেক্ষা করে ইসলাম বিবর্জিত জাহেলী আদর্শ-সংস্কৃতি, মতবাদকে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজে প্রচলন করার চেয়ে বড় বিভ্রান্তি আর কি হ'তে পারে? এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন,

مَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ-

১৪. *এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মীলাদ প্রসঙ্গ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণঃ ২০০০ইং) পৃঃ ৭-৯।*

১৫. *ছহীহ মুসলিম ১/৭৪ পৃঃ, হা/৫৪ 'ঈমান' অধ্যায়; আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬৩১ 'আদব' অধ্যায়, 'সালাম' অনুচ্ছেদ।*

১৬. *ছহীহ তিরমিযী, তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রিয়াযঃ মাকতাবাহ আত-তাবারিয়াহ আল-আয়াযী, ১৯৮৮ ইং), হা/২৮৬১; ছহীহ আবুদাউদ (ঐ) ৩/২৭৮ পৃঃ হা/৫২০৮, 'আদব' অধ্যায়; সনদ হাসান, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬৬০ 'সালাম' অনুচ্ছেদ।*

১৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৬২৫৪; ছহীহ মুসলিম হা/১৭৯৮; ছহীহ তিরমিযী হা/২৭০৩; মিশকাত হা/৪৬৩৯ 'আদব' অধ্যায়, 'সালাম' অনুচ্ছেদ।*

১৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৬২৩৩; ছহীহ মুসলিম হা/২১৬০; মিশকাত হা/৪৬৩২।*

১৯. *ইমাম নববী আদ-দিমাশক্বী, রিয়াযুছ ছালেহীন (কুয়েতঃ জম'ঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, ২য় সংস্করণঃ ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৬ ইং), পৃঃ ২৮৯, হা/৮৪৮, 'সালাম' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাউদ হা/৫১৯৭; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৪৬।*

২০. *ছহীহ ইবনে মাজাহ, তাহক্বীক্বঃ আলবানী, (রিয়াযঃ মাকতাবাহ আল-মা'আরিফ, ১ম প্রকাশঃ ১৪১৭ হিঃ/১৯৯৭ইং), হা/৩০০৩ সনদ ছহীহ; ছহীহ আবুদাউদ হা/৫২১২; মিশকাত হা/৪৬৭৯।*

'যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান করবে, সে জাহান্নামের দলভুক্ত হবে। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং নিজেকে একজন মুসলমান হিসাবে ধারণা করে'।[২১] অন্য হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ– متفق عليه–

'ঐ ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় অর্থাৎ মুসলমান নয়, যে (মৃতের শোকে) নিজের মুখমণ্ডলে করাঘাত করে, পরিহিত পোশাক-পরিচ্ছদ ছিড়ে ফেলে এবং যে জাহেলী আদর্শের দিকে মানুষকে আহ্বান করে'।[২২] অন্যত্র তিনি বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাপেক্ষা ক্রোধের শিকার তিন ধরনের লোক। তারমধ্যে যারা ইসলামী সমাজে জাহেলিয়াতের আদর্শ, সংস্কৃতি, মতবাদের প্রবর্তন করে'।[২৩]

তাছাড়া কেউ মুসলমান হয়ে যদি অন্য জাতি বা ধর্মের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, তাহ'লে সে ঐ জাতি বা ধর্মের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ–

'তোমাদের মধ্য হ'তে যে অন্যদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে' *(মায়েদাহ ৫১)*। অনুরূপভাবে নবী করীম (ছাঃ)ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি অন্য কোন জাতির সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে সে ঐ জাতিরই অন্তর্ভুক্ত'।[২৪] অতএব মুসলমানদেরকে অতিসত্ত্বর সাবধান হওয়া অত্যাবশ্যক, বিশেষ করে দেশের নেতৃবর্গকে। কারণ তাদের জন্যই আজকে দেশের সর্বত্র বিরাজ করছে জাহেলী সভ্যতা ও ইহুদী-খ্রীষ্টান তথা বিধর্মীদের কাছ থেকে ধার করা নোংরা সংস্কৃতি।

ইসলামে সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়ার হুকুমঃ

ইসলামী শরী'আতে সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়ার রীতি অবর্তমান। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, এটি নিছক একটি জাহেলী প্রথা মাত্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ঘৃণিত প্রথা সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন এবং ছাহাবায়ে কেরামকে শক্ত কণ্ঠে ধমক দিয়েছেন। এমনকি ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবে'ঈনে 'এযামগণও এ সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলিষ্ঠ উক্তি করেছেন এবং এ ধরনের প্রথা দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রই প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেছেন। যা নিম্নে বর্ণিত হ'লঃ

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অপকৃষ্ট মনোভাব ও হুঁশিয়ারীঃ

(১) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوْا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لَمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَالِكَ– رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح–

'ছাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপেক্ষা কোন ব্যক্তিই সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন না। অথচ তারা কখনো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখে দাঁড়াতেন না। কারণ তারা জানতেন যে, তিনি এমন দাঁড়ানোকে ঘৃণার চোখে দেখেন'।[২৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

مَا كَانَ فِى الدُّنْيَا شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوْا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لَهُ...–

'ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখার জন্য এতো অধিক আগ্রহ পোষণ করতেন যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠে তাঁর অপেক্ষা দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই। অথচ তারা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখতে পেতেন তখন দাঁড়াতেন না...'।[২৬]

শায়খ ইবনুল হাজ্জ (রহঃ) উক্ত হাদীছটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে বলেন,

يلزم على هذا أن خواص العالم والكبير والرئيس لايعظمونه ولا يوقرونه لا بالقيام ولا بغيره... وهذا خلاف ما عليه عمل السلف والخلف–

'এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বিশিষ্ট কোন আলেম জ্ঞানবান ব্যক্তি, বয়স্ক ও শীর্ষস্থানীয় কোন নেতাকে

২১. *আহমাদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৩৬৯৪ 'ইমারত' অধ্যায়।*

২২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৩৫১৭; ছহীহ মুসলিম ১/৯৯ পৃঃ, হা/১০৩; ছহীহ তিরমিযী হা/৯৯৯; মিশকাত হা/১৭২৫ 'জানাযাহ' অধ্যায়, 'মাইয়েতের জন্য কান্না' অনুচ্ছেদ।*

২৩. *ছহীহ বুখারী হা/৬৮৮২, 'দিয়াত' অধ্যায়; তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/৫১ পৃঃ, হা/১৪২ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*

২৪. *ছহীহ আবুদাউদ হা/৪০৩১; আহমাদ ২/৫০ ও ৯২ পৃঃ; ছহীহ ইবনে হিব্বান, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়।*

২৫. *আবদুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী শরহে তিরমিযী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশঃ ১৪১০ হিঃ/১৯৯০ খৃঃ), ৮/২৪ পৃঃ, হা/২৯০২; ছহীহ তিরমিযী হা/২৭৫৪; আহমাদ ৩/১৩২ পৃঃ; সনদ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬৯৮ 'আদব' অধ্যায়, 'ক্বিয়াম' অনুচ্ছেদ।*

২৬. *ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, তাখরীজ ও তা'লীকঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, (আল-জুবাইলঃ আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়াহ আস-সাউদিইয়াহ, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১৯ হিঃ/১৯৯৯ ইং) পৃঃ ৩৩৪, হা/৯৪৬, সনদ ছহীহ।*

দাঁড়ানোর মাধ্যমে কিংবা এজাতীয় কোন পদ্ধতিতে সম্মান প্রদর্শন বা শ্রদ্ধা নিবেদন করা নিষিদ্ধ। কারণ এ প্রথা সালফে ছালেহীন ও তাদের উত্তরসূরীদের আমলের পরিপন্থী'।[২৭]

অনুরূপভাবে শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) হাদীছটি উল্লেখ করার পর বলেন, 'কারো সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া যে শরী'আতে নিষিদ্ধ এ হাদীছটি তার জাজ্বল্য প্রমাণ।

لأن القيام لو كان إكرامًا شرعًا لم يجزله صلى الله عليه وسلم أن يكرهه من أصحابه له وهو أحق الناس بالإكرام وهم أعرف الناس بحقه عليه الصلاة والسلام-

কেননা কারো সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া যদি শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত হ'ত, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জন্য ছাহাবীগণের দাঁড়ানোকে প্রত্যাখ্যানও করতেন না, ঘৃণার চোখেও দেখতেন না। অথচ মানব জাতির মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা উচ্চ সম্মানের অধিকারী। আর মানবকুলের মধ্যে ছাহাবায়ে কেরামই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রাপ্য সম্মান সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন'।[২৮] তিনি বিশ্ব মুসলিমকে উদ্দেশ্য করে বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যেমন তাঁর উদ্দেশ্যে ছাহাবীগণের দণ্ডায়মান হওয়াকে নিন্দার দৃষ্টিতে দেখতেন ও প্রতিবাদ করতেন, তেমনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী হিসাবে সকল মুসলমানের বিশেষ করে দেশের আলিম-উমালা, শীর্ষস্থানীয় নেতা ও আদর্শ প্রচারকদের উপরও অপরিহার্য এ নোংরা অভ্যাসকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা ও প্রত্যাখ্যান করা। তাদেরকে সম্মান দেখানোর জন্য কেউ যেন না দাঁড়াতে পারে এবং তারাও যেন কারো উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান না হন।[২৯]

আবদুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযী'-তে হাদীছটি উদ্ধৃতির পর বলেন,

حديث أنس المذكور يدل على كراهة القيام المتنازع فيه وهو قيام الرجل للرجل عند رؤيته-

'আনাস (রাঃ) বর্ণিত উল্লিখিত হাদীছটি বিতর্কিত ক্বিয়ামকে অগ্রহণযোগ্য হওয়াই প্রমাণ করে। আর তাহ'ল কাউকে উপস্থিত হওয়া দেখে তার সম্মানার্থে অন্য কারো দণ্ডায়মান হওয়া'।[৩০]

(খ) অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জাহান্নামের হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَلُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ- رواه الترمذى وأبوداود عن معاوية رضى الله عنه-

'যে ব্যক্তি নিজের সম্মানে অন্যকে মূর্তির ন্যায় তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আনন্দের বিষয় মনে করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যায়'।[৩১]

(গ) আবু উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَصًا فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قُمْنَا فَقَالَ لاَتَفْعَلُوْا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا-

একদা নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় লাঠির উপর ভর করে আমাদের নিকটে আসলে আমরা সবাই তাঁর উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাই। তখন তিনি বলেন, 'পারস্যবাসীরা তাদের রাজা-বাদশা, সম্মানী, জ্ঞানী-গুণী ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য যেরূপ করে থাকে, তোমরা কখনো সেরূপ করো না'।[৩২] উক্ত হাদীছের খ্যাতনামা টীকাকার আল্লামা বুছাইরী (রহঃ) বলেন, 'এ হাদীছটিই আগমনকারীর সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়াকে নিষিদ্ধ প্রমাণ করে'।[৩৩] তাছাড়া এ সংক্রান্ত একটি হাদীছ ছহীহ মুসলিম শরীফ থেকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লিখিত হাদীছগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কারো সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া ইসলামী সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটি জাহান্নামের দ্বার উন্মুক্ত করার শ্রেষ্ঠ পন্থা মাত্র। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শই মুসলিম জাতির জন্য অতীব কল্যাণকর। এক্ষণে আমরা এ সম্পর্কে ছাহাবীগণের মন্তব্য পেশ করব।

[চলবে]

---

২৭. ফাৎহুল বারী শরাহ বুখারী ১১/৬৩ পৃঃ, হা/৬২৬২-এর আলোচনা, 'অনুমতি' অধ্যায়।

২৮. শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলা আল-আহাদীছ আছ-ছাহীহা (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণঃ ১৪০৫ হিঃ/১৯৮৫ ইং), ১/৬৩১-৩২ পৃঃ হা/৩৫৮-এর আলোচনা দ্রঃ।

২৯. প্রাগুক্ত, ১/৬৩২ পৃঃ।

৩০. তুহফাতুল আহওয়াযী ৮/২৭ পৃঃ, হা/২৭০৪-এর ভাষ্য, 'একজন আরেকজনের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হওয়া নিন্দনীয়' অনুচ্ছেদ।

৩১. ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ পৃঃ ৩৫১, হা/৯৭৭; সিলসিলা ছাহীহা ১/৬২৭ পৃঃ, হা/৩৫৭; সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬৯৯ 'ক্বিয়াম' অনুচ্ছেদ।

৩২. ১১, ১২ ও ১৩ নং টীকা দ্রঃ।

৩৩. ইবনু মাজাহ, মিছবাহ আয-যুজাজাহ সহ (বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফা, ৩য় সংস্করণঃ ১৪১৮ হিঃ/১৯৯৭ ইং), ৫/২৬৬ পৃঃ হা/৩৮৩৬-এর টীকা।

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারীঃ একটি সমীক্ষা

*হাফেয মাসঊদ আহমাদ**

(৪র্থ কিস্তি)

সদাচরণ পাবার ক্ষেত্রে নারী

ইসলাম সার্বজনীন কল্যাণকামী, শান্তির ধর্ম। সকলের সঠিক-সুষ্ঠু অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং যথাযথ সম্পাদনের ব্যাপারে এতে জোর তাকীদ দেয়া হয়েছে। নারীদের সঙ্গে কোমল আচরণ করতে, স্নেহশীল হ'তে এবং সদয়, মনোরম ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার দেখানোর জন্য পুরুষ জাতিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে অপসন্দ কর তবে এমনও হ'তে পারে যে, তোমরা এমন জিনিষকে অপসন্দ করছ যাতে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন' *(নিসা ১৯)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 'তোমরা কখনও ন্যায়বিচার করতে পারবে না স্ত্রীদের মধ্যে যদিও তোমরা তা করতে চাও। তবে তোমরা সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড় না যাতে একজনকে ফেলে রাখ ঝুলন্ত অবস্থায়' *(নিসা ১২৯)*।

বস্তুতঃ স্ত্রীদের সাথে স্বামীদেরকে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এজন্য যে, সদাচরণ, স্নেহ-মমতা পাওয়ার একটা বিশেষ অধিকার স্ত্রীদের রয়েছে। বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিই হচ্ছে, প্রাণঢালা প্রণয়-প্রীতি ও সুখময় জীবনের আলোকছটা। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হ'তে সঙ্গিনী সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে তোমরা তাদের সাথে সুখে-শান্তিতে থাকতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা ও স্নেহ-মায়া পয়দা করেছেন' *(রূম ২১)*।

তবে যদি স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হয় কিংবা অনুগত না হয় তাহ'লে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে স্ত্রীর সংশোধন কল্পে স্বামী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, 'স্ত্রীদের মধ্যে তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং হালকাভাবে প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করো না' *(নিসা ৩৪)*।

দাম্পত্য জীবনে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত, পারিবারিক বিষয়াদি নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হ'তে পারে, সৃষ্টি হ'তে পারে মনোমালিন্য, কোলাহল-সমস্যা। স্ত্রী সম্মুখীন হ'তে পারে স্বামীর অসদাচরণের। এক্ষেত্রেও পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে স্ত্রী স্বামীর কাছে আপোষ-মিমাংসার মাধ্যমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে। এরশাদ হচ্ছে, 'আর যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে তাদের কোন গুনাহ নেই যদি তারা পরস্পর মীমাংসা করে নেয়। আর মীমাংসাই উত্তম' *(নিসা ১২৮)*।

যদি স্ত্রী স্বামীর যুক্তিসঙ্গত নির্দেশ অমান্য করে, তবে এর জন্য শাস্তি দেওয়া গেলেও তা নিতান্তই হালকা হওয়া উচিৎ এবং মুখমণ্ডলে প্রহার করা অথবা বেদনাদায়ক শাস্তি দেওয়া সমীচীন নয়। মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কারো স্ত্রীকে দাসদের মতো প্রহার করা উচিৎ নয়। অতঃপর দিবাশেষে তার সঙ্গে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হবে, আলিঙ্গন করবে এটা শোভনীয় নয়'।[৭১]

এক ব্যক্তি খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিকট নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে এসে দেখলেন, খলীফার স্ত্রী তার স্বামীকে চিৎকার করে কর্কশ উক্তি করছেন। কিন্তু খলীফা কিছু না বলে স্থির ও শান্ত থাকলেন দেখে লোকটি চলে যাচ্ছিল। খলীফা লোকটিকে ডেকে তার প্রত্যাবর্তনের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে সব খুলে বলল। উল্লেখ্য, হযরত ওমর (রাঃ) বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে সরকারী তহবিল থেকে অতি সামান্য ভাতা গ্রহণ করতেন। তাই গৃহকার্যে স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য কোন চাকর-চাকরাণী রাখার সঙ্গতি তাঁর ছিল না। তাই তিনি সেই ব্যক্তিকে বললেন, 'আমার স্ত্রী আমার খেদমত করে। তিনি আমাদের জন্য রান্না-বান্না করে, আমাদের গৃহ পরিচালনা করে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততী লালন-পালন করে। অতএব মাঝে মাঝে তার জালাতন সহ্য করলে বেশি কী-ইবা করা হ'ল?[৭২]

নারীদের সাথে কোমল আচরণ করার জন্য গুরুত্বারোপ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদেরকে নারীদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের জন্য উপদেশ দিচ্ছি। কারণ পুরুষের বুকের বক্রহাড় দ্বারা নারী সৃষ্ট হয়েছে এবং উপরের অংশই সবচেয়ে বাঁকা। তুমি যদি তাকে একেবারে সোজা করতে চেষ্টা কর, তবে তা ভেঙ্গে যাবে। আর তাকে সোজা করতে চেষ্টা না করলে বাঁকাই থেকে যাবে। অতএব আমি তোমাদেরকে নারীদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করতে উপদেশ দিচ্ছি'।[৭৩]

একদা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পিতা হযরত আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কন্যার কর্কশ ব্যবহার দেখে তাঁকে শাস্তি দিতে উদ্যত হ'লে তিনি বলেন, 'আপনার কর্তব্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করা; তাকে প্রহার করা নয়'।[৭৪]

যদি কোন ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে রাত্রী যাপনের ক্ষেত্রে সকলের প্রতি সমতা বজায় রাখা আবশ্যক। এ

** গ্রামঃ দমদমা, পোঃ পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী।*

---

৭১. ছহীহ বুখারী (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬।
৭২. সাইয়িদ আল-শাবালাঞ্জি, নূরুল আবছার (কায়রোঃ আতিফ প্রেস, ১৯৬৩), পৃঃ ৬৪।
৭৩. ছহীহ বুখারী ৫/৭১ পৃঃ।
৭৪. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ২/৪০ পৃঃ।

ব্যাপারে মহানবী (ছাঃ) কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। আনাস (রাঃ) বলেন, 'সুন্নাত হচ্ছে, নতুন স্ত্রী কুমারী হ'লে তার নিকট সাত রাত্রী থাকার পর সমান হারে রাত্রী বন্টন করা। আর নতুন স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হলে তার নিকট তিন রাত্রী থাকার পর সমান হারে রাত্রী বন্টন করা।[৭৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কারো নিকট যদি দু'জন স্ত্রী থাকে আর সে তাদের মাঝে ইনছাফ না করে, তাহ'লে সে বিচারের মাঠে অর্ধাঙ্গ অবস্থায় উঠবে'।[৭৬]

তবে মহানবী (ছাঃ)-কে এ ব্যাপারে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। এ মর্মে আল্লাহ্র বাণী, 'আপনি আপনার পত্নীদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন; আর আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে পুণরায় চাইলে তাতে আপনার কোন গুনাহ নেই' *(আহযাব ৫১)*। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার পেয়েও তিনি তাঁর সহধর্মিণীগণের মধ্যে পুরোপুরি ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। নির্ধারিত পালাক্রমে তিনি সকল স্ত্রীর নিকট গমন করতেন। এই মর্মে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) ইনছাফ সহকারে তাঁর স্ত্রীদের মাঝে রাত্রী বন্টন করতেন'।[৭৭]

যাদের একাধিক স্ত্রী আছে, অথচ তাদের সঙ্গে একরূপ ব্যবহার করে না, তাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না বলে যাদের আশংকা হয়, তাদেরকে একটি মাত্র বিবাহের নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন-

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً- 'স্ত্রীদের মধ্যে ইনছাফ কায়েম করার ব্যাপারে যদি তোমাদের আশংকা হয়, তবে মাত্র একজন স্ত্রীই রাখবে' *(নিসা ৩)*।

দুই বা ততোধিক স্ত্রী থাকলে পালা নির্ধারণ করে রাত্রী যাপনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে শাহ ওয়ালীউল্লাহ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পবিত্রা সহধর্মিণীগণ (রাঃ)-এর সঙ্গে অবস্থানের এরূপ পালা নির্ধারণ করে নিতেন। ফিকহ শাস্ত্রের অধিকাংশ ইমাম পালা নির্ধারণ করাকে ওয়াজিব বলেছেন'।[৭৮]

তবে একাধিক স্ত্রী থাকলে পারস্পরিক সম্মতিতে কমবেশি করা যায়।[৭৯]

সতী-সাধ্বী নারীকে মহানবী (ছাঃ) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তদ্রূপ মহান আল্লাহও এইরূপ নারীর প্রতি কোন অন্যায়, মিথ্যা অপবাদ দেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَفِلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ- 'যারা সতী-সাধ্বী নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে' *(নূর ২৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'যারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর এর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তাদেরকে আশি বেত্রাঘাত কর এবং ভবিষ্যতে কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এমন লোকেরাই দুষ্কর্মশীল পাপী' *(নূর ৪)*।

উপরোক্ত প্রামাণ্য আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট, নারীর সঙ্গে নির্দয়, নিষ্ঠুর ও অন্যায় আচারণ এবং মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে শুধু নিষেধই করা হয়নি; বরং যথাযথ সদাচরণ ও কোমল ব্যবহারের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করতে বলা হয়েছে।

বিবাহের ক্ষেত্রে নারীঃ

বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। সমাজ জীবনে মানব-মানবীর সুখ-শান্তি, মানসিক তৃপ্তি লাভ, আবেগ-অনুভূতি, বাসনা-কামনা, প্রেম-প্রীতির চরম ফলাফল এবং মানব বংশের স্থায়িত্ব ও সভ্যতা এর উপরই নির্ভরশীল।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, 'দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও বিধি-নিষেধ দ্বারা যৌন উন্মাদনা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সকল পথ রুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যৌন চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য একটি পথ অবশ্যই খোলা রাখা আবশ্যক। এটাই ইসলামের বিবাহ প্রথা।[৮০]

আল্লাহ বলেন, 'আর তিনিই আল্লাহ, যিনি পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের মধ্যে বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন' *(ফুরক্বান ৫৪)*।

একটি সুখময়, সুন্দর পরিবার ও সমাজ গড়ার লক্ষ্যে স্বামী নির্বাচনে ইসলাম স্ত্রীকে যে অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা দান করেছে, বিশ্বের ইতিহাসে তা এক দুর্লভ উপহার। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য। সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য' *(নূর ২৬)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বিবাহের সময় পাত্রী কুমারী হোক বা পূর্বে বিবাহ হয়ে থাকুক তার অনুমতি নেয়া যরূরী এবং কুমারী মেয়ের অনুমতি হচ্ছে চুপ থাকা। (অর্থাৎ চুপ থাকলে তার সম্মতি আছে বলে ধরে নিতে হবে)।[৮১]

---

৭৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩৩।
৭৬. নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২৩৬।
৭৭. নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২৩৫।
৭৮. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/৩৪২-৪৩ পৃঃ।
৭৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২২৯, ৩২৩০, ৩২৩১।
৮০. মুসলিম ১/৬২১ পৃঃ 'বিবাহ' অধ্যায়।
৮১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৯৩, ২৯৯৪।

পিতা তার জ্ঞানসম্পন্না, যুবতী কুমারী মেয়েকে তার অসম্মতিতে বিয়ে দিলে সে তা বহাল রাখতে পারে কিংবা প্রত্যাখান করতে পারে। আনছার বংশীয় খিদামের বিধবা কন্যা খানসা বর্ণনা করেন, তার পিতা তাকে এমন এক বিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি সম্মত ছিলেন না। অতঃপর তিনি এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে জানালে তিনি সে বিয়ে অবৈধ বলে ঘোষণা করেন।[৮২]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'কোন মহিলার বিবাহ যদি তার পিতা মেয়ের অসম্মতিতে দিয়ে দেয় এবং সে এতে সম্মত না হয়, তাহ'লে সে বিবাহ তার ইচ্ছাধীন। সে ইচ্ছা করলে এ বিয়ে ঠিক রাখতে পারে কিংবা ভেঙ্গে দিতে পারে'।[৮৩]

কোন মাতা মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিবে না এবং অধিকারও রাখে না। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মহিলা অপর কোন মহিলার বিয়ে দিবে না।[৮৪]

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করতে থাকে, তখন যদি তারা পরস্পর সম্মত হয়ে নিজেদের স্বামীদের বিধিমত বিয়ে করতে চায়, তাহ'লে তোমরা তাদের বাধা দিবে না' *(বাক্বারাহ ২৩২)*।

জনৈক ব্যক্তি তার কন্যাকে এক ধনাঢ্য পাত্রের নিকট বিবাহ দিয়েছিল। কিন্তু কন্যার সে পাত্র মনঃপুত হয়নি। মেয়েটি নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে এসে নালিশ করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা আমাকে তার এক বিত্তবান ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট বিবাহ দিয়েছে। সে (পিতা) তার কাছে আমাকে বন্দী করে নিজের আর্থিক দুঃখ-দৈন্য দূর করতে প্রয়াসী। নবী করীম (ছাঃ) জবাব দিলেন, এ বিবাহ যদি তোমার মনঃপুত না হয়ে থাকে, তবে তুমি স্বাধীন। সে তখন বলল, আমার পিতা যে পদক্ষেপ নিয়েছেন আমি তা ছিন্ন করছি না, কিন্তু আমি চাই যে, নারী সমাজ যেন অবগত হ'তে পারে যে, তাদের মনের ইচ্ছার পরিপন্থী পাত্রে তাদের পিতা-মাতার বিবাহ দেবার কোন অধিকার নেই।[৮৫]

তিরমিযী, আবূদাঊদ ও নাসায়ীর সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'যদি কুমারী বালেগা মহিলা বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহ'লে তার উপর জোর-জবরদস্তী চলবে না' *(তিরমিযী)*। তবে অন্যত্র মুসলিমের বরাতে উক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন, 'অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের বিবাহ যদি তার অভিভাবক বিনা সম্মতিতে দিয়ে দেয়, তাহ'লে তা জায়েয' *(মুসলিম)*।

নারীর প্রকৃত মর্যাদা তার ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ মাতৃত্বে।

৮২. বুখারী, মিশকাত হা/৩১২৮।
৮৩. আবূদাউদ, মিশকাত হা/৩০০২।
৮৪. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩৭ 'হাদীছ ছহীহ; ছহীহুল জামে হা/৭২৯৮; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৪১।
৮৫. মুসনাদে আহমাদ ৬/১৩৬ পৃঃ।

বিবাহ ক্ষেত্রে পুরুষ তার ইচ্ছা মাফিক, পসন্দানুযায়ী বিবাহ করার অধিকার লাভ করলেও নারীর সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য মহান আল্লাহ কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা বিয়ে কর না সে নারীদের, যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমাদের পিতৃপুরুষরা, তবে পূর্বে যা গত হয়েছে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। নিশ্চয়ই এটা নিতান্ত অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ। তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের ভগ্নি, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা, ভগ্নি কন্যা, দুধমাতা, দুধবোন, শাশুড়ী, তোমাদের স্ত্রীদের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে, যদি তোমরা ঐ স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করে থাক। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে কোন অপরাধ নেই এবং তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের পুত্রবধু এবং দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা। পূর্বে যা গত হয়েছে, তা হয়েছে' *(নিসা ২২-২৩)*।

আলোচ্য আয়াতের মর্মবাণীতে এ কথা সুস্পষ্ট যে, জাহেলী যুগে বিবাহের ক্ষেত্রে মা, বোন, কন্যা, খালা.... ইত্যাদিতে কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না। ফলে সমাজ জীবনে দুর্বিষহ বিশৃংখলা বিরাজিত ছিল এবং নারীদের মান-সম্মান ধূলায় মিশে গিয়েছিল। তাই আমরা গর্বের সঙ্গে স্বীকার করতে পারি যে, মহান আল্লাহ্‌র এই বিধান বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী প্রধান মোক্ষম হাতিয়ার স্বরূপ।

এমনিভাবে সাময়িক যৌন-বাসনা পূরণ কিংবা কোন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে মুত'আ বিবাহ করে নারীকে উপভোগ করে নির্দিষ্ট সময়ের পরে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নারীকে সমাজে অপমানিত, অবহেলিত, অপদস্থ করা ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে।

মুত'আ বিবাহ মক্কা বিজয়ের পূর্বে জায়েয ছিল। মক্কা বিজয়ের পরে রাসূল (ছাঃ) এ ধরনের বিবাহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৮৬] তাছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) এই বিবাহকে হারাম করেছেন সে ব্যাপারে অনেক ছহীহ হাদীছ বিদ্যমান রয়েছে।[৮৭]

স্বামী নির্বাচনে নারীর অধিকার ইসলামে একটি সর্বজন বিদিত সত্য বিষয় এবং নারীর সম্মতি ব্যতীত বিবাহ হ'তে পারে না, এ ব্যাপারেও কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু কেবল নারীর সম্মতিকে অগ্রগণ্য করে বিয়ে দেওয়া সমীচীন কি-না এ বিষয়ে বিশিষ্ট গ্রন্থকার মাওলানা আব্দুল খালেক বলেন, 'নারীদের স্বভাব, গতিবিধি ও বুদ্ধিমত্তা পর্যালোচনা করে দেখুন। নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবেন, তারা সাধারণতঃ

৮৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৪৭-৪৮ 'বিবাহের প্রস্তাব, খুৎবা ও শর্ত' অনুচ্ছেদ।
৮৭. আবূদাউদ, ইবনু মাজাহ, নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/৯৯৮ 'বিবাহ' অধ্যায়।

বুদ্ধিতে পরিপক্ক থাকে না। চিন্তাশক্তিও তাদের থাকে নিতান্ত দুর্বল এবং তারা প্রায়ই আবেগ ও সাময়িক মোহে পরিচালিতা হয়। আবেগের বশীভূত হ'লে বংশীয় মর্যাদা রক্ষা ও ভবিষ্যত মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা-ভাবনা তারা খুব কমই করে থাকে। তারা তোষামোদ ও প্রতারণা-প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে পড়েছে, এমন দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়। অভিভাবকদের পসন্দ ও সমর্থন ব্যতিরেকে কেবল নিজেদের পসন্দের বিবাহে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে, এমন দৃষ্টান্ত বহু আছে। সুতরাং নিজেদের পূর্ণ অধিকার থাকা সত্ত্বেও বিবাহের ন্যায় জীবনের পরম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে অভিভাবকদের যুক্তিসঙ্গত মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে চলা কি মেয়েদের উচিৎ নয়? তাদের নিজেদের স্বার্থেই এটা আবশ্যক বলে মনে করি'।[৮৮]

আর তাছাড়া বিবাহের ক্ষেত্রে নারীদের মতামত প্রকাশের সুযোগ এবং ইচ্ছাধীন স্বামী নির্বাচনের অধিকার থাকলেও শুধুমাত্র নারীর সম্মতিতে বিয়ে সম্পাদন উচিৎ নয়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ওয়ালী (অভিভাবক) ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ হয় না এবং শুধুমাত্র নারী-পুরুষের সম্মতিতে বিবাহ হয় না।[৮৯] 'পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ চুক্তি সম্পাদিত হলেও এখানে উভয়ের অভিভাবকসহ দু'জন ঈমানদার ও জ্ঞানবান সাক্ষীর প্রয়োজন অপরিহার্য।[৯০]

অপরদিকে কেবল নিজেদের মতামতের উপর নির্ভর করেই নারীদের বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অভিভাবকদের পক্ষে দুরস্ত নয়। কারণ নারীরা নিজেদের সম্পর্কে যা অবগত আছে, অভিভাবকগণ তা জানেন না। আর এক কথা এই, বিবাহের মঙ্গল-অমঙ্গল নারীদেরকেই ভোগ করতে হবে।[৯১]

ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত অধিক সন্তান জন্মদানে সক্ষম এমন নারীকে প্রিয় নবী করীম (ছাঃ) বিবাহ করতে বলেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন, 'তোমরা ঐসব মহিলাকে বিবাহ কর, যারা স্বামীকে ভালোবাসে এবং বেশি বেশি সন্তান প্রসব করতে পারে। কেননা আমার উম্মত বেশি হ'লে তা আমার জন্য গর্বের বিষয় হবে'।[৯২]

বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীঃ

সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে, তেমনই অধিকার স্ত্রীরও রয়েছে। তবে স্ত্রীর তালাক প্রাপ্তির ব্যাপারটি একটু স্বতন্ত্র ধরনের। দাম্পত্য জীবনে চলার পথে স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র আপনজন। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন বিষয়ে স্বভাব, প্রকৃতি, পসন্দ-অপসন্দের ব্যাপারে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না হয়, একে-অপরকে সহ্য করতে না পারে, পরস্পর একত্রে জীবন-যাপন সম্ভব না হয় কিংবা যদি স্বামীর অত্যাচারে স্ত্রীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে, এমতাবস্থায় স্ত্রী বিবাহ বন্ধন বিচ্ছেদ করে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী মোহরের কিছু অংশ বা সম্পদের বিনিময়ে খোলা তালাক্ব নিতে পারে। 'স্বামীর নিকট থেকে কোন কিছুর বিনিময়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়াকে শারঈ পরিভাষায় খোলা বলে'।[৯৩]

'মোহরানা' ফিরিয়ে দিয়ে বা অন্য কোন মালের বিনিময়ে 'খোলা' করাই দলীল সম্মত। তবে মালের বিনিময়ে ছাড়াও 'খোলা' সংঘটিত হ'তে পারে। বিশেষ করে স্বামীর পক্ষ থেকে যদি স্ত্রীকে ক্ষতিগ্রস্থ করার কুমতলব থাকে, তবে সেখানে মালের বিনিময় ছাড়াই আদালত উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। কারণ হাদীছে এসেছে, لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ– 'কোন ক্ষতি করা চলবে না, ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া যাবে না'।[৯৪] 'স্বামীর কোন মারাত্মক ত্রুটির বা দীর্ঘ কারাবাসের কারণে বা দীর্ঘদিন স্বামী নিখোঁজ হওয়ার কারণে আদালতের মাধ্যমে স্ত্রী বিবাহ বাতিল করতে পারে। এটাকে 'ফিসখে নিকাহ' (বিবাহ মুক্তি) বলে।[৯৫]

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, 'মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের বোন জামীলা বিনতে উবাই কিংবা হাবীবাহ বিনতে সাহল নাম্নী জনৈকা আনছারী মহিলা একদিন ফজরের অন্ধকারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এসে তার স্বামী ছাবিত বিন কায়েস বিন শাম্মাস-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, সে তাকে মেরেছে ও অঙ্গহানী করেছে। সে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি তার দ্বীন বা চরিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি না বরং তার বেঁটে অবয়ব ও কুৎসিৎ চেহারার অভিযোগ করি। হে রাসূল (ছাঃ)! যদি আল্লাহ্র ভয় না থাকত, তাহ'লে বাসর রাতে আমি তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাবিতকে ডাকালেন ও তার মতামত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমি তাকে 'মোহর' স্বরূপ আমার সবচেয়ে মূল্যবান দু'টি খেজুর বাগান দিয়েছিলাম, যা তার অধিকারে আছে। যদি সেটা আমাকে ফেরত দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন মহিলাকে বললেন, তুমি কি বলতে চাও। মহিলাটি বলল, হ্যাঁ, ফেরৎ দেব। চাইলে আরো বেশি দেব। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাবিতকে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে পৃথক করে দাও। অতঃপর তাই করা হ'ল।[৯৬] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইসলামের ইতিহাসে এটাই হ'ল 'খোলা' তালাক্বের প্রথম ঘটনা এবং

---

৮৮. নারী, পৃঃ ১৯৯।
৮৯. আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, ছহীহুল জামে হা/৭৫৫৫; মিশকাত হা/৩১৩০।
৯০. আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইরওয়া হা/১৮৩৯, ১৮৪৪।
৯১. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/৩১৩-১৪ পৃঃ।
৯২. আবূ দাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৭১ 'বিবাহ' অধ্যায়, সনদ ছহীহ।
৯৩. ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তালাক ও তাহলীল (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১ ইং), পৃঃ ১০।
৯৪. ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৮৯৬।
৯৫. তালাক ও তাহলীল, পৃঃ ১৩। গৃহীতঃ আত-তালাকুস সুন্নী ওয়াল বেদঈ, পৃঃ ৬২।
৯৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৭৪; তাফসীর ইবনু কাছীর ১/২৮১-৮২; নায়লুল আওতার ৮/৪৩ পৃঃ।

এটাই হ'ল খোলার মূল দলীল।[৯৭]

আল্লাহ তা'আলা রেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা কিছু দিয়েছ তা থেকে কোনকিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। কিন্তু স্বামী এবং স্ত্রী উভয় যদি আশংকা করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তারপর যদি তোমরা ভয় কর যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তাহ'লে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায়, তাতে তাদের কোন পাপ নেই' *(বাক্বারাহ ২২৯)*।

দাম্পত্য জীবনে বিবাহ একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার উপর মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক প্রশান্তি ও ভবিষ্যত বংশধারার ক্রমবিকাশ নির্ভর করে। এক্ষেত্রে পুরুষের তালাক প্রদানের অধিক অধিকার ও স্বাধীনতা থাকলেও স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কোন মহিলাকে পসন্দ করে স্ত্রীকে তালাক প্রদান, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে এলামেলো ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে অথবা অহেতুক ইচ্ছে করল-অমনি তালাক নিয়ে বাড়াবাড়ি করা এবং ক্রোধ, উম্মাদ, মাতাল অবস্থায় তালাক দিয়ে স্ত্রীর জীবন দুর্বিষহ করা বৈধ নয়। 'ক্রোধান্ধ অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে। সে কারণে দাম্পত্য জীবনের সিদ্ধান্তকারী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ক্রুদ্ধ অবস্থায় দিলে ইসলামী শরী'আত ঐ তালাককে অগ্রাহ্য করেছে। ক্রোধান্ধ বলতে ঐ ক্রোধকে বুঝতে হবে, যে ক্রোধে স্বামী তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।[৯৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তিনটি ব্যাপারে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে (ক) ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগরিত হয় (খ) নাবালক শিশু যতক্ষণ না বালেগ হয় (গ) জ্ঞানহারা ব্যক্তি যতক্ষণ না সুস্থ জ্ঞান ফিরে পায়'।[৯৯]

বিবাহ বিচ্ছেদের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে তালাক্ব। একান্তই যদি কোনও ভাবে স্বামী-স্ত্রীর একত্রে জীবন-যাপন সম্ভব না হয়, তবে তালাক্বের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে। অন্যথায় তা থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বিবাহ কর, কিন্তু তালাক দিও না। কেননা আল্লাহ সেসব নর-নারীকে পসন্দ করেন না যাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যৌন লালসার পরিতৃপ্তি'।[১০০]

মহানবী (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, 'যে মহিলা তার স্বামীর নিকট থেকে কোন ক্ষতির আশংকা ছাড়াই তালাক্ব প্রার্থনা করবে, সে মহিলা জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না'।[১০১]

স্বামী মদ, তাড়ি, হেরোইন সেবন করে এসে স্ত্রীকে যে কোন পরিস্থিতিতে যে কোন উপায়ে কামনা করে বাধা পেয়ে যদি বলে, তোকে তালাক্ব দিলাম। এক তালাক্ব! দুই তালাক্ব!! তিন তালাক্ব...' এমন তালাক্ব শরী'আতে বৈধ নয়। এমতাবস্থায় এক তালাক্বই পতিত হবে। এক সঙ্গে তিন তালাক্ব দিয়ে স্ত্রীর জীবন বিপন্ন করার অধিকার ইসলাম দেয়নি। মাহমূদ বিন লাবীদ হ'তে বর্ণিত, 'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে খবর দেয়া হ'ল, সে তার স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক্ব দিয়েছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে খেলা করা হবে? অথচ আমি তোমাদের মাঝে বেঁচে আছি। একজন দাঁড়িয়ে বলল, হে রাসূল! আমি কি ওকে হত্যা করব না?[১০২] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী স্বীয় 'বুলূগুল মারাম'-এ অত্র হাদীছকে ছহীহ বলেছেন। তিনি বলেন যে, এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।[১০৩]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আব্দু ইয়াযীদ আবু রুকানা তার স্ত্রী উম্মে রুকানাকে তালাক্ব দেন। এতে তিনি দারুণভাবে মর্মাহত হন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে তালাক্ব দিয়েছ? তিনি বলেন, এক মজলিসে তিন তালাক্ব দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি জানি, ওটা এক তালাক হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে ফেরত নাও। অতঃপর তিনি সূরা তালাক্ব-এর ১ম আয়াতটি পাঠ করে শুনান'।[১০৪] আবু ইয়ালা একে ছহীহ বলেছেন।

[চলবে]

৯৭. তাফসীর ইবনে কাছীর ১/২৮১ পৃঃ।
৯৮. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৭/৩৬৫ পৃঃ।
৯৯. ছহীহ আবূদাঊদ হা/৩৭০৩।
১০০. Abul Ala Moududi, The law of Marriage and Divorce in Islam (Kuwait 1987), p. 29.
১০১. আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৭৯।

১০২. নাসাঈ হা/৩৪৩০; মিশকাত হা/৩২৯২।
১০৩. যাদুল মা'আদ ৫/২২০-২১; তালাক ও তাহলীল, পৃঃ ৩৬।
১০৪. আবূদাঊদ হা/২১৯৬; আহমাদ হা/২৩৮৭; আওনুল মা'বূদ ৬/২৭৯; যাদুল মা'আদ ৫/২২৯।

নিপুন কারুকাজ ও গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই শতরূপার অঙ্গীকার
শতরূপা জুয়েলারী হাউস
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
সর্বাধুনিক অলংকার নির্মাতা ও বিক্রেতা
মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোন- ৭৭৫৪৯৫।

সীমা সুইটস
প্রোঃ আলহাজ্জ মুনসুর আলী এণ্ড ব্রাদার্স
প্রসিদ্ধ মিষ্টি বিক্রেতা ও যাবতীয় আনন্দ অনুষ্ঠানের মিষ্টি ও দধি সরবরাহকারী।
সাহেব বাজার বড় মসজিদের পার্শ্বে, রাজশাহী-৬১০০।
ফোনঃ ৭৭০৬১৭।

টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরার বিধান

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

মানুষ সামাজিক জীব। তাদেরকে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হয়। বিধায় এই পার্থিব জীবনে তাদেরকে সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলতে হয়। তাই বলে স্বীয় ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে সামাজিক নিয়ম-নীতিকে প্রাধান্য দিতে হবে এমনটি নিছক বোকামি বৈ কিছু নয়। বাস্তব জীবনে সকল কিছুর ঊর্ধ্বে ঈমান-আক্বীদা তথা ধর্মকে স্থান দিতে হবে। ধর্মকে উপেক্ষা করে যদি কেউ সামাজিক নিয়ম-নীতিকে প্রাধান্য দেয়, তাহ'লে নিঃসন্দেহে সে হবে প্রকৃতির পূজারী। তাকে ধার্মিক বলা যাবে না। এ প্রকৃতির লোকদের শেষ পরিণাম খুবই ভয়াবহ। মুসলিম সমাজ একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় ছকে বাধা। এ ধর্মীয় গণ্ডি অতিক্রম করা মুসলমানের জন্য মহাপাপ। লাগামহীন ঘোড়ার ন্যায় মুসলিম জাতি যাচ্ছে তাই করতে পারে না। মুসলিম জাতির স্কন্ধে ইসলামের লাগাম পরানো। তাদের জীবন পরিচালনা করতে হবে সর্বাবস্থায় ইসলামের গণ্ডির মধ্যে থেকেই। যদি কোন সময় লাইনচ্যুত হয়, তাহ'লে তাদের জীবনে নেমে আসবে অন্ধকারের নিকষ কালো অমানিশা।

মুসলিম জাতির নিজস্ব একটি সভ্যতা রয়েছে। সে সভ্যতার নাম ইসলামী সভ্যতা। এ সভ্যতা স্বয়ং বিশ্ব জগতের পরিচালক মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এ ধরিত্রীর বুকে। আর সে সভ্যতার উৎস হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী আল-কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ অমীয় বাণীসমূহ, যা আল-হাদীছ নামে পরিচিত। বিধায় সভ্যতার দিক দিয়ে মুসলমানরা কোন জাতির কাছে ঋণী নয়। তারা নিজেরাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এক্ষেত্রে গোলাম আহমাদ মোর্তুযার আলোচনাটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি ভারত উপমহাদেশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'ভারত আজ যতটুকু সভ্য তাতে সে ইউরোপীয় সভ্যতার কাছে ঋণী। ঠিক তেমনি আবার ইউরোপকে সভ্য করেছে মুসলমান জাতি। তারা যে দেশ দখল করেছে তাকে ধ্বংস করেনি, জোর করে মুসলমানও করে নেয়নি; বরং সেখানকার দখল করা জায়গা এক এক টুকরো সে দেশের নেতাদের হাতে দিয়েই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এখন যদি বলা হয়, এত বড় কথা আমরা ইউরোপের কাছে ঋণী আর ইউরোপ মুসলমান সভ্যতার কাছে ঋণী! সুতরাং মুসলমানরা ইউরোপ ও ভারতের মহাজন বা ঋণদাতা? যেমন করেই অর্থ করুন সত্যকে অস্বীকার করা যায় না'।[১]

স্বামী বিবেকানন্দ দাস তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পুস্তকের ১১০ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'এ দিকে মূর নামক মুসলমান জাতি স্পেন (Spain) দেশে অতি সুসভ্য রাজ্য স্থাপন করলে, নানা বিদ্যার চর্চা করলে ইউরোপে প্রথম ইউনিভার্সিটি হ'ল। ইতালি, ফ্রান্স, সুদূর ইংল্যাণ্ড হ'তে বিদ্যা শিখতে এল; রাজা রাজড়ার ছেলেরা যুদ্ধবিদ্যা আচার কায়দা সভ্যতা শিখতে এল। বাড়ি ঘরদোর সব নতুন ঢঙে বনতে লাগল'।[২]

কিন্তু আজ মুসলিম জাতি স্বীয় সভ্যতাকে তথা ইসলামী বিধিমালাকে পদদলিত করে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রাধান্য দিয়ে চলেছে। টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা এর মধ্যে একটি। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ দৃষ্টিপাত করবেন নাঃ

যারা স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরবে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেন না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনেক হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করেছেন। নিম্নে কিছু বাণী তুলে ধরা হ'লঃ

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَايَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا। 'যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ টাখনুর নীচে স্বীয় কাপড় ঝুলায় আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।[৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ। 'যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ পরিধেয় কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলাবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।[৪] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর আরও বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি অহংকার বশতঃ স্বীয় কাপড় হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল, এমতাবস্থায় তাকে মাটিতে ধসিয়ে দেয়া হ'ল। ফলে সে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যমীনের নীচে তলিয়ে যেতে থাকবে'।[৫]

পূর্বোক্ত ছাহাবী হ'তে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে সময় আমার ইযার (লুঙ্গি) ঝুলানো ছিল। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'হে আব্দুল্লাহ! তোমার ইযার উঠিয়ে নাও'। তখন আমার ইযার উঠিয়ে নিলাম। অতঃপর বললেন, 'আরো উঠাও'। আমি আরো উঠালাম। অতঃপর

---

* আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

১. গোলাম আহমদ মোর্তজা, বাজেয়াপ্ত ইতিহাস (কলিকাতাঃ বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, সপ্তম সংস্করণ; ২০০২ ইং), পৃঃ ৫১।

২. তদেব।

৩. বুখারী ও মুসলিম। গৃহীতঃ ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খাত্বীব আত-তাবরীযী (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তাবি), পৃঃ ৩৭৩।

৪. বুখারী ও মুসলিম। গৃহীতঃ তদেব।

৫. বুখারী ও মুসলিম। গৃহীতঃ তদেব।

আবার বললেন, 'আরো উঠাও'। আমি আবারো উঠালাম। এরপর হ'তে আমি সদা-সর্বদা কাপড় উপরে বাঁধতে তৎপর থাকতাম। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল, কতটুকু উপরে উঠাতে হবে? তিনি বললেন, 'দু'পায়ের অর্ধনলা পর্য্যন্ত'।[৬]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন- لَايَنْظُرُ اللهُ اِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ 'আল্লাহ তাঁর দৃষ্টি ঐ ব্যক্তির প্রতি করবেন না, যে অহংকার ভরে তার পরিধেয় কাপড় হেঁচড়িয়ে থাকে (অর্থাৎ পায়ের গিঁটের নীচ পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে পরে)'।[৭] উপস্থাপিত হাদীছগুলির ভাববস্তু একেবারে সুস্পষ্ট, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন নেই। যেকোন পাঠকেরই হাদীছগুলি অধ্যায়নান্তে বোধগম্য হবে, টাখনুর নীচে কাপড় পরা গুরুতর অপরাধ। যার দরূণ আল্লাহ শেষ দিবসে তাদের দিকে তাকাবেন না।

এছাড়াও অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তহবন্দ বা পায়জামা/প্যান্ট, কুর্তা ও পাগড়ীই ঝুলিয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ এরূপ কিছু ঝুলিয়ে দিবে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না'।[৮]

আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনজন লোকের সাথে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের প্রতি ফিরেও তাকাবেন না এবং (গুনাহ থেকে) তাদেরকে পাক-পবিত্রও করবেন না। উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কথাগুলিকে তিন তিনবার করে বললেন। আবু যার জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এসব বিফল মনোরথ ও বঞ্চিত কারা? তিনি বললেন, 'তারা হচ্ছে-

(১) যে অহংকারবশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরে।

(২) যে উপকার করে খোটা দেয় বা লোক সম্মুখে বলে বেড়ায়।

(৩) যে মিথ্যা শপথ করে তার পণ্য বিক্রয় করে থাকে'।[৯]

বিধায় যারা টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, আল্লাহ তা'আলা বিচার দিবসে তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

যুক্তিবাদীদের যুক্তি খণ্ডনঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ কাপড় (ইযার) হেঁচড়িয়ে চলে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না'। তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অসাবধানতা বশতঃ অনেক সময় আমার ইযার টাখনুর নীচে ঝুলে যায়, যদি না আমি খুব সচেতন থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, যারা অহংকারবশতঃ কাপড় ঝুলায়, আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন'।[১০] এই হাদীছকে সামনে রেখে কিছু প্রবৃত্তি পূজারী চতুর ব্যক্তি বলে থাকেন, আমরা অহংকার করে পরিধেয় বস্ত্র টাখনুর নীচে পরি না। এমনিতেই পরে থাকি। এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে লক্ষ্য করে শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন লিখেছেন, 'আর (কাপড় ঝুলানোর বৈধতার পক্ষে) হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর হাদীছ পেশ করা হ'লে তদুত্তরে আমরা বলব, দু'দিক বিচারে উক্ত হাদীছ আপনার স্বপক্ষে দলীল সাব্যস্ত হবে না।

প্রথমতঃ আবুবকর (রাঃ) বলেছেন, 'আমার কাঁপড়ের এক পাশ ঝুলে যায়। তবে যদি তা বারংবার উঠাই তাহ'লে সেটা ভিন্ন কথা'। এ থেকে বুঝা গেল যে, তিনি (স্বেচ্ছায়) অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলাননি; বরং তা এমনিতেই (অনিচ্ছাকৃত) ঝুলে যেত। আর তিনি তা বারবার উঠিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতেন।

আর যারা (গিঁটের নীচে) কাপড় ঝুলিয়ে পরেন এবং বলেন, তাদের উদ্দেশ্য অহংকার করা নয়। আমরা তাদেরকে বলব, যদি আপনারা আপনাদের কাপড়কে পায়ের দু'গিঁটের নীচে ঝুলাতে চান (বা ঝুলান), তাহ'লে আপনারা আগুন দ্বারা শাস্তির শিকার হবেন শরীরের সে অংশে যা গিঁটের নীচে নেমেছে। আর যদি অহংকার বশতঃ আপনারা আপনাদের কাপড়কে (গিঁটের নীচে) টানেন, তাহ'লে এর চেয়ে বড় শাস্তির শিকার হবেন। (আর তাহ'ল এই যে,) ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ আপনাদের সাথে কথা বলবেন না, আপনাদের দিকে তাকাবেন না, আপনাদেরকে (গুনাহ থেকে) পবিত্রও করবেন না। আর আপনাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[১১]

দ্বিতীয়তঃ আমরা এ কথা বলব যে, স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ) আবুবকর (রাঃ)-কে সার্টিফাই করেছেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ওদের অন্তর্ভুক্ত নন, যারা তা করে (অর্থাৎ অহংকার করে)। কিন্তু যারা কাপড় ঝুলিয়ে পরার পক্ষপাতি তাদের কেউ কি আবুবকর (রাঃ)-এর ন্যায়

---

৬. মুসলিম। গৃহীতঃ ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরীফ আন-নববী আদ-দামেশকী, রিয়াযুছ ছালেহীন (রিয়াযঃ মাকতাবাহ দারুস-সালাম ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ই), পৃঃ ২৭৯; মিশকাত, পৃঃ ৩৭৬।

৭. বুখারী ও মুসলিম। গৃহীতঃ হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী, বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম (দেওবন্দঃ মুখতার এণ্ড কোম্পানী, তাবি), পৃঃ ১০৮-১০৯।

৮. আবু দাউদ ও নাসাঈ। নাসাঈ ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। গৃহীতঃ রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ২৭৬। অনুরূপই আরেক হাদীছ হযরত সালেম তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেছেন- রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঝুলানো (এর নিষেধাজ্ঞা) ইযার, জামা ও পাগড়ীর মধ্যে প্রযোজ্য। যে অহংকার করে তা ঝুলাবে, শেষ দিবসে আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না'। আবুদাঊদ, নাসাঈ, ও ইবনে মাজাহ। গৃহীতঃ আলবাণী, মিশকাত হা/৪৩৩২।

৯. মুসলিম। তার অপর বর্ণনায় আছে যে, তার ইযার ঝুলিয়ে চলে। গৃহীতঃ রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ২৭৬।

১০. বুখারী। গৃহীতঃ মিশকাত, পৃঃ ৩৭৬; রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ২৭৫।

১১. প্রবন্ধঃ 'কাপড় ঝুলিয়ে পরার বিধান' মূলঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন, অনুবাদঃ আখতারুল আমান, মাসিক আত-তাহরীক, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৭ইং, পৃঃ ১৭-১৮।

অনুরূপ সার্টিফাই ও সাক্ষ্য পেয়েছেন, যা আবুবকর (রাঃ) পেয়েছিলেন?

পরিতাপ এই যে, শয়তান কিছু সংখ্যক মানুষের জন্য কিতাব ও সুন্নাহ্র অস্পষ্ট কথাগুলির অনুসরণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়, যাতে তারা স্বীয় সম্পাদিত কর্মগুলিকে নির্দোষ সাব্যস্ত করতে পারে। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে চান, সোজা সরল পথের হিদায়াত দান করে থাকেন। আমরা আমাদের ও তাদের জন্য হিদায়াত কামনা করছি।[১২] আলোচনা নিরিখে বলা যায়, যুক্তিবাদীদের এই হীন যুক্তি যথোপোযুক্ত নয়। বরং তাদের এহেন কর্ম ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে জনসমাজে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা মাত্র। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

টাখনুর নীচে যতটুকু যাবে ততটুকু জাহান্নামে জ্বলবেঃ পরিধেয় বস্ত্রের যতটুকু টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরবে, ততটুকু জাহান্নামের আগুনে দগ্ধিভূত হবে। প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'দু'টাখনুর নীচে ইযার/লুঙ্গির যে পরিমাণ স্থান ঢেকে রাখবে, সে পরিমাণ অংশ জাহান্নামে যাবে'।[১৩] যারা অহংকারের উদ্দেশ্যে টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলায় না তাদের সম্পর্কে এ বিধান। কারণ যারা অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরে তাদের দিকে আল্লাহ দৃষ্টিপাত করবেন না। যতটুকু টাখনুর নীচে যাবে ততটুকু জাহান্নামে জ্বলবে। এই বিধানকে অহংকারের সাথে খাছ বা নির্দিষ্ট করা হয়নি। পূর্বোক্ত হাদীছের উপর ভিত্তি করে তার সাথে খাছ বা নির্দিষ্ট করাও ঠিক হবে না।[১৪]

জাহান্নামে কারো কারো টাখনু পর্যন্ত আগুনে জ্বলবে। এ সম্পর্কে হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামীদের মধ্যে কোন কোন লোক এমন হবে, জাহান্নামের আগুন তার পায়ের টাখনু পর্যন্ত পৌঁছবে। কারো হাটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো গর্দান পর্যন্ত পৌঁছবে।[১৫] জাহান্নামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি হবে আবু তালিবের। তার দু'পায়ে দু'খানা আগুনের জুতা পরানো হবে, এতে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে।[১৬] যেমনভাবে তামার পাত্র ফুটতে থাকে। সে (আবু তালিব) ধারণা করবে, তার অপেক্ষা কঠিন আযাব আর কেউ ভোগ করছে না। অথচ সে হবে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি।[১৭] হে মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী! সর্বাপেক্ষা কম শাস্তি যদি এই হয়, তাহ'লে টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরার শাস্তি কি হবে একটু কল্পনার জগতে পদার্পণ করে দেখুন! যার দিকে স্বয়ং আল্লাহ দয়ার দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

[চলবে]

১২. *তদেব, পৃঃ ১৮।*
১৩. *বুখারী। গৃহীতঃ মিশকাত, পৃঃ ৩৭৩; রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ২৭৬।*
১৪. *আত-তাহরীক, অক্টোবর, ১৯৯৭, পৃঃ ১৭।*

১৫. *মুসলিম। গৃহীতঃ মিশকাত, পৃঃ ৫০২।*
১৬. *বুখারী, গৃহীতঃ তদেব।*
১৭. *বুখারী ও মুসলিম। তদেব।*

নিরাময় হোমিও হল

ডাঃ মুহাম্মাদ শাহীন রেযা
(ডি,এইচ,এম,এস), ঢাকা।

এখানে সকল প্রকার আঁচিল, অর্শ, আমবাত, ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রসাবের সাথে ধাতুক্ষয়, প্রসাবে জ্বালা-যন্ত্রনা, সিফিলিস, গণোরিয়া, মূত্র ও পিত্ত পাথরী, গ্যাষ্টিক, মাথা ব্যাথা, পুরাতন আমাশয়, হাঁপানী, বাত, প্যারালাইসিস, চর্মরোগ, টিউমার, মহিলাদের ঋতুর যাবতীয় গোলযোগ, বাঁধক, বন্ধ্যাত্ব, হাত, পা, মাথার তালু জ্বালা, আধ কপালে মাথা ব্যাথা, গলগণ্ড, সিফিলিস, গণোরিয়া, মূত্র পাথরী, ধ্বজভঙ্গ, শোথ, ২য় ৩য় মাসে গর্ভস্রাব রোগ সহ সর্বপ্রকার রোগীর সু-চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

স্থান পরিবর্তন

~~পূর্বের ঠিকানা~~	বর্তমান ঠিকানা
~~নিরাময় হোমিও হল টেক্সটাইল মিলের ২য় গেটের পশ্চিমে পার্শ্বে, নওদাপাড়া, রাজশাহী।~~	মতলেব আশাবাগ সুপার মার্কেট, নওদাপাড়া বাজার নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

পাঠক নন্দিত ও বহু আকাংখিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' বইটি বর্ধিত কলেবরে ৪র্থ সংস্করণ হোয়াইট প্রিন্টে বের হয়েছে। বিপুল তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ এই অমূল্য বইটির প্রতি কপির হাদিয়া ২০.০০ (বিশ) টাকা মাত্র। নিজে খরিদ করুন এবং অন্যকে উপহার দিন। আহলেহাদীছের প্রকৃত পরিচয় জানতে হ'লে বইটি আজই সংগ্রহ করুন। একত্রে ১০ কপি ও তার উর্ধ্বে নিলে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

প্রাপ্তিস্থানঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, কাজলা, রাজশাহী।

বিঃ দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পুনঃমুদ্রণ হয়েছে। হাদিয়া ৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র।

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

মাতৃত্বহীনা নারী

*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান**

এক অসচ্ছল পরিবারে এক শিক্ষিত ছেলের বউ হয়ে এক শিক্ষিতা মেয়ে ঘরকন্না করতে এসেছে। বিয়ের পর কয়েক বছর কেটে গেল, সংসারে একটিও নতুন মুখের আগমন হ'ল না। সন্তান না হ'লেও ছেলে বউতে মধুর সম্পর্ক বিরাজিত ছিল। ঐ সংসারে মাতৃ-পিতৃ হারা এক ছেলে ও এক মেয়ে নানা-নানীর আশ্রয়ে থেকে বড় হচ্ছে। বিয়ের পর বছর কয়েক কেটে গেল। ছেলে সংসারের অভাব-অনটন দূর করার মানসে বিদেশে চলে যায়। বউ মাতা-পিতার হেফাযতে থাকে। মাতৃ-পিতৃ হারা ছেলে-মেয়ে দু'জন শিক্ষিতা মামীর ব্যবহারে মুগ্ধ। তারা যেন মায়ের বদলে মা পেয়েছে। তাই মামীর প্রতি তাদের ভক্তিশ্রদ্ধাও অগাধ। তারা মামীর কথায় ওঠে-বসে। বউটির কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার কমতি নেই।

বিদেশে যাবার খরচ হিসাবে শ্বশুরের দেওয়া এক বিঘা জমি মোটা টাকার বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়। টাকা ফেরত দিলে জমি ফেরত হবে- এই মর্মে চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়। ছেলে বিদেশ গিয়ে স্ত্রীর নামে টাকা পাঠাতে থাকে। বউই সংসারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করে এবং সে কারণে সংসারের যাবতীয় কর্তৃত্ব তারই। এতে শ্বশুর-শাশুড়ী একটু মনক্ষুণ্ন হ'লেও তারা কোন প্রতিবাদ করে না।

অশিক্ষিত ছেলেটি এস,এস,সি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে বেকার অবস্থায় ঐ বাড়ীর বোঝা হয়ে রয়েছে। আর মেয়েটি শিক্ষিতা মামীর সংস্পর্শে থেকে সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম শিক্ষার সাথে সাথে লেখা-পড়াও শিখছে। সেও দু'বছর পর এস,এস,সি পরীক্ষা দিবে। একদিন এই মেয়েটি প্রতিবেশীর বাড়ীতে খাবার পানি আনতে গেলে, সেই বাড়ীর এক মেয়েলোক একটু কড়া সুরে বলল, 'তোমার মামার পাঠানো টাকাতে তোমরা এখন খাবার পানির ব্যবস্থা করতে পারো। তাহ'লে আমাদের পানির কলে চাপটা একটু কমে'। মেয়েটি ফিরে এসে একথা মামীকে জানালে মামী ত্বরিত খাবার পানির ব্যবস্থা করতে সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে বাড়ীতে টিউবওয়েল বসায়। স্বামীর দেয় টাকা হ'তে জমিয়ে জমিয়ে জমি বন্ধক দিয়ে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ টাকা হ'লে শ্বশুরকে টাকাগুলি দিয়ে জমি বন্ধকের দলীলটি ফেরত আনতে পাঠিয়ে দেয়। বউটি এভাবে সংসারটি গুছিয়ে তুলতে বিশেষভাবে চেষ্টিত হয়।

শ্বশুর-শাশুড়ী বউটির কোন ব্যবহারে বা কাজে কোন খুঁত পায় না। একটি মাত্র খুঁত, মেয়েটি নিঃসন্তান। তাদের ধারণা, বউটি বন্ধ্যা। তাই তারা এ বউকে আর ঘরে রাখতে চাইল না। কিন্তু ছেলে-বউতে দারুণ মিল! অমিল সৃষ্টি না হ'লে বউকে সরানো যাবে না। তাই তারা এক কানা-ফকীরের শরণাপন্ন হ'ল। ফকীরের চিনি পড়া দিয়ে সরবত তৈরী করে বউকে খাওয়ালে অমিল সৃষ্টি হবে, এরূপই তাদের বিশ্বাস। শাশুড়ী ফকীরের চিনি পড়া দিয়ে সরবত তৈরী করে বউকে দিলে সে এটি রেখে দেয়। এরি মধ্যে শ্বশুর মাঠ হ'তে এসে টেবিলে কাঁচের গ্লাসে খাবার পানি দেখে খেয়ে ফেলে। কিন্তু পানি নয়, সরবত! শ্বশুর কিছু বলার আগে শাশুড়ী ইশারা করে থামিয়ে দেয়। তাই বউকে সরবত খাওয়ানোর জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা চালাতে হয়। শাশুড়ী এবার একটু বেশি করে সরবত বানিয়ে নাতনীকে খাওয়ায় এবং অন্য একটি গ্লাস তাকে দিয়ে বউকে দিতে বলে এবং তাকে বলতে বলা হয়, 'আমরা খেয়েছি, এটি তোমার জন্য'। বউকে সরবত দিলে বলে, আমি চিনির সরবত খাই না, গুড়ের সরবত খাই। বউকে ফকিরের পড়া চিনি দিয়ে সরবত খাওয়াতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তারা নানাভাবে বউকে পীড়ন করতে থাকে। বউও তাদের সব কথার জ্বালা নীরবে সহ্য করতে থাকে স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষায় থেকে।

এর মধ্যে ছেলে চিঠিতে জানিয়ে দেয় যে, সে ছয় মাসের মধ্যে দেশে ফিরবে। শ্বশুর-শাশুড়ী বউ-এর প্রতি যে অহেতুক বিরূপ হয়ে উঠছে দিন দিন, স্বামীর আগমনে তার অবসান হবে ভেবে বউ মনে মনে খুশী হয়। কিন্তু একদিন বউ মাটির কলসীতে পানি নিয়ে বাড়ীতে ঢুকছে। এমন সময় শ্বশুরের নিচু গলার একটি কথা সে শুনতে পায়। শ্বশুর বলছে, আমি সব কথা পাকাপাকি করে এসেছি। ছেলে ফিরে এলেই রহীম শেখের মেয়ের সাথে তার বিয়ে হবে। তবে তার আগে বউকে তালাক দিতে হবে। কথাটি শোনামাত্র তার হাত হ'তে কলসীটি পড়ে ভেংগে গেল। শ্বশুর তাতে আবার ফৎওয়া দিল, ভরা কলসী ভেংগে যাওয়া চরম অশুভ লক্ষণ। এ বউ নিয়ে আর সংসার করা যাবে না। বন্ধা বউ ঘরে থাকলে সবটাতেই অমঙ্গল।

বউ কোন কথা বলল না। সোজা তার ঘরে গেল। তার পরিধেয় কাপড় চোপড় গুটিয়ে একটি ব্যাগে নিল। তারপর ঘর থেকে বের হয়ে এসে ভাগনেকে ডেকে বলল, বাবা, আমাকে কিছু দূর এগিয়ে দিয়ে এসো। বউ কাঁন্নায় ভেংগে পড়ে বলল, স্বামীর অনুরোধে এতদিন যে কথা প্রকাশ করিনি, আজ তাই বাধ্য হয়ে প্রকাশ করতে হ'ল। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে ঢাকায় গিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষা করেছি, এতে প্রমাণিত হয়েছে, স্বামীর দোষেই আমি মাতৃত্বের গৌরব হ'তে বঞ্চিতা। একজন নারীর জন্য মাতৃত্বের গৌরবটাই চরম। স্বামীর ভালবাসায় আমি সে গৌরব হ'তে বঞ্চিতা হয়েই এ বাড়ীতে রয়েছি। একটি ছেলে বুকে থাকলে আমি সব কথার জ্বালা সহ্য করে এ বাড়ীতে থাকতাম। কিন্তু আর না বউ এগিয়ে চলেছে। শ্বশুর তখন শাশুড়ীকে বলল, 'নীরবে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বউকে ধর। শাশুড়ী এগুচ্ছে না এবং কোন কথাও বলছে না। বউ-এর কথা শুনে সে যেন বোবা হয়ে গেছে। শ্বশুর শাশুড়ীকে ধমক দিল, তুমি বউকে না আটকালে আমি তোমাকেই বাড়ী থেকে তাড়াব। শাশুড়ী এবার মুখ খুলল। তুমিই ঘরের লক্ষ্মীকে তাড়ানোর কাজে আমাকে কানা-ফকীরের কাছে গিয়ে চিনি পড়া আনিয়েছ। এখন উল্টো আমাকে ধমকাচ্ছ। আমি আমার ঘরের এ লক্ষ্মীকে যেমন করেই হোক ফিরিয়ে আনব। শাশুড়ী দ্রুত অগ্রসর হ'গল।

* সাং সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা ...

চিকিৎসা জগৎ

রোগ প্রতিরোধে রসুনের ভূমিকা

আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় রসুনের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। মাছ, গোশত, তরিতরকারি, ডাল, স্যুপ প্রভৃতি খাদ্য রান্না করতে এবং খাদ্যকে মজাদার, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর করতে রসুনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ছোট এক টুকরা রসুনেরও যে কত গুণ, তা বলে শেষ করা যাবে না। জানা গেছে, রক্তে কোলেস্টেরলের হারে উন্নতি ঘটাতে এবং সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া রমনীর জমাট রক্ত অপসারণেও রসুনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যান্সার প্রতিরোধ এবং সংক্রমণ রোধে রসুন ভাল কাজ করে। তবে কোলেস্টেরল কমাতে রসুনের গুণাবলীর কথা এতদিন জানা থাকলেও এক নয়া সমীক্ষায় এই গুণের বিষয়টি বলতে গেলে অনেকটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। রসুনের অন্যান্য স্বাস্থ্যপ্রদ গুণাবলীর দাবীও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

এক কোষ রসুনে যা যা বিদ্যমান থাকেঃ

রসুনে রয়েছে বহু স্বাস্থ্যকর পদার্থ যেমনঃ ভিটামিন 'এ' ও 'সি' পটাসিয়াম, ফসফরাস, সালফার (প্রায় ৪০ ধরনের সালফার যৌগ), সেলেনিয়াম এবং একাধিক অ্যামিনো এসিড। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হ'ল অ্যালিসিন। এটি সালফার সমৃদ্ধ একটি যৌগ, যা রসুন পিষে ফেললে বা টুকরো করলে পাওয়া যায়। এই অ্যালিসিনের জন্যই রসুনের স্বাদ কিছুটা ঝাঁঝালো হয় এবং এর স্বাদও বেশ ভাল লাগে।

রোগ প্রতিরোধে রসুনের ভূমিকাঃ

❒ **হৃদ সংবহননালীর রোগে রসুনের ভূমিকাঃ** বিগত দুই দশকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, রসুন ভাল কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং খারাপ কোলেস্টেরলের হার কমায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৯৩ সালে পরিচালিত পরীক্ষায় দেখা যায়, আধা কোষ থেকে এক কোষ রসুন রক্তে কোলেস্টেরলের হার শতকরা ৯ ভাগ হ্রাস করে। তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় বিষয়টি বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। কোন কোন বিজ্ঞানীরা বলেন যে, উপকার পেতে হলে দীর্ঘদিন যাবৎ রসুন খেতে হবে। তারা আরো বলেন যে, টাটকা রসুনের কোয়া দেহে উপকার করবেই। কোন কোন পরীক্ষায় টাটকা রসুনের কোলেস্টেরল কমানোর ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

রক্ত পাতলা করার ব্যাপারে রসুনের গুণাগুণ রয়েছে। রসুনের সালফার যৌগ রক্তের অণুচক্রিকাকে পিচ্ছিল করে এবং জমাট বাধতে দেয় না। জমাট রক্ত ধমনীকে বুজিয়ে দেয় এবং হার্ট অ্যাটাক কিংবা সন্ন্যাস রোগের আশঙ্কা সৃষ্টি করে।

❒ **ক্যান্সার প্রতিরোধেঃ** এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, পৃথিবীর যেসব অঞ্চলের লোকেরা পর্যাপ্ত পরিমাণে রসুন খায়, সেখানকার লোকদের ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা অনেক কম। বিশেষ করে পাকস্থলী কিংবা মলান্ত্রের ক্যান্সার একেবারেই হয় না।

❒ **ব্যাকটেরিয়া বিরোধী ভূমিকাঃ** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে টাইফাস এবং আমাশয়ের চিকিৎসা করা হ'ত রসুন দিয়ে। বর্তমান গবেষকরাও প্রমাণ করেছেন যে, রসুন দেহমধ্যস্থ কতিপয় উৎসেচকের তৎপরতা বন্ধ করে দেয়। এসব উৎসেচক সংক্রামক অণুজীবকে দেহে থাকার সুযোগ দেয়।

কতটুকু রসুন কীভাবে খাবেনঃ কতটুকু রসুন কোন প্রক্রিয়ায় (টাটকা না ভেজা) খাবেন সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত মায়ো ক্লিনিকের পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন স্বাস্থ্যপ্রদ খাবারের সাথে রসুন সেবনের পরামর্শ দিয়েছেন। তবে টাটকা রসুন খুব বেশী উপকারী। পাশাপাশি এটি ভেজে কিংবা অন্যভাবেও গ্রহণ করা যায়।

রসুনের ব্যাপারে সতর্কতাঃ

❒ আপনি যদি নিয়মিত এসপিরিনসেবী হন, তাহ'লে রসুন খেতে হবে সতর্কতার সঙ্গে। অন্য কোন রক্ত পাতলাকারী ওষুধ খেলেও রসুন খাওয়া পরিহার করা উচিত।

❒ রক্তচাপ কিংবা কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধের বিকল্প হিসাবে রসুন খাবেন না। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করতে হবে।

আঘাত লেগে দাঁত পড়ে গেলে করণীয়

আজকাল প্রায়ই দেখা যায় যে, খেলাধুলার সময়, মারামারির সময় এমনকি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে বিশেষ করে সামনের উপরের দাঁত দু'টো পুরোপুরিই খুলে পড়ে যায়। এমতাবস্থায় রোগীর অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজনেরা হতাশ হয়ে পড়েন। অবশ্য হতাশ হওয়ারই কথা। কেননা সামনের দাঁত দু'টো হচ্ছে সৌন্দর্যবর্ধক। এই সামনের দাঁত দু'টো না থাকলে হাসি দেখতে খুবই বিশ্রী লাগে। এ ধরনের দুর্ঘটনা যাদের বেলায় হবে তাদের উপদেশ হচ্ছে- হতাশ হবেন না। হতাশ হ'লে কোন সমাধান পাওয়া যায় না। এ ধরনের দুর্ঘটনার পরে আপনি খুলে পড়া দাঁতটিকে একটু পরীক্ষা করে দেখুন। দাঁতটি কি পুরোপুরি খুলে এসেছে, না শেকড়ের কোন অংশ ভেঙে গেছে। পুরো দাঁতটি যদি খুলে আসে, তাহ'লে আপনার জন্য সুখবর হচ্ছে ঐ খুলে আসা দাঁতটি হাত দিয়ে নাড়াচাড়া না করে, একটি ছোট্ট পাত্রে পরিষ্কার পানি নিয়ে ঐ পানিতে এক চিমটি লবণ দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন এবং যত তাড়াতাড়ি পারেন সর্বোচ্চ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ঐ দাঁতটি ভেজানো অবস্থায় একজন অভিজ্ঞ দন্ত বিশেষজ্ঞের কাছে গেলে তিনি যেখান থেকে ঐ দাঁতটি বা দাঁতগুলি খুলে এসেছে, ঠিক ঐ জায়গায় দাঁতটিকে বসিয়ে পাশের দাঁতের সাথে সূক্ষ্ম তার দিয়ে বেঁধে দেবেন। এরপর তিন সপ্তাহের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এ সময় রোগীর জন্য শক্ত খাবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এর মধ্যে প্রতি সপ্তাহে ফলোআপে থাকতে হবে এবং তাঁর দেয়া ওষুধ খেতে হবে। ঠিক তিন সপ্তাহ পরে ডাক্তার ছাহেব দেখে যদি অবস্থার অনুকূলে থাকে তবে তিনি ঐ তারটি খুলে দেবেন। এরপর দেখবেন আপনার দাঁত ঠিক পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে।

দুর্ঘটনার সাথে সাথে দন্ত চিকিৎসকের কাছে যেতে পারলে আরও ভাল। সে ক্ষেত্রে পানিতে না ভিজিয়ে খুলে আসা দাঁতটি গালের মাঝখানে রেখে ডাক্তারের কাছে গেলেও চলবে। কিন্তু কোনক্রমেই ঐ দাঁতটিকে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করা বা শুকনো জায়গায় রাখা যাবে না। যদি দাঁতটি শেকড় থেকে ভেঙ্গে আসে এবং অন্তত অর্ধেক শেকড়ও যদি মাড়ির ভেতরে থাকে, তাহলেও হতাশ হওয়ার কারণ নেই। মাড়ির ভেতরে থাকা শেকড়টুকুকে রুট ক্যানেলে চিকিৎসা করিয়ে বিশেষ পিন ক্যানেলের ভেতর (ডাওয়েল) ঢুকিয়ে রুটটাকে লম্বা করে তার উপরে একটি পোর্সিলিন ক্যাপ লাগিয়ে দিলে কেউ কোন দিনই বুঝতে পারবে না যে, এখানকার দাঁতটি ভেঙ্গে গিয়েছিল বা পড়ে গিয়েছিল। কাজেই এ ধরনের দাঁতের যে অবস্থাই হোকনা কেন চিন্তার কোনই কারণ নেই। প্রয়োজন শুধু একজন অভিজ্ঞ দন্ত চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ রাখা।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

রামযানের ঐ চাঁদ

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
শিক্ষক, মৈশালা দাখিল মাদরাসা
পাংশা, রাজশাহী।

সাঁঝ আকাশে উঠলো হেসে রামাযানের ঐ চাঁদ
ছিয়াম সেধে আবেদ জনের দিল হবে আবাদ।
হিংসা-দ্বেষ আর দুঃখ-গ্লানি
চরণ তলে ফেলবে টানি
মিলবে আল্লাহ্র মেহেরবানী
দূর হবে ফাসাদ,
সাঁঝ আকাশে উঠলো হেসে রামাযানের ঐ চাঁদ।
রামাযানেরই ফযীলতে যিন্দা হবে দিল
শৃঙ্খলিত হয়ে যাবে শয়তান আযাযীল।
সকল মোহ ছিন্ন করে
পড়বি ছালাত জামা'আত ধরে
মাহে রামাযান মুমিন তরে
পুণ্য ধরার ফাঁদ;
সাঁঝ আকাশে উঠলো হেসে রামাযানের ঐ চাঁদ।
***

লিমেরিক ত্রিখণ্ডঃ জেগে ওঠো

-মাহফুযুর রহমান আখন্দ
পি.এইচ-ডি, গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

(১)
বন্ধ চোখের পাতা তবু দেখি লাশ
গুজরাট আরাকানে সকল আকাশ
সংবাদ আসে না
শোকহৃদ হাসে না
হৃদয়ের কোণ তবু করে হাহুতাশ।
(২)
কবিতারা ফিরে আসে বাতাসের ন্যায়
রাখালের সুর ভাসে সোনা ফলা গাঁয়
নীল নীল আকাশে
নেই সুর বাতাসে
তবু তাল দ্যোতনা নেচে ওঠে পায়।
(৩)
ফসিলেরা গান গায় আত্মার সুরে
জমিনের কোণ ভরে আল্লাহ্র নূরে
জিহাদের বই
করে হৈ চৈ
জেগে ওঠো মুসলিম রিপুটারে পুড়ে॥
***

পথ হারাদের

ডাঃ শাহাবুদ্দীন
ঝিনাইদহ।

মুসলিম, তুমি চেয়ে দেখ ভাই
তোমার অতীত দিন।
ছিলে নাতো তুমি নিঃস্ব কখনো
অসহায় দ্বীন হীন।

তুমিতো জ্বেলেছ আঁধার বিশ্বে
প্রথম আলোর বাতি
দুনিয়াতে যত পথ হারা তাই
পথ পেলো, নিয়ে জ্যোতি॥

তোমার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে
তৌহীদের মহাবাণী
এক আল্লাহ, দ্বিতীয় নেই
দূর হ'ল সব গ্লানি

হে বীর সাধক, জ্ঞানের দিশারী
তব শির কভু হয়নিকো নত
হোক রাজা, হোক সাধক পূজারী
হোক সে বড়, মহান যত॥

তোমার নবী (ছাঃ) মানব শ্রেষ্ঠ
তুলনা যাহার নাই
প্রশংসিত যিনি আল্লাহ্র মুখে
কুরআনে কি শোন নাই?

বিজাতিরা কত হতবাক হয়ে
তোমা মাঝে নিল ঠাঁই
ইসলাম মাঝে খুঁজে পেয়েছিল
অমোঘ শান্তি তাই॥

আজ কেন হায়! তুমি পথ হারা
অশান্তি তোমার সাথী?
অপরের দ্বারে রয়েছ দাঁড়িয়ে
ভিক্ষার হাত পাতি??

দেখো ওরা আজ রকেটেতে চড়ে
চাঁদ হ'তে এল ঘুরে
তুমিতো ছিলে সেরা বৈজ্ঞানিক
নাম ছিল জগত জুড়ে॥

হে মুসলিম! একত্বের পূজক
কত নীচে রবি পড়ে?
আত্মকলহ, হিংসায় মাতি
কুরআন ও হাদীছ ছেড়ে?

ইসলামী শাসন চালু করো পুনঃ
তোমার সকল কাজে
ফিরে পাবে তব হৃত গৌরব
জগত সভার মাঝে॥

***

Contents

...দের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. মেঘের অসংখ্য পানি ও বরফ কণার মধ্যে চার্জ সঞ্চিত হ'লে।
২. দ্রুত তাপ সঞ্চারিত হয়। ফলে তাড়াতাড়ি রান্না হয়।
৩. এদের কাণ্ডে অনেক বায়ুকুঠরী আছে তাই।
৪. পানির মধ্যে দ্রবীভূত বাতাস থেকে।
৫. নাইট্রোজেন গ্যাস।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. মিসর-কায়রো, জাপান-টোকিও, লিবিয়া-ত্রিপলী।
২. পারস্য-ইরান, শাম-সিরিয়া, বার্মা-মায়ানমার।
৩. জার্মানী, ইয়েমেন ও ভিয়েতনাম।
৪. এশিয়ায়- ইয়াংসিকিয়াং (চীন), ইউরোপে- ভলগা, আফ্রিকায়- নীল নদ (মিসর)।
৫. ইংল্যাণ্ড, হলাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ড।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (সম্পর্ক নির্ণয়)

১. তোমার পিতা-মাতার সন্তান। কিন্তু সে তোমার ভাইও না, বোনও না। তবে কে সে?
২. তোমার পিতামহের একমাত্র ছেলের একমাত্র কন্যা তোমার কি হয়?
৩. যিনি বড় ভাইয়ের সম্বন্ধী (স্ত্রীর বড় ভাই), তিনিই ছোট ভাইয়ের শ্বশুর। তাহ'লে ছোট ভাই ও বড় ভাইয়ের স্ত্রীদের সম্পর্ক নির্ণয় কর?
৪. আমার পিতার শ্বশুরের একমাত্র মেয়ের একমাত্র ছেলে আমার কি হয়?
৫. ফারহানার কোন ভাই-বোন নেই। চিত্রে দেখানো ব্যক্তিটি ফারহানার দাদার ছেলের মেয়ে। চিত্রটি কার?

❑ সংগ্রহেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী)

১. কোন্ প্রাণীর রক্ত শীতল?
২. কোন্ প্রাণী গায়ের রং পরিবর্তন করে আত্মরক্ষা করে?
৩. সবচেয়ে বড় ঘাস কি?
৪. কোন্ গাছের কাঠ থেকে পেন্সিল তৈরী হয়।
৫. বৃষ্টির ফোটা গোলাকার হওয়ার কারণ কি?

❑ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মুক্বীত
সহ-পরিচালক সোনামণি
রাজশাহী যেলা।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

সাতক্ষীরা যেলা পুনর্গঠনঃঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান *(সভাপতি যেলা 'আন্দোলন')*
উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান *(সভাপতি যেলা 'যুবসংঘ')*
পরিচালক ঃ মাওলানা আহসান হাবীব *(প্রিন্সিপ্যাল, দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসা)*
সহ-পরিচালক ঃ মীযানুর রহমান (শিক্ষক ঐ)
সহ-পরিচালক ঃ মাওলানা যুলফিকার আলী (ঐ)
সহ-পরিচালক ঃ মাওলানা গোলাম সারওয়ার (ঐ)
সহ-পরিচালক ঃ ক্বারী আব্দুল ওয়াহ্হাব (ঐ)।

কেশবপুর উপযেলা (যশোর) গঠনঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন *(ইমাম, মজীদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ)*
উপদেষ্টা ঃ আব্দুল মালেক *(সহ-সভাপতি 'আন্দোলন' যশোর যেলা)*
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ *আলিম ২য় বর্ষ, কেশবপুর আলিয়া মাদরাসা*
সহ-পরিচালক ঃ আমীনুর রহমান *(মজীদপুর, যশোর)*
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দূস *(মজীদপুর, যশোর)*

প্রশিক্ষণ

১. যশোরঃ

মজীদপুর, কেশবপুর, যশোর ১৪ সেপ্টেম্বর '০২ শনিবারঃ অদ্য সকাল সাড়ে আটটা থেকে মজীদপুর আহলে হাদীছ জামে মসজিদে ৭০ জন সোনামণি ও ৩ জন দায়িত্বশীলদের উপস্থিতিতে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবির আব্দুর রঊফ-এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়।

প্রশিক্ষণ শিবিরে সভাপতিত্ব করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আকবার হোসাইন। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও ইমামুদ্দীন। বৈঠক পরিচালনা করেন অত্র শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান।

২. সাতক্ষীরাঃ

১৫ সেপ্টেম্বর ২০০২, রবিবারঃ অদ্য সকাল ১০টা হ'তে দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ জামে মসজিদ, বাঁকাল সাতক্ষীরায় ১৫০ সোনামণি এবং অত্র মাদরাসার ১২ জন শিক্ষকের উপস্থিতিতে মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম-এর কুরআন তেলাওয়াত ও আবূ রায়হানের জাগরণীর মাধ্যমে সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবিরের কার্যক্রম শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন অত্র যেলার পরিচালক মাওলানা মুহাম্মাদ আহসান হাবীব। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন ও আব্দুল হালীম। তাঁরা উভয়ে সোনামণি সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় এবং সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০২-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। এসময়ে তারা সভাপতি সহ সকল শিক্ষক নিয়ে এক বিশেষ বৈঠক করেন এবং 'সোনামণি' সাতক্ষীরা যেলা পুনর্গঠন করেন

৩. বাগেরহাটঃ

১৬ সেপ্টেম্বর ২০০২, সোমবারঃ অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টা হ'তে 'আল মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা ও ইয়াতীম খানা' কালদিয়ায় ৫৫ জন সোনামণির উপস্থিতিতে সোনামণি আব্দুল্লাহ-এর কুরআন তেলাওয়াত ও যাকির হুসাইনের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও ইমামুদ্দীন। সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাসহ সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁরা প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র মাদরাসার প্রধান মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ ও সহকারী মাওলানা যুবায়ের ঢালী।

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ-

যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করতে পারল না, তার পানাহার পরিত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯৯)

স্বদেশ

বছরে ১ হাযার কোটি টাকার খাদ্য নষ্ট করে ইঁদুর

ইঁদুর এক নীরব ধ্বংসকারী শত্রু। প্রতিনিয়ত ক্ষতিসাধন করছে মানুষের ক্ষেতের ফসল, গোলার শস্য, বাগানের ফলমূল, ঘরে রাখা খাবারের। বিস্তার ঘটাচ্ছে জন্ডিস, আমাশয়, টাইফয়েড ও চর্মরোগ সহ ৩৩ প্রকারের মারাত্মক সব রোগ। যুগে যুগে প্লেগ মহামারি রূপে মানুষের মধ্যে আতংক ছড়িয়েছে এই নোংরা জীবটি। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ১০ লাখ টন খাদ্যশস্যও নষ্ট করে থাকে মানুষের চরম শত্রু ইঁদুর। যার অর্থমূল্য এক হাযার কোটি টাকারও বেশী। এছাড়াও আনারস, নারিকেল, আলু, বাদাম-এর মত ফল-ফসলও নষ্ট করে বিপুল পরিমাণে। সেচের নালা কেটে নষ্ট করে বিপুল পরিমাণে পানি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে প্রতিবছর যে নমুনা জরিপ চালায়, তাতে দেখা যায় ইঁদুরের আক্রমণে আমন ফসলের ক্ষতি মোট উৎপাদনের প্রায় ৪ শতাংশ, গমের ক্ষতির পরিমাণ ৬ থেকে ৭ শতাংশ, আলুর ক্ষতি প্রায় ৩ শতাংশ, শাক-শবজি ৩-৪ শতাংশ, নারিকেল ৬-৭ শতাংশ ও গুদামজাত শস্য সাড়ে ৪ থেকে ৫ শতাংশ। এছাড়া সেচের পানির অপচয় হয় ৩ থেকে ৫ শতাংশ। সার্বিকভাবে খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয় ৮ থেকে ১০ লাখ টন। যা মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের ২০ ভাগের এক ভাগ। জরিপে আরো বলা হয়, ইঁদুর যে পরিমাণ খাদ্যশস্য বিনষ্ট করে তা দিয়ে একটি যেলার বাৎসরিক চাহিদা মেটানো সম্ভব। অথচ এতবড় শত্রু নিধনে প্রতি বছর একটি মৌসুমে রুটিন মাফিক 'ইঁদুর নিধন অভিযান'(?) ছাড়া সরকারের স্থায়ী কোন কর্মসূচী নেই।

দেশে অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ট্রেন চালুর উদ্যোগ

পরিবহন খাতে দেশে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হ'তে যাচ্ছে। সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। সড়ক পথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে যোগাযোগ স্থাপনের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তাতে দ্রুত গতির সর্বাধুনিক রেল যোগাযোগেরও পরিকল্পনা রয়েছে। এই পরিকল্পনার আওতায় ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-সিলেটের মধ্যে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ 'ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক লেভিটেশন হাই স্পীড ট্রেন' বা 'হাই স্পীড 'ইলেক্ট্রনিক ট্রেন' চালুর প্রক্রিয়া সরকার ইতিমধ্যেই শুরু করেছে। ঘন্টায় সাড়ে ৪শ' থেকে ৬শ কিঃ মিঃ গতির এই ট্রেন চালু হ'লে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম ভ্রমণে সময় লাগবে এক ঘন্টারও কম।

সবচেয়ে নিরাপদ এবং সস্তা পরিবহন হিসাবে পরিচিত রেলওয়েতে 'ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক লেভিটেশন হাই স্পীড ট্রেন' চালু হ'লে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান রেল লাইনে এ ট্রেন চলাচল করতে পারবে না। এর জন্য সম্পূর্ণ আলাদা রেল লাইন তৈরী করা হবে।

বর্তমান রেল লাইনের ২০ ফুট উপর দিয়ে এই লাইন তৈরী হবে। বিদ্যুৎ লাইন ও নতুন তৈরী রেল লাইনের মাঝামাঝিতে ম্যাগনেটিক শক্তির মাধ্যমে এ ট্রেন চলাচল করবে। কম্পিউটারাইজড় এই ট্রেন নির্ধারিত স্টেশনে লাইনের উপরে গিয়ে থামবে।

রেল যোগাযোগের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হ'লে তা কেবল দেশের ভেতরই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এক পর্যায়ে তা চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার ও টেকনাফ হয়ে মায়ানমারের রাজধানী ইয়াংগুন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হ'লে রেলপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে যোগাযোগ সহজ ও দ্রুততর হবে। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যে ইতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি পর্যটন শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পের প্রসার ঘটবে।

চোখের ছানির কারণে দেশে ১০ লক্ষাধিক লোক অন্ধ

চোখে ছানির কারণে দেশে দশ লক্ষাধিক লোক অন্ধ হয়ে গেছে। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ছানি অপসারণ করে এসব অন্ধ লোকের দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক 'সাইট সেভার্স ইন্টারন্যাশনালে'র কান্ট্রি প্রতিনিধি এস, এনামুল হক্ব একথা জানান। তিনি বলেন, ৩০ বছর বয়সোর্ধ লোকের মধ্যে চক্ষু ছানির রোগ বৃদ্ধির হার ২০ শতাংশ। তিনি বলেন, অন্ধদের মধ্যে ৮০ শতাংশ চক্ষুছানি রোগে আক্রান্ত।

আগর গাছঃ দেশের অমূল্য সম্পদ

পারফিউম তৈরীর মূল্যবান সুগন্ধী 'আগর গাছে' মৌলভীবাজার বড়লেখা বনাঞ্চল ভরে উঠেছে। লাখ লাখ 'আগর গাছ' এখন ঐ এলাকা তথা বাংলাদেশের মহাসম্পদে পরিণত হয়েছে। বনাঞ্চল আরো শোভিত ও আকর্ষণীয় হয়েছে সবুজে শ্যামলে।

সিলেট বিভাগীয় বন কর্তকর্তা জানান, 'আগর গাছ' অত্যন্ত মূল্যবান। এক কেজি আগর গাছের তেলের দাম ২ লাখ থেকে আড়াই লাখ টাকা। এক মণ আগর গাছের কাঠের দাম ১০ থেকে ১২ হাযার টাকা। অথচ গাছটি হারিয়ে যাচ্ছিল।

বর্তমানে এ গাছের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ লাখে উন্নীত হয়েছে। আগর বনায়নের পরিধি আরো বাড়ানো হচ্ছে বলেও তিনি জানান। বন কর্মকর্তা জানান, আগরের তেলে মূল্যবান পারফিউম তৈরী হয়। এর কাঠ দিয়ে আগরবাতি সহ বিভিন্ন প্রকারের সুবাসিত স্প্রেও তৈরী হয়। জানা গেছে, অতীতে বড়লেখা বনাঞ্চল থেকে সঊদী আরবসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আগরের তেল ও কাঠ রফতানী হ'ত। রাজা-বাদশাদের কাছে সুগন্ধী হিসাবে এই আগরের বেশ কদর ছিল।

বেনাপোল ছাড়া সবগুলি স্থলবন্দর বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে

চোরাচালান প্রতিরোধ ও আমদানী-রফতানীর মাধ্যমে রাজস্ব আয় বাড়াতে সরকার বেনাপোল ছাড়া সবক'টি স্থলবন্দর বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'বাংলাদেশ ল্যাণ্ড পোর্ট অথরিটি' এ লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। উল্লেখ্য, দেশে বেনাপোলসহ মোট ১২টি স্থলবন্দর রয়েছে। সে অনুযায়ী ১১টি স্থলবন্দর বেসরকারী খাতের মাধ্যমে উন্নয়ন ও পরিচালনা করা হবে।

সরকারী ফাইলে ১২টি স্থলবন্দরের উল্লেখ থাকলেও বেনাপোল স্থলবন্দর ছাড়া বাকী ১১টিতে বন্দরের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই। সরকারী তহবিল থেকে ঐসব অবকাঠামো উন্নয়ন সময়সাপেক্ষ বিধায় সরকার টেণ্ডারের মাধ্যমে ১১টি বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও শর্তসাপেক্ষে বন্দর ব্যবস্থাপনা বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে নিয়ন্ত্রণ থাকবে পুরোটাই সরকারের হাতে।

পুলিশ ক্যাম্পে সর্বহারাদের হামলাঃ ৪ পুলিশ নিহত

সিরাজগঞ্জের বেলকুচি থানার বান্ধুনীবাড়ী অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পে সর্বহারাদের আক্রমণে পুলিশের ৪ জন সিপাহী গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। লুট করা হয়েছে ৭টি এসএমআর ও এসএলআর-এর ১৪৪ রাউণ্ড গুলী এবং ২টি রাইফেল ও ৩০ রাউণ্ড গুলী। নিহত ৪ জন আরআরএফ রাজশাহী রিজার্ভ পুলিশ। এরা হচ্ছেন, সুশান্ত চাকমা (খাগড়াছড়ি), জাহিদুল ইসলাম (জয়পুরহাট), ছাদেকুল হক্ব (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) ও মুহাম্মাদ রেযাউল করীম (পাবনা)। গুরুতর আহতরা হচ্ছে-আরআরএফ বাবুল হোসাইন, এসএএফ আব্দুল করীম, আনীছুর রহমান ও আরআরএফ গোলজার হোসাইন।

জানা গেছে, গত ১৬ সেপ্টেম্বর সোমবার ছিল পার্শ্ববর্তী এলাকার সোমেশপুর হাট। সর্বহারা সন্ত্রাসীরা একটি শক্তিশালী দল নিয়ে যমুনা নদীর পূর্ব পাড়ে চর এলাকায় সংগঠিত হ'তে থাকে। অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ৩০/৩৫ জনের দলটি কয়েক গ্রুপে বিভক্ত হয়। তারা ২/৩টি ডিঙ্গি নৌকায় পূর্বদিক থেকে চর পাড়ি দিয়ে পশ্চিমে আসে। এ সময় তাদের পরনে ছিল লুঙ্গি, কোমরে ছিল গামছা বাঁধা। বান্ধুনীবাড়ীর চকমকিমপুর ঘাট থেকে ঝাঁকা ও বড় বালতিতে কালো কাপড় আবৃত করে অস্ত্র নিয়ে তারা ক্যাম্পের আশপাশে জড়ো হ'তে থাকে। এক পর্যায়ে হঠাৎ অতর্কিত আক্রমণ শুরু করে প্রথমেই তারা সেন্ট্রি জাহিদকে গুলী করলে সে লুটিয়ে পড়ে। একই সময় আরও দু'টি দল ক্যাম্পের পেছন দিকে জানালায় দাঁড়িয়ে দুপুর বেলায় ঘুমন্ত সিপাহীদের গুলী করে। এ সময় জাগ্রত অপর পুলিশ সদস্যরা আহত ও নিহতদের গুলীবিদ্ধ দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কেউ দৌড়ে গিয়ে পায়খানায় পালিয়ে থাকে। এ সময় সর্বহারা সন্ত্রাসীরা এসএএফ সদস্যদের রুমে ঢুকে মোট ৯টি অস্ত্রসহ ১৪৭ রাউণ্ড গুলী লুট করে। এরপর তারা ক্যাম্পের পশ্চিম পাশের আরআরএফ রুমে ঢুকতে ব্যর্থ হ'লে লুটপাটকৃত অস্ত্রের ফাঁকা গুলী করে সর্বহারা পার্টির শ্লোগান দিতে দিতে উল্লাস সহকারে ঘাট পার হয়ে চলে যায়। সর্বহারাদের এ ক্যাম্পে হামলা, হত্যা, লুটপাট ঘটাতে মাত্র ১৫/২০ মিনিট সময় লাগে। সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের প্রতিশোধ হিসাবে ক্যাম্পে হামলা করা হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে প্রথমতঃ ১৬৯ জনকে গ্রেফতার করা হ'লেও পরবর্তীতে ১০৭ জনকে ছেড়ে দিয়ে ৬২ জনকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে ২০ হাযার টাকা পুরস্কার ঘোষণার পরও ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত কাউকে গ্রেফতার এবং লুটপাটকৃত অস্ত্রশস্ত্র শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি।

আলিম, ফাযিল, কামিল ও এইচ,এস,সি'র ফল প্রকাশ

আলিম, ফাযিল ও কামিলঃ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে গত মে-জুন মাসে অনুষ্ঠিত আলিম-ফাযিল ও কামিল পরীক্ষার ফলাফল গত ১৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী সম্মিলিত পাসের হার আলিম শতকরা ২৬ দশমিক ৮৩, ফাযিল শতকরা ৩৫ দশমিক ৩৬ এবং কামিল ৭৭ দশমিক ৫৯। বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এবারের পাসের হার সর্বনিম্ন। উল্লেখ্য, ২০০১ সালের পরীক্ষার ফলাফলে পাসের হার ছিল আলিম ৩৫ দশমিক ৮০, ফাযিল ৪০ দশমিক ৩১ এবং কামিল ৮২ দশমিক ৬০।

আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষায় তিন বিভাগের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৮৯ হাযার ৮৯৪ জন। প্রথম বিভাগে ৩ হাযার ৫৬৩, দ্বিতীয় বিভাগে ১৬ হাযার ৭০, তৃতীয় বিভাগে ৫ হাযার ৩৯২ জন পাস করেছে। সর্বমোট পাস করেছে ২৬ হাযার ২০৩ জন। সর্বমোট ফেল করেছে ৬৩ হাযার ৬৯১ জন।

আলিম পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬৫ হাযার ৪৫৯ জন। মোট পাস করেছে ১৭ হাযার ৫৬৩ জন। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ২ হাযার ৪২৩, দ্বিতীয় বিভাগে ১০ হাযার ৪৪৪, তৃতীয় বিভাগে ৪ হাযার ৫১৮ এবং বিশেষ বিবেচনায় পাস করেছে ১৭৮ জন। নলফিটি ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসার ছাত্র মুহাম্মাদ ফেরদৌস ছয় বিষয়ে লেটার সহ ৮৭২ নম্বর পেয়ে আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

ফাযিল পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২৪ হাযার ৪৩৫ জন। মোট পাস করেছে ৮ হাযার ৬৪০ জন। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ১ হাযার ১৪০, দ্বিতীয় বিভাগে ৫ হাযার ৬২৬ এবং তৃতীয় বিভাগে ১ হাযার ৮৭৪ জন। নরসিংদী জামে'আ কাসেমিয়া কামিল মাদরাসার ছাত্র আব্দুল জাব্বার তিন বিষয়ে লেটার সহ ৮৪১ নম্বর পেয়ে ফাযিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

কামিল পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৯ হাযার ১৯ জন। মোট পাস করেছে ৬ হাযার ৯৯৮ জন। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ১ হাযার ৯৩, দ্বিতীয় বিভাগে ৪ হাযার ৯২৯ এবং তৃতীয় বিভাগে ৯৭৬ জন পাস করেছে। ছারছিনা দারুস সুন্নাহ কামিল মাদরাসার ছাত্র মুহাম্মাদ বাকি বিল্লাহ ৮৬৪ নম্বর পেয়ে কামিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

এইচ,এস,সিঃ গত ১৮ সেপ্টেম্বর সারাদেশে একযোগে প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী এবারের এইচ,এস,সি পরীক্ষায় সারাদেশের ৭টি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে সর্বমোট ৫ লাখ ৮৬ হাযার ৪৫২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫ লাখ ৩৮ হাযার ২৯৫ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে মাত্র ১ লাখ ৪৫ হাযার ৮১৮ জন পাস করেছে। অর্থাৎ ৩ লাখ ৯২ হাযার ৪৭৭ জন সরাসরি ফেল করেছে। আর ৪৩ হাযার ৪৭৪ জন শুরু থেকেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। অপরদিকে নকলের কারণে বহিষ্কার হয় মোট ৩০ হাযার ৪২০ জন এবং পরীক্ষা আশানুরূপ না হওয়ায় কিংবা নকলে সুবিধা করতে না পেরে মাঝপথে পরীক্ষা ছেড়ে দেয় প্রায় ৬০ হাযার ছাত্র-ছাত্রী। যারা ফেল করেছে তাদের অধিকাংশই ইংরেজীতে।

এ বছর ঢাকা বোর্ডের গড় পাসের হার ৩৬.৫৭%, যশোর বোর্ডে ৩৮.৩৫%, সিলেট বোর্ডে ২৮.৬৯%, বরিশাল বোর্ডে ২২.৫৮%, চট্টগ্রাম বোর্ডে ২২.৩৫%, রাজশাহী বোর্ডে ১৮.১৮% এবং কুমিল্লা বোর্ডে মাত্র ১৭.১৩%। ৭টি বোর্ডের গড় পাসের হার ২৭.০৯%। এর মধ্যে ছেলেদের পাসের হার ২৬.৬৩% এবং মেয়েদের পাসের হার ২৭.৭৭%।

সারা দেশে ষ্টার পেয়েছে ৭ হাযার ১৬৬ জন, প্রথম বিভাগে পাস করেছে ৪৩ হাযার ৮৪৫ জন, দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে ৮২ হাযার ২৪৮ জন এবং তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে ১৯ হাযার ৭২৫ জন। এবারের এইচ,এস,সি পরীক্ষায় ৭টি বোর্ডের মধ্যে ৫ বিষয়ে লেটার সহ সর্বোচ্চ ৯৮২ নম্বর পেয়েছে বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ছাত্র ফয়ছাল বিন আব্দুল জাব্বার।

চাঞ্চল্যকর তৃষা হত্যা মামলার রায়

গত ৩০ সেপ্টেম্বর যেলা ও দায়রা জজ এ,কে,এম আনোয়ার হোসায়েন-এর আদালতে গাইবান্ধার চাঞ্চল্যকর তৃষা হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায় ঘোষিত হয়। রায়ে সাক্ষ্য-প্রমাণে দোষী সাব্যস্ত করে এই মামলার তিন আসামী মেহেদী হাসান মডার্ন, আরীফুর রহমান আশা ও মুহাম্মাদ শাহীনের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়। আদেশে বলা হয়, হাইকোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রায় কার্যকর করা হবে।

রায় ঘোষণার পর তৃষার পালিত পিতা আবদুস সাত্তার ও মা আলেমা বেগম আবেগাপ্লুত কণ্ঠে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেন, এই রায়ে তারা ন্যায়বিচার পেয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, গত ১৭ জুলাই তৃষা হত্যা সংঘটিত হওয়ার দিনেই গাইবান্ধা সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল। মাত্র ৬ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২৩ জুলাই পুলিশ মামলার চার্জশীট দাখিল করে। ৩১ জুলাই আসামীদের প্রথম আদালতে হাযির করা হয়। যেলা ও দায়রা আদালতে মামলার চার্জ গঠন করা হয় ৫ আগষ্ট। মোট ৩১ জনকে সাক্ষী করা হ'লেও ২৬ জনের সাক্ষ্য নেয়া হয়, বাকি ৫ জনের সাক্ষ্য নেয়ার প্রয়োজন হয়নি। মাত্র ৫৬ দিনে ১২টি কার্যদিবসে এই হত্যা মামলার বিচার কাজ সম্পন্ন করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কোন একজন আইনজীবীও আসামীদের পক্ষে যেতে সম্মত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে আসামীদের জন্য একজন আইনজীবীকে নিয়োজিত করা হয়েছিল।

পর্যবেক্ষক মহলের মতে দ্রুত বিচারের ক্ষেত্রে তৃষা হত্যা মামলা একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। হত্যাকাণ্ডের দিন থেকে ৭৪ দিনের মধ্যে এবং মাত্র ১২টি কার্যদিবসে বিচার কাজ সম্পন্ন ও রায় ঘোষিত হওয়ায় একদিকে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়েছে, অন্যদিকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সততা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করা সম্ভব।

উল্লেখ্য যে, গত ১৭ জুলাই বিকেলে স্কুল থেকে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার সময় উল্লেখিত তিন যুবক তৃষাকে অপহরণ করার চেষ্টা করে। ভীত-সন্ত্রস্ত তৃষা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী একটি পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সাঁতার না জানায় পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করে।

সব শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো হ'লে বছরে ১৫ লাখ শিশুর জীবন রক্ষা সম্ভব

প্রতিটি শিশুকে জন্মের পর শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো হ'লে প্রতি বছর ১৫ লাখেরও বেশী শিশুর জীবন রক্ষা করা সম্ভব। যে সকল শিশু বোতলে দুধ খায় তাদের চেয়ে মাতৃদুগ্ধ পানকারী শিশুদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশী।

গত ২ অক্টোবর সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'মায়ের দুধের পক্ষে প্রচারাভিযান' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। ওয়ার্কশপে একটি গবেষণা জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা

হয় যে, যেসব শিশুকে জন্মের পর ছয় মাসের কম বা আদৌ মায়ের দুধ দেয়া হয়নি, তাদের জীবনের দ্বিতীয় ছয় মাসে মৃত্যু ঝুঁকি কমপক্ষে ছয় মাস মায়ের দুধ খাওয়া শিশুদের তুলনায় ৬ থেকে ১৪ গুণ বেশী।

একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে, জীবনের প্রথম কয়েক সপ্তাহ মায়ের দুধ খাওয়া শিশুরা সাড়ে ৭ থেকে ৮ বছর বয়সে মায়ের দুধ না খাওয়া শিশুদের তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণ উচ্চ বুদ্ধাঙ্কের অধিকারী হয়। জীবনের প্রথম তিন মাস মায়ের দুধ খাওয়া শিশুদের মায়ের দুধ না খাওয়া শিশুদের তুলনায় ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৩৪ শতাংশ কম। কৃত্রিম-ভাবে দুধ খাওয়ানো শিশুদের ক্যান্সারের ঝুঁকি দীর্ঘমেয়াদী মায়ের দুধ খাওয়ানো শিশুদের তুলনায় ১ থেকে ৮ গুণ বেশী।

গ্যাস সংক্রান্ত ২ কমিটির রিপোর্ট

গ্যাস রফতানীর জন্য দাতা সংস্থা ও আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীর চাপের মুখে বিগত ২০০১ সালের ২৬ ডিসেম্বর জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে 'গ্যাসের মওজুদ নির্ণয়' ও 'গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নির্ধারণ' সংক্রান্ত দু'টি কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় কমিটি দু'টি গত ২৭ আগষ্ট মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে তাদের রিপোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করে। মওজুদ ও চাহিদা নিরূপণ সংক্রান্ত কমিটি তাদের রিপোর্টে বলেছে, প্রাপ্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং মওজুদ সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, চলতি ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে দেশের ২২টি গ্যাস ক্ষেত্রে প্রমাণিত ও সম্ভাব্য মওজুদের পরিমাণ ১২.৮ টিসিএফ থেকে ১৫.৫৫ টিসিএফ-এর মধ্যে। এছাড়া সম্ভাবনাময় মওজুদের পরিমাণ আনুমানিক ৪.১৪ টিসিএফ থেকে ১১.৮৪ টিসিএফ। কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ২০২০ সাল নাগাদ দেশে গ্যাসের চাহিদার পরিমাণ ৯.৯ টিসিএফ থেকে ১৭.৪ টিসিএফ। ২০৫০ সাল পর্যন্ত গ্যাসের প্রয়োজন হবে ৩৯.৩ টিসিএফ থেকে ১৫১.৩ টিসিএফ।

অন্যদিকে 'গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নির্ধারণ' সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে মত প্রকাশ করেছে যে, বর্তমান মওজুদে গ্যাস রফতানীর কোন সুযোগ নেই। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানী (আইওসি) কোন নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করলে তা থেকে সীমিত আকারে রফতানীর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। কমিটি রিপোর্টে বলেছে, নতুন মওজুদ আবিষ্কৃত না হ'লে ২০১৪ থেকে ২০১৫ সাল নাগাদ দেশে গ্যাসের মারাত্মক সংকট দেখা দেবে। এমনকি তখন ঘাটতি মেটাতে গ্যাস আমদানীর কথাও বিবেচনায় রাখতে হবে। রিপোর্ট পেশের পর এখন রফতানী নয় বরং মূখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে নতুন গ্যাস আবিষ্কার ও উত্তোলন।

রিপোর্ট পেশ ও উপস্থাপনকালে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম, সাইফুর রহমান, এলজিআরডি ও সমবায়মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও সাবেক জ্বালানিমন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসাইন, শিল্পমন্ত্রী এফ,কে আনোয়ার, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী এস,এম মোশাররফ হোসাইন, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব কামাল ছিদ্দীকী, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ সচিব খায়রুযযামান চৌধুরী, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান সাজেদুল করীম উপস্থিত ছিলেন।

বিদেশ

বৃটেনকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার আহ্বান

ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন হামলা হ'লে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। গত ১১ সেপ্টেম্বর উত্তর লণ্ডনের ফিন্সবারি পার্ক মসজিদে অনুষ্ঠিত '১১ সেপ্টেম্বরঃ ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য দিন' শীর্ষক ইসলামী সম্মেলনে এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। 'আল-মুহাজিরূন' সংগঠন এই সম্মেলনের আয়োজন করে। সংগঠনটি বৃটেনকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার আহ্বান জানিয়ে ব্যানার টানায়। মসজিদের জানালা থেকে টাঙ্গানো আরেকটি ব্যানারে ঘোষণা করা হয় 'ইসলাম-ই হচ্ছে বৃটেনের ভবিষ্যৎ'।

উল্লেখ্য, 'আল-মুহাজিরূন' সংগঠনের নেতা ওমর বাকরী মুহাম্মাদ 'ইসলামিক কাউন্সিল অব বৃটেন' গঠনের জন্য ইসলামী সম্মেলনে প্রস্তাব দেন। এই কাউন্সিল বৃটেনে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করবে। বর্তমানে দেশটিতে ৩০ লাখ মুসলমান রয়েছে।

দঃ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির ৫০ ভাগ লোক বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত

'বিশুদ্ধ পানি ও দারিদ্র্য' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালা শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ৪০ থেকে ৫০ ভাগ লোক বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সম্মেলনে বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পানি ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যরূরী পদক্ষেপ নেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। গত ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ঢাকার একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এশিয়ান উন্নয়ণ ব্যাংকের পানি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ওউটার টি লিঙ্কলায়েন এ্যারিয়েন্স, বৃটেনের ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জন সোসান, বাংলাদেশ ওয়াটার রিসার্স প্লানিং অর্গানাইজেশনের মহা পরিচালক গিয়াসুদ্দীন আহমাদ প্রমুখ।

পানির জন্য বিশ্বের ক্রমবর্ধমান তৃষ্ণা ভবিষ্যৎ যুদ্ধের প্রধান কারণ

পানির জন্য বিশ্বের ক্রমবর্ধমান তৃষ্ণা ভবিষ্যতে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার একটি বড় ধরনের কারণ হয়ে উঠছে এবং বিশ্ব উষ্ণতা এই ভয়াবহ ঝুঁকিকে স্পষ্ট করে তুলছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে খাবার পানির সংকট, আর এই পানি ভবিষ্যতে যুদ্ধের প্রধান কারণ হ'তে পারে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা গত কয়েক বছর ধরে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আসছেন যে, উষ্ণ-শুষ্ক অঞ্চলগুলিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী হ্রদ, নদী এবং জলাশয়গুলি পানি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে প্রাকৃতিক পানি সরবরাহের চেয়ে চাহিদা অনেক বেড়ে যাবে। কারণ এসব জলাশয় দূষিত হয়ে পড়েছে অথবা দশকের পর দশক ধরে অতি ব্যবহারের ফলে পানির প্রাপ্যতা হ্রাস পেয়েছে বা শুকিয়ে গেছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান গত মার্চ মাসে সতর্ক করে

দিয়ে বলেছিলেন যে, পানি সম্পদের উপর অধিকারের দাবী বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহিংস সংঘাতের বীজ বপন করতে পারে। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তার এই মন্তব্য যেন সত্যে পরিণত হ'তে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওয়াজনি নদীর পানি নিয়ে ইসরাঈল ও লেবাননের মধ্যে একটি সম্ভাব্য সংঘাত রোধের চেষ্টায় মধ্যস্থতাকারী হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যে ছুটে গেছেন। ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারণ ঘোষণা করেছেন যে, এই নদী থেকে বেশ কিছু পানি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় লেবাননের একটি প্রকল্প যুদ্ধের কারণ হয়ে উঠতে পারে। উল্লেখ্য যে, ইসরাঈলের মিঠা পানির বৃহত্তম উৎস 'সি অফ গ্যাললি'র এক-চতুর্থাংশ পানি আসে লেবাননের ওয়াজনি নদী থেকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানব গোত্রগুলির মধ্যে যেমন যুদ্ধ হ'ত আগুনকে কেন্দ্র করে তেমনি আগামী কয়েক বছরে পানি নিয়ে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা আশংকা করছেন।

ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হ'তে ব্লেয়ারের কাছে ১শ' ব্রিটিশ শিল্পী-সাহিত্যিকের চিঠি

ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধে না যাবার অনুরোধ জানিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের কাছে গত ১৮ সেপ্টেম্বর বুধবার ১শ' শিল্পী-সাহিত্যিক একটি চিঠি লিখেছেন। এদের মধ্যে রয়েছে, নাট্যকার হ্যারল্ড, পিন্টার, অভিনেত্রী জেমা রেডগ্রেভ ও চলচ্চিত্র নির্মাতা কেন লোচ। 'স্টপ দ্য ওয়গর কোয়ালিশন' নামে একটি সংগঠন এ চিঠি পাঠানোর উদ্যোগ নেয়। চিঠিতে বলা হয়, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে আমাদের বহু প্রতিবেশী ইরাকে হামলায় তাদের আপত্তি প্রকাশ করেছে। ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকিতে মধ্যপ্রাচ্য ও গোটা পৃথিবীতে মারাত্মক বিপদের আশংকা দেখা দিয়েছে।

জার্মান নির্বাচনে ক্ষমতাসীন শ্রোয়েডারের কোয়ালিশন জয়ী

জার্মানীর তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সাধারণ নির্বাচনে ইরাকে হামলার বিরোধী জার্মান চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডারের নেতৃত্বাধীন মধ্য-বাম কোয়ালিশন বিজয়ী হয়েছে। জার্মান পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ 'বাণ্ডেষ্ট্যাগ'-এর এই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন কোয়ালিশনের প্রধান দল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং তার রক্ষণশীল জোটের প্রধান দল ক্রিশ্চিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে সমান সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। কিন্তু রক্ষণশীলদের শরীক দলের তুলনায় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটের শরীক গ্রীন পার্টির অভাবনীয় সাফল্য ক্ষমতাসীন কোয়ালিশনের বিজয় নিশ্চিত করে। ইরাকে মার্কিন হামলার ক্রমবর্ধমান হুমকি এবং বিশ্বশান্তি ভূলুণ্ঠিত করার পেন্টাগনীয় নীতির বর্তমান অস্থিতিশীল বিশ্ব পরিস্থিতিতে জার্মানীর এই নির্বাচনী ফলাফলকে একটি ইতিবাচক অভিব্যক্তি হিসাবে দেখা হচ্ছে।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত চূড়ান্ত সরকারী ফলাফল অনুযায়ী জার্মান পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের মোট ৬০৩ আসনের মধ্যে চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডারের নেতৃত্বাধীন লাল-সবুজ কোয়ালিশন পেয়েছে ৩০৬টি আসন। কোয়ালিশনের মোট ভোট প্রাপ্তির শতকরা হার হচ্ছে ৪৭ দশমিক ১। পক্ষান্তরে রক্ষণশীল বিরোধী দলীয় নেতা এডমণ্ড স্টইবারের নেতৃত্বাধীন ক্রিশ্চিয়ান ইউনিয়ন এবং লিবারেল ফ্রি ডেমোক্র্যাট পার্টির কোয়ালিশন পেয়েছে মোট ভোটের শতকরা ৪৫ দশমিক ৯ ভাগ।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৫ নয়া সদস্য

জার্মানী, স্পেন, পাকিস্তান, চিলি ও এঙ্গোলা গত ২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। এই দেশগুলির কোনটিই নিজ নিজ অঞ্চলে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়নি। এই নির্বাচনের মাধ্যমে জার্মানী, স্পেন, পাকিস্তান, চিলি ও এঙ্গোলা আগামী জানুয়ারীতে আয়ারল্যাণ্ড, নরওয়ে, কলম্বিয়া, সিঙ্গাপুর ও মৌরিতাসের স্থলাভিষিক্ত হবে।

বিশ্বে প্রবীণদের সংখ্যা বাড়ছে

বাংলাদেশ সহ বিশ্বে প্রবীণদের হার বাড়ছে। ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বে প্রবীণদের সংখ্যা হবে শিশুদের সমান। বিশ্বে বর্তমানে প্রতি মাসে ১০ লাখ মানুষ তাদের ৬০ বছর বয়সের চৌকাঠ পার হচ্ছেন। যাদের শতকরা ৮০ ভাগই বাস করছেন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে।

প্রবীণদের ব্যাপারে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণ ও পরিসংখ্যান রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

এতে দেখা গেছে, দক্ষিণ এশিয়ায় বর্তমানে প্রায় ১৪ কোটি ব্যক্তি প্রবীণ। ২০২৫ সালে এ সংখ্যা ৩২ কোটিতে দাঁড়াবে। বাংলাদেশে বর্তমানে ১৩ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রবীণদের সংখ্যা প্রায় ৮০ লাখ। ২০২৫ সালে বাংলাদেশে প্রবীণদের সংখ্যা দাঁড়াবে ১ কোটি ৮০ লাখে।

চীনে বিষাক্ত খাবার খেয়ে ১শ' জনের মৃত্যু

১৬ সেপ্টেম্বরঃ চীনে বিষাক্ত খাদ্য খেয়ে একশ' জনের মৃত্যু হয়। পূর্বাঞ্চলীয় নামজিং শহরে এ ঘটনা ঘটে। এদের মধ্যে বেশীরভাগ স্কুল ছাত্র। সরকারী ও হাসপাতাল সূত্রে মৃতের সংখ্যা সম্পর্কে কিছু জানানো না হ'লেও সরকারী সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়, এ ঘটনায় দুই শতাধিক লোক বিষে আক্রান্ত হয় এবং কিছু সংখ্যক লোক মারা যায়। খাদ্য বিষক্রিয়ার কারণ সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রে ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত পুরুষের সংখ্যা ৫০% বেড়েছে

ব্রেস্ট ক্যান্সার শুধু মহিলারই হচ্ছে না, পুরুষও এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বছর ১৫০০ পুরুষ ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। কিন্তু এর মধ্যে ৪০০ জনকে বাঁচানো যাবে না বলে চিকিৎসকরা জানান। যুক্তরাষ্ট্র ক্যান্সার সোসাইটির পক্ষ থেকে উদ্বেগজনক এই তথ্যটি গত ১৫ সেপ্টেম্বর সেন্ট্রাল পার্কে প্রায় ২০ হাযার লোকের সমাবেশে জানানো হয়। সমাবেশে আরো বলা হয়, চলতি বছরে আমেরিকায় অন্তত ৩৯ হাযার ৬০০ মহিলা এই রোগে মারা যাবে। আরো জানানো হয়, গত ৫ থেকে ৭ বছরের ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত পুরুষের সংখ্যা প্রায় ৫০% বেড়েছে। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন ৯০০ জন। এবার সে সংখ্যা বেড়ে ১৫০০ জনে উন্নীত হয়েছে।

ভারত ৮ মাসে বাংলাদেশে পাঁচ শতাধিক নারী, পুরুষ ও শিশুকে পুশইন করেছে

ভারত অবৈধ বাংলাদেশী ধরপাকড়ের নামে বাংলাভাষীদের ঢালাওভাবে আটক করে বাংলাদেশে পুশইন অব্যাহত রেখেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত পথে চলতি বছরের সাড়ে ৮ মাসে ৫ শতাধিক নারী, পুরুষ ও শিশুকে পুশইন করেছে।

দু'দেশের বিভিন্ন বৈঠকে পুশইন করা হবে না বলে ভারত

প্রতিশ্রুতি দিলেও তা রক্ষা করছে না। অবৈধ কোন ব্যক্তিকে পুশইন করতে হ'লে যে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি আছে তা ভারত কখনই মেনে চলছে না। আটককৃতদের সাথে পাশবিক আচরণ করে বিডিআরের অজ্ঞাতসারে বিএসএফ তাদেরকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠাচ্ছে।

আমেরিকান ইংরেজীতে প্রথম আল-কুরআন অনুবাদকারী ডঃ আবু নাছেরের ইন্তেকাল

আমেরিকান ইংরেজীতে প্রথম আল-কুরআন অনুবাদকারী প্রখ্যাত লেখক ও অধ্যাপক আলহাজ্জ ডঃ আবু নাছের গত ২৪ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাযেঊন)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে আল-বোইমার রোগে ভুগছিলেন।

প্রায় ৫০ বছর আগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব নাম ছিল ডঃ থমাস ব্যালান্টাইন ইরভিং। তিনি ১৯১৪ সালে অন্টারিও অঙ্গরাজ্যের প্রিস্টনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৫ সালে তাঁর ইংরেজীতে অনূদিত কুরআন প্রকাশিত হয়। তাঁর তরজমা কুরআনের শিরোনাম ছিল 'দি কুরআনঃ ফার্স্ট আমেরিকান ভার্সন'। জনাব আবু নাছেরের মূল লক্ষ্য ছিল উত্তর আমেরিকার মুসলিম তরুণ সমাজকে কুরআনের শিক্ষার সাথে পরিচিত করে তোলা। তাঁকে স্পেনের ইতিহাসে মুসলিম অধ্যায়ের বিশেষজ্ঞ মনে করা হয়। তিনি 'ফ্যালকন অফ স্পেন' নামে একটি বইও লিখেন। এছাড়াও তিনি 'গ্রোইং আপ ইন ইসলাম' 'দি কুরআন বেসিক টিচিংস' 'হ্যাড ইউ বিন বর্ণ এ মুসলিম', 'রিলিজিয়ন এণ্ড সোশ্যাল রিসপনসিবিলিটি', 'টাইড অফ ইসলাম', 'ইসলাম রিসারজেন্ট' সহ বেশ কিছু বই রচনা করেন।

বিশ্বে সহিংসতায় প্রতি মিনিটে গড়ে ১ ব্যক্তি নিহত

বিশ্বে প্রতি বছর সহিংসতায় প্রায় ১৬ লাখ লোক নিহত হচ্ছে। এদের মধ্যে অর্ধেক ঘটছে আত্মহত্যার ঘটনা। নিম্ন ও মাঝারি আয়ের দেশগুলিতেই এ ধরনের ঘটনা বেশী ঘটছে। জাতিসংঘের নয়া রিপোর্টে গত ৩ অক্টোবর একথা বলা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু'র রিপোর্টে বলা হয়েছে, সহিংসতায় বিশ্বে প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় ১ ব্যক্তি নিহত হচ্ছে। গড়ে দৈনিক নিহত হচ্ছে ১ হাযার ৪ শ' ২৪ জন। বিশেষজ্ঞরা এই তথ্যকে বিস্ময়কর ও মর্মান্তিক বলে অভিহিত করেছেন। সহিংসতায় নিহতের এক তৃতীয়াংশের মৃত্যু ঘটছে নরহত্যার কারণে।

প্রতি বছর বিশ্বে ৪ কোটি শিশু নির্যাতনের শিকার

'শিশু-কিশোরদের উপর নির্যাতন ও সহিংসতার প্রভাব' শীর্ষক এক কর্মশালায় বক্তারা বলেছেন, গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ৪ কোটি শিশু নির্যাতনের শিকার হয়। গত ৩ অক্টোবর শেরে বাংলা নগরে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় এ তথ্য জানানো হয়।

১৫ লাখ আমেরিকানের দেউলিয়া ঘোষণা

গত ৩০ জুন পর্যন্ত ১২ মাসে ১৫ লাখ আমেরিকান নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছে। এটা এ যাবৎকালের রেকর্ড বলে ফেডারেল প্রশাসনের কর্মকর্তারা মন্তব্য করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মন্দাভাবের কারণে এহেন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই ১৫ লাখ আমেরিকান মোট কত বিলিয়ন ডলারের দায় থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য দেউলিয়া ঘোষণা করেছে তা অবশ্য ঐ কর্মকর্তারা উল্লেখ করেননি।

মুসলিম জাহান

বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের ছবি তোলার দায়ে এক পাকিস্তানীর কারাদণ্ড

১১ সেপ্টেম্বরের হামলার কয়েকদিন আগে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের ছবি তোলার দায়ে এক পাকিস্তানীকে অভিবাসন আইন লংঘনের দায়ে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। ২২ বছর বয়সী আযহার বাট কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের বলেছেন, তিনি গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং শুধুমাত্র সময় কাটানোর ছলেই এসব ভবনের ছবি তুলছিলেন। ২০০১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর একটি ফটো ডেভেলপমেন্ট শপ থেকে কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হ'লে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গত ১২ সেপ্টেম্বর তাকে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

সাদ্দাম উৎখাতের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ কুক্ষিগত করাই বুশ-ব্লেয়ারের মূল লক্ষ্য

বুশ-ব্লেয়ারের যুদ্ধ উন্মাদনার বিরুদ্ধে ২৮ সেপ্টেম্বর প্রায় চার লক্ষাধিক প্রতিবাদী মানুষের বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল বৃটেনের ঐতিহাসিক 'হাইড পার্ক'। যুদ্ধ নয় শান্তি চাই, ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা চলবে না-চলতে দেওয়া হবে না, ফিলিস্তীনে ইসরাঈলী হত্যাযজ্ঞ বন্ধ কর, বুশ-ব্লেয়ার হুঁশিয়ার, শ্যারণ যুদ্ধবাজ, ক্রিমিনাল ইত্যাদি গগণবিদারী শ্লোগানে মুখরিত হয়েছিল লণ্ডন নগরী।

বেলা সাড়ে ১২ টায় নগরীর এম্বার্কম্যান্ট এলাকা থেকে র‍্যালি শুরু হয়। সময়ের বহু আগেই জনতার ঢল নামে। প্রায় পাঁচ মাইল দীর্ঘ র‍্যালি পার্লামেন্ট, হোয়াইট হল, ডাইনিং স্ট্রিট, পিকাডিলি হয়ে হাইড পার্কে গিয়ে পৌঁছে। এ সময় গোটা লণ্ডন কার্যত অচল হয়ে পড়ে। চতুর্দিকের বাসাবাড়ী থেকে অসংখ্য মানুষ হাত নেড়ে প্রতিবাদী জনতাকে সমর্থন জানায়।

'মুসলিম এসোসিয়েশন অব বৃটেন' ও 'স্টপ দ্য ওয়ার কোয়ালিশন'-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ প্রতিবাদ কর্মসূচীর সমাবেশ বেলা ৩ টায় শুরু হয়। সমাবেশে বক্তারা বুশ-ব্লেয়ারের ইরাক ও ফিলিস্তীন নীতির বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করেন। তারা অবিলম্বে যুদ্ধের সকল ধান্দা ত্যাগ করে শান্তির পথে ফিরে আসার জন্য বুশ-ব্লেয়ারের প্রতি আহ্বান জানান। তারা অতীতে যুদ্ধের কারণে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছেন তার রূপ বর্ণনা দিয়ে অত্যাসন্ন যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেন। বক্তারা সাদ্দাম উৎখাত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ কুক্ষিগত করাই বুশ-ব্লেয়ারের মূল লক্ষ্য বলে অভিহিত করেন।

শাসক দলের প্রভাবশালী নেতা টনি ব্যান, জজ গ্যালয়ে এমপি, জেরেমি করবাই এমপি, লণ্ডনের মেয়র কেন লিভিংস্টোনসহ বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন এবং সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'মুসলিম এসোসিয়েশন অব বৃটেনে'র ডঃ আযম তামীমী, 'মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেনে'র ডঃ ইকবাল সাকরানি, 'ইউকে ইসলামিক মিশনে'র আফযাল খান, গোলাম সারোয়ার এমপি, ইসলামিক স্কলার ইসমাঈল প্যাটেল, আসাদ রহমান, বিলাল আল-খাখফাফ প্রমুখ।

মালয়েশিয়ার কেলানতান রাজ্যে মহিলাদের প্রকাশ্যে নাচ-গান নিষিদ্ধ

মালয়েশিয়ার ইসলামপন্থী বিরোধী দল শাসিত একটি রাজ্যে মহিলাদের প্রকাশ্যে নাচ-গান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে রাজ্যের একজন মুখপাত্র জানান। বিরোধী দল 'পার্টি ইসলামসে মালয়েশিয়া' (পিএএস) শাসিত উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য কেলানতান-এর মুখ্যমন্ত্রী নিক আব্দুল আযীয নিকমতের পক্ষ থেকে মুখপাত্র জানান, এই নিষেধাজ্ঞা উত্তরাঞ্চলীয় এই রাজ্যের সকল রক ও পপ গ্রুপের ক্ষেত্রে অবিলম্বে কার্যকর হবে। মুখপাত্র আনুয়াল বকরি হারুণ বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, শুদ্ধতা ও উচ্চ নৈতিকতা লালনের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যেই এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এর ফলে ইসলামবিরোধী কোন কিছুই প্রদর্শন করতে দেওয়া হবে না। এই নিষেধাজ্ঞা ১২ বছরের বেশী বয়সী যেকোন মহিলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। তবে ১২ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েরা আগের মতই প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবে।

পাকিস্তান শীঘ্রই বৃহৎ সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে

পাকিস্তান আর্মি স্টাফের উপ-প্রধান মুহাম্মাদ ইউসুফ খান গত ২০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বলেন, শীঘ্রই পাকিস্তান বৃহত্তর সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে বিশ্ব মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করবে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অস্ত্র ব্যবহারের কলা-কৌশল এবং যৌথ গোলা নিক্ষেপ প্রদর্শনী দেখার পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পাকিস্তানের বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশলী এবং কারিগরদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে পাকিস্তান ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, অস্ত্রশস্ত্রের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সন্দেহাতীতভাবে পাকিস্তান অদ্বিতীয়। জনাব ইউসুফ বলেন, আইডিই এএস ২০০২ এবং এই প্রদর্শনী এ কথাই প্রমাণ করে যে, আমরা একটি জটিল বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেছি। পশ্চিমা বিশ্বের নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণেই প্রতিরক্ষা খাতে এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে বলে তিনি জানান।

মুসলিম স্বার্থরক্ষায় তেলকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হবে

-মাহাথির

মুসলিম স্বার্থরক্ষায় তেলকে একটি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মাদ গত ৩ অক্টোবর মালয়েশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় শহর মালাক্কায় স্থানীয় ইসলামী সম্মেলন উদ্বোধনকালে এক প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন। তিনি বলেন, আমরা তেল উৎপাদন কমিয়ে দিলে তেলের দাম বৃদ্ধি পাবে। মুসলিম স্বার্থরক্ষায় এটাকে একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, মুসলমানদের কাছে তেলই হচ্ছে একমাত্র সম্পদ যার প্রয়োজন বাদবাকী বিশ্বের রয়েছে। মুসলমানরা তেলের সরবরাহ হ্রাস করলে কেউ তাদের উপর যুলম করতে পারবে না।

তিনি বলেন, আমরা দুর্বল হ'লেই নির্যাতিত হব। বর্তমান বিশ্বে আমরা মুসলমানদের নির্যাতিত হ'তে দেখতে পাচ্ছি। যুলম প্রতিরোধে আমাদেরকে শক্তিশালী হ'তে হবে। অন্যের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং নতুন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মাহাথির বলেন, তেলকে আমাদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। 'ওপেক'কে তেলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কিন্তু 'ওপেক'-এ কোন ঐক্য নেই। তেলের মূল্যবৃদ্ধি পেলে অন্যান্য দেশ তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করবে। মালয়েশিয়া একটি তেল উৎপাদনকারী দেশ। কিন্তু সে তেল আমদানীকারক বলে 'ওপেক'-এর সদস্য নয়।

তেলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী

তেল বিক্রির মাত্র অর্ধেক অর্থের পণ্য পেয়েছে ইরাক

ইরাক অভিযোগ করে বলেছে, জাতিসংঘের 'তেলের বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচীর অধীনে বিক্রি করা তেলের মূল্য মাত্র অর্ধেক অংকের পণ্য তারা পেয়েছে। ১৯৯৬ সালে এই কর্মসূচী শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৬ হাযার কোটি ডলারের তেল বিক্রি হয়। কিন্তু ইরাক পেয়েছে মাত্র ৩ হাযার একশ' কোটি ডলারের পণ্য। ইরাকী বাণিজ্যমন্ত্রী মুহাম্মাদ মেহেদী ছালেহ বলেন, বাকী অর্থের পণ্য ক্রয় চুক্তি জাতিসংঘ নিষেধাজ্ঞা কমিটি হয় বাতিল করেছে, না হয় আটকে দিয়েছে। ইরাকে পণ্য রফতানীর জন্য এই কমিটির অনুমোদন বাধ্যতামূলক। ইরাকী তেল বিক্রির তিনভাগের এক ভাগ অর্থ ব্যয় হয় উপসাগরীয় যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ মেটানোর কাজে। জনাব ছালেহ বলেন, এই কর্মসূচী ইরাকী জনগণের দুর্দশা মোচনের বদলে তা জাতিসংঘের প্রয়োজন পূরণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এই কর্মসূচীর সাবেক প্রধান অভিযোগ করে বলেন, এই কর্মসূচী ইরাকের ২ কোটি ২০ লাখ মানুষের একেবারে মৌলিক প্রয়োজনও পূরণ করতে পারেনি। সাবেক এই প্রধান কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, কমিটির মার্কিন ও ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা ইরাকে পণ্য আমদানীর চুক্তিতে বাধা দিচ্ছে।

পাকিস্তান হাতাফ-৪ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে

পাকিস্তান গত ৪ অক্টোবর শুক্রবার সফলভাবে ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য মাঝারি পাল্লার ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। পরীক্ষার ব্যাপারে প্রতিবেশী দেশ ভারতকে পূর্বেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। ক্ষেপণাস্ত্রটির নাম হাতাফ-৪ (শাহীন-১)। এর পাল্লা ৭শ' ৫০ কিঃ মিঃ। এটি পারমাণবিক ওয়ারহেড বহনে সক্ষম বলে দাবী করা হয়। পাকিস্তানের সামরিক মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার সালাত রাজা জানান, এটি নিয়মিত পরীক্ষারই একটি অংশ। এর আগের ক্ষেপণাস্ত্রটি পরীক্ষা করা হয়েছিল গত মে মাসে। ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য এ ক্ষেপণাস্ত্রটির নাম ঘোরি। এটিও পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম।

ভারত বলেছে, পাকিস্তানের ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য মাঝারি পাল্লার শাহীন ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষায় তারা আদৌ বিচলিত নয়। উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বরে ভারতীয় পার্লামেন্টে হামলার পর পারমাণবিক শক্তির অধিকারী দুই প্রতিবেশী পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সহজে বহনযোগ্য ইলেক্ট্রনিক হজ্জ গাইড আবিষ্কার

জেদ্দাভিত্তিক একটি সঊদী মিসরীয় কোম্পানী ইলেক্ট্রনিক হজ্জ গাইড আবিষ্কার করেছে। এর নকশাবিদরা বলেন, ৪০ গ্রাম ওযনের সাড়ে ছয় সেঃ মিঃ আয়তনের এই যন্ত্রটি সকল হজ্জযাত্রীই ব্যবহার করতে পারবেন। ব্যবহারকারীর ভাষা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা যাই হোক না কেন যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হবে না। যারা হজ্জ ও উমরাহ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য এটা একটা বড় ধরনের সহায়ক হবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহের রাজা বলেন, যন্ত্রটি প্রচলিত হজ্জ গাইডগুলির একটি ভাল বিকল্প হবে। তিনি আরো বলেন, আমরা হজ্জযাত্রীদের হাতে রাখার উপযোগী একটি সহজ গাইড তৈরীর জন্য দীর্ঘদিন যাবত কাজ করছি। গাইডটি যাতে হজ্জযাত্রীদের মাতৃভাষায় তাদের সাথে কথা বলতে পারে আমরা সেটা নিশ্চিত করতে চাচ্ছিলাম। বর্তমানে আরবী ও মালয়ী ভাষায় হজ্জ গাইড এবং শুধুমাত্র আরবী ভাষায় উমরাহ গাইড পাওয়া যায়। প্রতিটি গাইডের মূল্য ১২৫ সঊদী রিয়াল। রাজা আরো বলেন, তাদের কোম্পানী অক্টোবর মাসে ইংরেজী ও মালয়ী ভাষায় উমরাহ গাইড তৈরী করবে। তিনি বলেন, আসন্ন হজ্জের আগেই উর্দূ, বাংলা, তুর্কী ও ইংরেজী ভাষায় হজ্জ গাইড তৈরী করা হবে। আগামী দু'বছরের মধ্যে অন্যান্য প্রধান প্রধান ভাষায় হজ্জ গাইড তৈরী করা হবে বলে তিনি জানান।

হিমালয় কি কোনদিন সমুদ্রের নীচে ছিল?

হিমালয় পর্বত যে সমুদ্রের নীচে ছিল, তার প্রমাণ দু'টি। প্রথমতঃ হিমালয়ের পাথরের চরিত্র। দ্বিতীয়তঃ ঐ পাথরের ভেতর পাওয়া ফসিল। হিমালয় পর্বতের ভেতর যে ধরনের চুনা পাথর আছে, তা কেবল তৈরী হয় সমুদ্রের তলদেশে। হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট চুনা পাথরেই তৈরী। এছাড়া হিমালয়ের পাথরের মধ্যে যে ফসিল পাওয়া গেছে, তার মধ্যে বেশকিছু ফসিল নিঃসন্দেহে সামুদ্রিক প্রাণীর। যেমন বেলেমনাইট, অ্যামোনাইট, রেডিয়োলারিয়া, ফোরামিনিফার প্রভৃতি। এসব প্রাণী সমুদ্রের পানি ব্যতীত কোথাও বাঁচতে পারে না।

বরফের তৈরী হোটেল

সুইডেনের ইউসুকইয়েরড়িতে একটি হোটেল আছে, যার নাম ঈগলু। হোটেলটি বরফ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। গ্রীষ্মকালে হোটেলের বরফ গলে গেলেও শীতের সময় নতুন করে হোটেলটি তৈরী করা হয়। হোটেলটির একশ' রুমের প্রতিটিই বরফ দ্বারা তৈরী। ২০০ সেঃ সিঃ তাপমাত্রায় হোটেলটিতে এক রাত কাটাতে পারলে অতিথিকে শৈত্য বিজয়ী সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, হোটেলে অতিথিদের বিছানায় শোয়ার সময় গরম স্লোস্যুট এবং স্লিপিং ব্যাগ দেওয়া হয়।

উড়ন্ত খেঁকশিয়াল

উড়ন্ত খেঁকশিয়াল আসলে কিন্তু কোন খেঁকশিয়াল নয়। এরা এক ধরনের বাদুড়। এদের মাথা ও মুখমণ্ডল দেখতে খেঁকশিয়ালের মত বলেই এদেরকে 'উড়ন্ত খেঁকশিয়াল' বলা হয়। উড়ন্ত খেঁকশিয়াল আকারে ছোট কুকুরের মত বড় হ'তে পারে। এদের ডানার বিস্তৃতি ১.৮ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের ওযন প্রায় ১.৫ কিলোগ্রাম। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া এবং এশিয়ার অন্যান্য অংশে এদের দেখা যায়। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এদের অধিকাংশের অভ্যাস কিংবা আচার-আচরণ সাধারণ বাদুড়ের মতই।

সয়াবিন ক্যান্সার প্রতিরোধে সক্ষম

সয়াবিন গাছ থেকে পাওয়া একটি নির্যাস মানব দেহের ক্যান্সার নিরাময়ে সহায়তা করে। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ব্যাপক পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। মার্কিন কৃষি বিভাগের এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ম্যাগাজিনের এক সংখ্যার মাধ্যমে গবেষকরা জানিয়েছেন যে, সয়াবিনের এই নির্যাসে একটি সক্রিয় কম্পাউণ্ড ফাইটো ক্যামিকেল কমপ্লেক্স ১০০ (পিসিসি-১০০) নামের উপাদান রয়েছে, যার রাসায়নিক নাম 'স্যাপেনিন্স' এবং এটিই ক্যান্সার কোষ বৃদ্ধি দমন করে রাখতে পারে। এছাড়া সয়াপ্রোটিন মলাশয় ক্যান্সারের ঝুঁকিও হ্রাস করে। গবেষকরা জানিয়েছেন, সয়াপ্রোটিনের এ কার্যকারিতা আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। এর আগের গবেষণায় দেখা গেছে, সয়াপ্রোটিন থেকে পাওয়া আইসোফ্লেবোন ও ক্যান্সার প্রতিরোধে ইতিবাচক প্রভাব রাখে।

সবচেয়ে দামী কলম

ধনীরা সব সময়ই এমন কিছুর মালিক হ'তে চান, যা আর কারো নেই। ঠিক এই ধারণার উপর ভিত্তি করে বিশ্বে যত ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছে তার অন্যতম হচ্ছে কলম। এ সকল কলমের দাম দেড় হাযার ডলার হ'তে কয়েক লক্ষ ডলার পর্যন্ত হয়ে থাকে। যেমন জেনেভা ভিত্তিক কলম নির্মাতা ক্যারানডি আবে কোম্পানীর তৈরী 'মডার্নষ্ট ডায়মণ্ডস' নামের ফাউন্টেন পেনটির মূল্য ২ লক্ষ ৩০ হাযার ডলার। এই কলমগুলিতে ৫ হাযার ৭২টি করে হিরক খচিত।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

অসুস্থ মাওলানা আব্দুর রঊফের শয্যাপাশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

খুলনা ৪ঠা অক্টোবর শুক্রবারঃ মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** অদ্য জুম'আর কিছু পূর্বে বাকরুদ্ধ মাওলানা আব্দুর রঊফের খালিশপুরের বাসভবনে আগমন করেন। মাওলানা তাঁকে পেয়ে অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকেন। এ সময় উপস্থিত নেতা-কর্মীদের মাঝে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। ডান অঙ্গ অচল বিধায় দুর্বল বাম হাত দিয়ে তিনি সবাইকে স্বাগত জানান ও চোখের পানি ফেলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এ সময় মুহতারাম আমীরে জামা'আত বিভিন্ন যেলা ও অন্যান্য স্থান থেকে মাওলানার চিকিৎসার জন্য সংগঠনের কর্মী ও শুভাকাংখীদের প্রদত্ত অর্থ সাহায্যের একটি চেক তাঁর হাতে তুলে দেন। তিনি আমীরে জামা'আতের গায়ে হাত বুলিয়ে ও চোখের পানি ফেলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বড় ছেলে ডাঃ ইকবালের ভাষ্যমতে আত-তাহরীক-এর জুলাই '০২ সংখ্যায় মাওলানার চিকিৎসার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আতের 'সাহায্যের আবেদন' সম্বলিত ঘোষণা পড়ে তার পিতা খুশীতে বারবার ঐ স্থানটিতে হাত বুলিয়ে সবাইকে দেখিয়েছেন ও আমীরে জামা'আতের জন্য দো'আ করেছেন। উল্লেখ্য যে, উন্নত চিকিৎসার জন্য মাওলানা আব্দুর রঊফকে অতিসত্বর কলিকাতায় পাঠানো হবে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ আমীরে জামা'আতকে অবহিত করেন।

উক্ত সময় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে ছিলেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির (বাবু), 'সোনামণি'-র অন্যতম কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ইমামুদ্দীন, খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন স্তরের বহু সংখ্যক নেতা-কর্মী ও শুভাকাংখীবৃন্দ। ইতিপূর্বে সকাল সাড়ে ৯-টায় খুলনা রেল ষ্টেশনে নামার পরে যেলার বিভিন্ন স্তরের নেতা ও কর্মীগণ তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানান। উল্লেখ্য যে, ট্রেন লেইট থাকায় ইতিপূর্বে নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর কর্মপরিষদ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ রাত ৩-টায় ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত নাটোর রেল ষ্টেশনে আমীরে জামা'আতের সাথে অবস্থান করেন। আল্লাহ তাঁদের এই নিঃস্বার্থ ভালবাসার উত্তম জাযা দান করুন। আমীন!

খালিশপুরে জুম'আর খুৎবায় আমীরে জামা'আতঃ

মাওলানা আব্দুর রঊফের বাসা থেকে বের হয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত নিকটবর্তী খালিশপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করেন। জুম'আর খুৎবায় তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেন, এই মসজিদের জন্য মাটি কেনা থেকে শুরু করে বিল্ডিং করা পর্যন্ত সকল পর্যায়ে আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা থাকা সত্ত্বেও কোনদিন আমি এখানে আসার সুযোগ পাইনি। অথচ যে মানুষটিকে সামনে রেখে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলাম, সেই মানুষটিকে আজ বিছানায় শুইয়ে রেখে এসে জুম'আর খুৎবা দিতে হচ্ছে'। উল্লেখ্য যে, মসজিদ প্রতিষ্ঠার শুরুতে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ছেলেদের দুঃসাহসিক অবদান ও পরবর্তীতে মসজিদ নির্মাণে সাংগঠনিকভাবে অর্থ সহযোগিতা প্রদান এবং সর্বদা আব্দুর রঊফ ছাহেবের প্রতি নৈতিক সমর্থন ও পরিশেষে ২০০০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারীতে অত্র মসজিদে ও তাঁর বাড়ীতে সন্ত্রাসীদের হামলার পর থেকে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও জনমত গঠন ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র ভূমিকা ছিল আপোষহীন ও স্পষ্ট।

খুলনার কর্মী সমাবেশে আমীরে জামা'আতঃ

একই দিন বাদ মাগরিব 'আন্দোলন'-এর খুলনা যেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মী সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপস্থিত নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁদেরকে অধিকতর উৎসাহের সাথে সমাজ সংস্কারের এ মহতী আন্দোলনকে বেগবান করার আহ্বান জানান।

তাবলীগী সভা

নওগাঁ ১৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ শহর এলাকার উদ্যোগে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত স্থানীয় আনন্দনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি জনাব আনীসুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি জনাব আফযাল হোসাইন, মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আইয়ূব হোসাইন, মোক্তার হোসাইন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কিছমত কুখণ্ডি, রাজশাহী ৪ঠা অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কিছমত কুখণ্ডি শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখার অন্যতম সদস্য জনাব আবুল কাসেম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ।

বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন ২০০২

গত ১১ ও ১২ অক্টোবর শুক্র ও শনিবার রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াতে প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২ দিন ব্যাপী বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। প্রথম দিন বাদ ফজর হ'তে প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং বাদ আছর মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর দেশের বিভিন্ন যেলা হ'তে আগত কর্মীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানিয়ে সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণে সংগঠনের আমীর ও

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' প্রচলিত কোন ফের্কা বা মাযহাবের নাম নয়। এটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ সংস্কারের চিরকালীন জিহাদী উত্তরসূরীদের নাম।

তিনি জিহাদ আন্দোলনের রক্তাক্ত স্মৃতি সমূহ মন্থন করে বলেন, প্রধানতঃ আহলেহাদীছদের শহীদী রক্তের বিনিময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। সেই রক্ত পিচ্ছিল পথ বেয়েই পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। আমরা ফেলে আসা শহীদানের ইতিহাস ভুলে গেছি। আহলেহাদীছ আন্দোলন তাই দা'ওয়াত ও জিহাদের এক দুর্জয় কাফেলার নাম। তিনি সর্বস্তরের নেতা ও কর্মীদেরকে পরকালীন নাজাতের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন বাদ ফজর 'দরসে কুরআন' পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন এবং 'দরসে হাদীছ' পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর মুহাদ্দিছ ও দারুল ইফতার সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অতঃপর বক্তব্য রাখেন নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা) প্রমুখ।

সম্মেলনে 'সংগঠনের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে আপনার পরামর্শ' বিষয়ে যেলা সভাপতিদের মধ্য হ'তে বক্তব্য রাখেন মাওলানা নূরুল ইসলাম (জামালপুর), ডাঃ এনামুল হক (দিনাজপুর-পূর্ব), আহসান আলী (গাইবান্ধা-পূর্ব), মাওলানা বেলালুদ্দীন (পাবনা), ডাঃ আউনুল মা'বূদ (গাইবান্ধা-পশ্চিম), মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম (জয়পুরহাট), মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (বগুড়া), মাওলানা বাবর আলী (নাটোর), মাওলানা দুররুল হুদা (রাজশাহী), মাষ্টার আনীসুর রহমান (নওগাঁ), মাওলানা আব্দুল্লাহ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), গোলাম যিল-কিবরিয়া (কুষ্টিয়া-পশ্চিম), মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম (কুষ্টিয়া-পূর্ব), মাওলানা মনছূরুর রহমান (মেহেরপুর), মাওলানা কফীলুদ্দীন (গাযীপুর), জনাব খায়রুল আযাদ (নীলফামারী), মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব (রংপুর), আবুল কালাম আযাদ (রাজবাড়ী), মুহাম্মাদ ইসরাফীল হোসায়েন (খুলনা), অধ্যাপক আব্দুল হামীদ (পিরোজপুর), মাওলানা আহমাদ আলী (বাগেরহাট), মাষ্টার ইয়াকূব হোসায়েন (ঝিনাইদহ), মুহাম্মাদ মুর্তযা আলী (সিরাজগঞ্জ) ও অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যশোর)।

সম্মেলনে ২০০১-২০০২ সেশনের রিপোর্ট এবং ২০০২-২০০৩ সেশনের পরিকল্পনা পেশ করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সম্মেলনে ৩৮ জনকে 'সাধারণ পরিষদ সদস্য ও সদস্যা' এবং ২০ জনকে 'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য' মানে উন্নীত হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

সম্মেলনে উপস্থিত কর্মীবৃন্দ সমর্থিত নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার জন্য বাংলাদেশ সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের নিকট পেশ করা হয়।-

১. আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে আইন রচনার মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

২. বৈষয়িক ও কারিগরী শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে দেশে একক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হৌক।

৩. পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী অর্থ ও বিচার ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু। বিশেষ করে সূদভিত্তিক কৃষি ঋণ ব্যবস্থা বাতিল করে গরীব কৃষক, জেলে, তাঁতী ও বেকার যুবক ও উদ্যোগী মহিলাদেরকে সহজ শর্তে সূদ বিহীন ঋণ দান ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৪. ফিলিস্তীন ও কাশ্মীর সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিচালিত মুসলিম নির্যাতন বন্ধের যরূরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আজকের সম্মেলন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে এবং জেরুযালেমকে রাজধানী করে ফিলিস্তীনকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

৫. নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস দমন পূর্বক জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

৬. রেডিও, টেলিভিশন সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে অশ্লীল অনুষ্ঠানাদি ও সিগারেটের বিজ্ঞাপন সমূহ প্রচার এবং যৌনোদ্দীপক নোংরা সিনেমা পোষ্টার সমূহ যত্রতত্র দেওয়ালে ও পত্রিকা সমূহে প্রচার বন্ধ করতে হবে।

৭. সরকারী অফিস-আদালতে ব্যাপক ঘুষ ও দূর্নীতি এবং মদ, জুয়া, লটারী, নগ্নতা ও বেহায়াপনা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

৮. ইরাকের উপর ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের নগ্ন হামলা পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এই সম্মেলন তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং মানবতার দুশমন এই অশুভ চক্রের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য বাকী বিশ্বের নেতৃবৃন্দের প্রতি এ সম্মেলন উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

যুবসংঘ

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০২ সম্পন্ন

গত ২৬ ও ২৭শে সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০২ রাজধানী ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশন মিলনায়তন এবং সুরিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। প্রথম দিন সকাল ৯-টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশন মিলনায়তনে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য শিহাবুদ্দীন আহমাদের অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'কর্মী সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণে কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম কর্মীদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সমাজ পরিবর্তনে আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র বিকল্প নেই। অহি-র সমাজ প্রতিষ্ঠায় যুবশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। যুবশক্তির আত্মত্যাগ ব্যতীত অহি ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সর্বস্তরের কর্মীদেরকে অহি ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় জান ও মাল কুরবানী করার আহ্বান জানিয়ে তিনি আল্লাহ্‌র নামে 'দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০২' শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি

সমবেত যুবকদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে বলেন, ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা থেকেই 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র শুভ যাত্রা শুরু হয়। অতঃপর ১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল ১ম জাতীয় সম্মেলন 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মিলনায়তনে' অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ প্রায় ২৪ বৎসর পরে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র আজকের এ সমাবেশ আমাদেরকে আশান্বিত করেছে। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের মশালকে ধরে রাখার জন্য আমরা তাকিয়ে আছি আহলেহাদীছ তরুণদের দিকে, প্রতিভাদীপ্ত যুবকদের দিকে।

উপস্থিত নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার মধ্যেই আন্দোলনের সফলতা নির্ভর করে না। সফলতার জন্য চাই তাকওয়াশীল নের্তৃত্ব, নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী।

তিনি বলেন, জাতীয় উন্নতির মূল চাবিকাঠি হচ্ছে তাক্বওয়া। যে মানুষের মধ্যে তাক্বওয়া নেই, সে মানুষ কখনো সৎ মানুষ হ'তে পারে না। আজকে জাতীয় অধঃপতনের মৌলিক কারণ হিসাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি এই তাক্বওয়া হীনতাকে। দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় ব্যক্তিত্ব হ'তে শুরু করে একজন নিম্নপদস্থ দারোয়ান পর্যন্ত সর্বত্র তাক্বওয়াহীনতা বিরাজ করছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে- আমাদের কোন জাতীয় লক্ষ্য নেই। অথচ এদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান এবং এদেশের মানুষের জাতীয় আদর্শ 'ইসলাম'। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে আজও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে সমাজের সর্বত্র বিরাজ করছে অশান্তি। তিনি সবাইকে মানবতার কল্যাণে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি বৃন্দের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, খুলনা যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন।

'অহি ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় যুবকদের ভূমিকা' এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের ও যেলা সভাপতিদের মধ্য হ'তে বক্তব্য পেশ করেন- মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ (কুমিল্লা), হাফেয আব্দুছ ছামাদ (ঢাকা), মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন (নরসিংদী), মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামান (জামালপুর), মুহাম্মাদ রূহুল আমীন (কুমিল্লা) ও মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন (বগুড়া)।

সুধী সমাবেশঃ

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন উপলক্ষে ১ম দিন বাদ আছর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশন মিলনায়তনে সুধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সম্মেলনে বিশেষ অতিথি বৃন্দের মধ্য হ'তে বক্তব্য রাখেন- দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আবুল আসাদ। 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, 'ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা' কুয়েত-এর বাংলাদেশ অফিসের ইয়াতীম বিভাগের পরিচালক জনাব মাহমূদ ইসমাঈল প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, সুধী সম্মেলনের প্রধান অতিথি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রাণয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাদেক হোসেন খোকা শারীরিক অসুস্থার কারণে উপস্থিত হ'তে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ৭০ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার জনাব আহমাদ হোসাইনকে প্রেরণ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনাব আবুল আসাদ আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাথে একাত্বতা অনুভবের কথা বলেন। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দেশব্যাপী বিভিন্নমুখী কর্মসূচীকে স্বাগত জানান। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ৩০ লাখ ইহুদী অধ্যুষিত ইসরাঈল আজ সোয়াশ' কোটি মুসলমান সমর্থিত ইয়াসির আরাফাতকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তাকে উদ্ধার করার কেউ নেই। মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে দুঃখজনক ও লজ্জাকর ব্যাপার আর কি হতে পারে? বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আল্লাহ মুসলমানদের অনেক নে'মত দিয়েছিলেন। তখন ৫০টির মত মুসলিম রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করেছে। ইসলাম তখন একক রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু ইসলামের সঠিক অনুসারী আলেম সমাজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে না পারার কারণে সে নে'মত কাজে লাগানো যায়নি। তার শাস্তি আজ মুসলমানদের ভোগ করতে হচ্ছে। তবে আশার কথা হচ্ছে আজ ইসলামের জন্য যুব সমাজ অকাতরে জীবন দিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, যে আন্দোলনে যুবকরা এগিয়ে আসে একের পর এক জীবন দিতে থাকে সে আন্দোলনের সাফল্যে সম্ভাবনা থাকে।

সম্মেলনে প্রস্তাবনা পাঠ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সভাপতির ভাষণের মাধ্যমে ১ম দিনের কার্যক্রম শেষ হয়। অতঃপর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুসংঘে'র কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে ও ঢাকা যেলা যুবসংঘের সহযোগিতায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশন মিলনায়তন হ'তে মিছিল সহ কর্মীদেরকে সুরিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। মিছিলে সকল বিধান বাতিল কর অহি-র বিধান কায়েম কর; মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ; পীর পূজার অপনোদন, আহলেহাদীছ আন্দোলন ইত্যাদি গগণবিদারী শ্লোগানে রাজপথ মুখরিত হয়ে উঠে। সত্য ও ন্যায়ের দুর্জয় কাফেলা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুসংঘে'র সাথে রাজধানীর মানুষের নতুনভাবে পরিচয় ঘটে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের স্বকীয়তা জাতীয়ভাবে ফুটে উঠে।

২য় দিনের অধিবেশনঃ

সকাল ৬-টায় হাফেয মুকাররম বিন মুহসিনের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সুরিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর নির্ধারিত বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, খুলনা যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, রাজশাহী যেলার সভাপতি মাওলানা ফারূক আহমাদ প্রমুখ।

অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আতের হেদায়াতী ভাষণের পর কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম-এর সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী

গোষ্ঠীর উদীয়মান তরুণ শিল্পী মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন, ছাদরুল ইসলাম, এশারুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম, দেলোয়ার হোসাইন, আবু সাঈদ, রুস্তম আলী, আহসান হাবীব, এমদাদ, মনীরুযযামান প্রমুখ। তরুণ শিল্পীরা সম্মেলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নতুন নতুন ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সম্মেলনকে প্রাণবন্ত করে তোলে। পরিবেশিত ইসলামী জাগরণীগুলো ক্যাসেট আকারে বের করার জন্য সম্মেলনে উপস্থিত কর্মীবৃন্দ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট জোর দাবী জানান।

সোনামণি

৪র্থ বার্ষিক সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০০২

১৮ অক্টোবর শুক্রবার রাজশাহীঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'-এর ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উত্তরবঙ্গের একমাত্র প্রস্তাবিত বেসরকারী 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' জামে মসজিদ, নওদপাড়া, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর, সোনামণি সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিষ্টার আমীনুল হক। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ও পবা-বোয়ালিয়া আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব মীযানুর রহমান মিনু ও রাজশাহী যেলা প্রশাসক জনাব মুহাম্মাদ আযীয হাসান।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার সোনামণি মুহাম্মাদ ইমদাদুল হক-এর 'কুরআন তেলাওয়াত', সোনামণি মুহাম্মাদ হানীফ-এর তেলওয়াতকৃত আয়াত সমূহের অনুবাদ ও মুযাফফর হোসাইনের 'সোনামণি জাগরণী'-র মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে স্বগত ভাষণ পেশ করেন 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান এবং ধন্যবাদ বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর প্রিন্সিপ্যাল শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী।

প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার জন্য তাদের আদর্শহীনতাকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, যখন আমরা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করব, তখন অবশ্যই কিছু বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। সার্বিক বিষয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়তে হবে। ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

তিনি বলেন, পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত তৎকালীন আরব সমাজে প্রিয়নবী (ছাঃ) একটি ব্যতিক্রমধর্মী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফলে তাঁর উপর নেমে এসেছিল নানা অত্যাচার। কিন্তু এরপরও তিনি স্বীয় আদর্শ প্রচারে বিরত হননি। ফলে বিশ্বময় এ মহান আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছিল।

তিনি বলেন, দুর্ভাগ্য যে, আজকে মুসলমানদেরকে মৌলবাদী, তালেবান, আল-কায়েদা ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়। আরো দুঃখজনক যে, নাস্তিক-কমিউনিষ্টদের পাশাপাশি আমাদের নেতা-নেত্রীরাও আমাদেরকে তালেবান বলে আখ্যায়িত করছেন।

উপস্থিত সোনামণিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, কুরআন-হাদীছ বাদ দিলে যেমন ইসলাম নেই, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। কুরআন-হাদীছের আলোকে আমাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে। তিনি বলেন, আজকের সোনামণিদের মধ্যেই ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, আবিষ্কারক লুকিয়ে আছে।

তিনি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীকে অনতিবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরে সার্বিক সহযোগিতা দানের ঘোষণা দেন।

বিশেষ অতিথির ভাষণে রাজশাহী সিটি মেয়র জনাব মীযানুর রহমান মিনু বলেন, জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি' সত্যিকার অর্থেই আমাদের স্নেহের কচি-কাচাদের মানুষ করে গড়ে তোলার সংগঠন। এই সংগঠন দেশের অন্যান্য শিশু-কিশোর সংগঠন থেকে স্বতন্ত্র। সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মূলমন্ত্রই এর বাস্তব প্রমাণ। এই সংগঠন শিশু-কিশোরদের 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার আহ্বান জানায়। তিনি এই শিশু-কিশোর সংগঠনের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন এবং উপস্থিত সুধীদেরকে তাদের ছোট্ট সোনামণিদের এই সংগঠনভুক্ত করার আহ্বান জানান।

যেলা প্রশাসক জনাব আযীয হাসান স্বীয় বক্তব্যে 'সোনামণি' সংগঠনের কর্মসূচীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি সোনামণিদের উৎসাহিত করার জন্য নিজে একটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনান।

অতঃপর সমাপনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আজকে সংগঠনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ও বরণী দিন। দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রীর কাছে আমাদের একান্ত আবেদন তিনি যেন আমাদের শিশু-কিশোরদেরকে আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলার জন্য সর্বাগ্রে মুসলিম প্রধান এ দেশটির জন্য সুনির্দিষ্ট জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণে সরকারীভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি মাননীয় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি বৃন্দকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর নিজের ও সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সম্মেলনে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শাখার সোনামণি ও অন্যান্যরা সোনামণিদের সাপ্তাহিক বৈঠকের বিষয়বস্তু সম্বলিত সংলাপ পরিবেশন করে। যা উপস্থিত সুধীগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়। সংলাপে সর্বমোট ১৬ জন অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীরা হচ্ছে- শরীফুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসায়েন, সাইফুল ইসলাম, আব্দুল হামীদ, জাহাঙ্গীর আলম, আব্দুর রহমান, হুমায়ূন কবীর, যিয়াউর রহমান, হাসীবুদ্দৌলা, আক্বীবুল হাসান, হাবীবুর রহমান, এমদাদুল হক, মুফাযযল, মুনীরুয্যামান, শাব্বির আহমাদ ও মুযাফ্ফর হোসায়েন।

সংলাপে সহযোগিতায় ছিল মুহাম্মাদ আব্দুল বারী ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিল 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ।

সম্মেলনে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০২'-এর বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় প্রধান অতিথি ব্যারিষ্টার আমীনুল হক।

বিষয় ভিত্তিক বিজয়ীরা হচ্ছেঃ

আক্বীদাহ (বালক)ঃ ১ম- ওয়াহীদুয্যামান (সাতক্ষীরা), ২য়- মুহাম্মাদ আলী (রাজশাহী), ৩য়- আবূ রায়হান (রাজশাহী)।

আক্বীদাহ (বালিকা)ঃ ১ম- শিলা পারভীন (রাজশাহী), ২য়- যয়নাব পারভীন (ঐ), ৩য়- ফরীদা পারভীন (ঐ)।

জাগরণী (বালক)ঃ ১ম- মুযাফফর হোসাইন (রাজশাহী), ২য়- এনামুল হক্ব (ঐ), ৩য়- আব্দুর রঊফ (রাজশাহী)।

জাগরণী (বালিকা)ঃ ১ম- যয়নাব পারভীন (রাজশাহী), ২য়- ইসরাত জাহান (ঐ), ৩য়- ফরীদা পারভীন (ঐ)।

হাদীছ (বালক)ঃ ১ম- রাশেদুল ইসলাম (রাজশাহী), ২য়- মুহাম্মাদ আলী (ঐ), ৩য়- ওয়াহীদুয্যামান (সাতক্ষীরা)।

হাদীছ (বালিকা)ঃ ১ম- ইসরাত জাহান (রাজশাহী), ২য়- যয়নাব পারভীন (ঐ), ৩য়- শিলা পারভীন (ঐ)।

ছবি অংকন (মসজিদুল আক্বছা) (বালক)ঃ ১ম- রাব্বি আমীন (রাজশাহী), ২য়- আব্দুর রশীদ (ঐ), ৩য়- আব্দুল মুমিন (মেহেরপুর)।

ছবি অংকন মসজিদুল আক্বছা) (বালিকা)ঃ ১ম- নাছমিন আরা (রাজশাহী), ২য়- সাহিলা খাতুন (ঐ), ৩য়- ছফিরণ (মেহেরপুর)।

সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষা (বালক)ঃ ১ম- ওয়াহীদুয্যামান (সাতক্ষীরা), ২য়- হাবীবুর রহমান (রাজশাহী), ৩য়- আকবর আলী (ঐ)।

সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষা (বালিকা)ঃ ১ম- রঞ্জিদা আখতার (রাজশাহী), ২য়- শামীমা আখতার (ঐ), ৩য়- রুমানা সুলতানা (ঐ)।

বক্তৃতা (সোনামণি দায়িত্বশীল)ঃ ১ম- সাইফুল ইসলাম (রাজশাহী), ২য়- শরীফুল ইসলাম (ঐ), ৩য়- আবদুল মান্নান (ঐ)।

সম্মেলন পরিচালনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

মারকায সংবাদ

(১) মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর মারকাযে আগমন

রাজশাহী ১৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ও 'জামাযাতে ইসলামী বাংলাদেশ'-এর আমীর মাওলানা মতীউর রহমান নিজামী মারকায সংলগ্ন বি,এ,ডি,সি পরিদর্শন উপলক্ষে অদ্য দুপুর ১-টায় আকস্মিকভাবে মারকাযে আগমন করেন এবং প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী জামে মসজিদে যোহরের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর বাদ যোহর সমবেত মুছল্লী ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি দ্বীনী ইলমের প্রচার ও প্রসারে মারকাযের ভূমিকার প্রশংসা করেন ও এর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন। তার পূর্বে সম্মানিত মেহমানকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান ও হাদিয়া প্রদান করেন।

মাননীয় মন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক মুজীবুর রহমান ও জনাব মীম ওবায়দুল্লাহ, রাজশাহী মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর আমীর জনাব আতাউর রহমান, যেলা আমীর জনাব আব্দুল মালেক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

(২) বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রদের জন্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

রাজশাহী ৬ অক্টোবর রবিবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর 'বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রদের জন্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান' প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান এবং মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদ সদস্য ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মিজানুর রহমান মিনু।

হাফেয মুকাররাম বিন মুহসিনের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা সাঈদুর রহমান ও জনাব আব্দুল মতীন।

প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় মেয়র বলেন, বিশ্বময় বিধর্মীরা ঐক্যবদ্ধ। আমাদেরকেও সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তিনি মারকাযের ছাত্রদের কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ছাত্রদের অধিকতর পড়াশুনায় মনোনিবেশের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীকে ভবিষ্যতে 'বিশ্ববিদ্যালয়ে' উন্নীত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এছাড়া মাদরাসা বিল্ডিংয়ের উন্নয়ন, স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ, ক্যাম্পাসে মাটি ভরাট করণ ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারেও পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সভাপতির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতির কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সমূহ তুলে ধরেন এবং বলেন, আলিয়া মাদরাসা সমূহে নকল প্রবণতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হ'ল পাসের হারের অযৌক্তিক শর্তারোপ। অথচ হাইস্কুল-কলেজে এই শর্ত নেই। ফলে মাদরাসা শিক্ষকরা তাদের বেতনের সরকারী অংশ পাবার নিশ্চয়তার স্বার্থে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছাত্রদেরকে নকলে উৎসাহিত করেন। তিনি নকল করে ডিগ্রী অর্জনকে চুরি করে অন্যের সম্পদ হরণের চাইতে মারাত্মক অপরাধ বলে অভিহিত করেন। তিনি বৃটিশের প্রবর্তিত ইসলামী শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার প্রচলিত দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে সাধারণ শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামী বিষয়কে আবশ্যিক করে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব করেন ও তার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের জন্য জোট সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠান শেষে মাননীয় প্রধান অতিথি বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অতঃপর তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে মারকাযের বিভিন্ন ভবন ঘুরে ঘুরে দেখেন।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/৩৬)ঃ ছালাতুত তারাবীহ আমি বিশ রাক'আত করে পড়িয়ে আসছি। শুনলাম বিশ রাক'আতের হাদীছগুলি যঈফ। তাই পরিত্যাগ করার ইচ্ছা করেছি। তবে ১১ রাক'আত ও ২০ রাক'আতের হাদীছগুলির তুলনামূলক আলোচনা করে সমাধান চাই। কেউ কেউ বলছেন, কুরআন হেফয ঠিক রাখার জন্য ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়াতে কোন বাধা নেই।

-আবু যার গিফারী
সাং চরশ্যামপুর, রাজশাহী
ও
হাফেয ইসহাক বিন আবু তাহের
নরসিংহপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ ১১ রাক'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টিকেই বুঝানো হয়। উল্লেখ্য যে, রামাযান মাসে প্রথম রাতে তারাবীহ পড়লে আর শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।

১১ রাক'আতের দলীলসমূহঃ বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ, মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাঊদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ২৪৮ পৃঃ; তিরমিযী ৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ৯৭-৯৮ পৃঃ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী ১/৪৭০ ও ২/২৬০ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২; মির'আত ২/২৩০ পৃঃ।

২০ রাক'আত-এর দলীল ও তার জওয়াব এবং ২০ রাক'আত সম্পর্কে হানাফী পণ্ডিতদের অভিমত ও ১১ রাক'আতের পক্ষে তাদের মতামত ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা দেখুনঃ 'আত-তাহরীক' ডিসেম্বর '৯৯ সংখ্যা ২২, ২৩ ও ২৪ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৯৯-১০৩।

কুরআন হেফয ঠিক রাখার জন্য ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়া যাবে বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা ভিত্তিহীন। এ ধরনের নিয়ত থাকলে ছালাত কবুল হবে না।

প্রশ্নঃ (২/৩৭)ঃ গর্ভাবস্থায় সূরা আলে ইমরান পড়লে বাচ্চা দ্বীনের দাঈ হয়, সূরা ইউসুফ পড়লে বাচ্চা সুন্দর হয়, সূরা মুহাম্মাদ পড়লে বাচ্চা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মত ধৈর্যশীল হয় এবং সূরা লুক্বমান পড়লে বাচ্চা জ্ঞানী হয়, এ ধরনের কথা কি ঠিক?

-হুসনে আরা আফরোজ
বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ উল্লেখিত কথাগুলি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এসব ফযীলতের প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। তবে সূরা আলে ইমরানের অন্যান্য অনেক ফযীলত রয়েছে। তন্মধ্যে যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যারা সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান পড়বে তাদের জন্য এ সূরা দু'টি ক্বিয়ামতের দিন ছায়া হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২১ 'কুরআনের ফযীলত সমূহ' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (৩/৩৮)ঃ এমন কোন কথা আছে কি যেগুলি স্ত্রী ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় মুখে উচ্চারণ করলে স্বামী তালাক হয়ে যায়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবেদা সুলতানা
মেরীগাছা, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তরঃ এমন কোন কথা নেই, যে কথা স্ত্রী মুখে উচ্চারণ করলে স্বামী তালাক হয়ে যায়। কারণ তালাক প্রদানের অধিকার হ'ল স্বামীর। স্ত্রী বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে চাইলে সে 'খোলা'-এর মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২৭৪ 'খোলা তালাক' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৪/৩৯)ঃ যে ব্যক্তি দিনে একশত বার 'সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী' পড়বে তার পাপ সমূহ মুছে ফেলা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও হয়। এ হাদীছটি কি ছহীহ?

-এ, কে, আযাদ
বাসুদেবপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ হাদীছটি ছহীহ। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিনে ১০০ বার 'সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী' পড়বে, তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৬ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায় 'তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীরের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৫/৪০)ঃ মা হাওয়াকে আদম (আঃ)-এর বাম পাঁজর হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-আবদুল মালিক
উত্তর শালিখা, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, আদম (আঃ)-এর শরীরের উপরাংশের বাঁকা হাড় দ্বারা হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৩৮, 'নারীদের দেখা শোনা ও হক সমূহ' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৬/৪১)ঃ আযানের সময় মাথায় কাপড় দেওয়ার গুরুত্ব কি? না দিলে পাপ হবে কি-না? মহিলাদেরকে দেখি আযান শুনে তাড়াহুড়ো করে মাথায় কাপড় দেয়। এর দলীল জানতে চাই।

-মুহসিন
জোরবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ আযানের সময় মাথায় কাপড় দেওয়ার কোন গুরুত্ব নেই। এর দ্বারা যদি কোন মহিলা বিশেষ ছওয়াবের কামনা করে কিংবা ফেরেশতা দেখবে বলে মনে করে, তাহ'লে তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত হবে। শুধু আযানের সময় নয়; বরং মাহরাম পুরুষ ব্যতীত সকল পুরুষের সামনে মহিলাদের

মাথায় সর্বদা পর্দা সহ কাপড় থাকা যরূরী *(নূর ৩১)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযা বর্তমান জানাযার সদৃশ ছিল, নাকি ভিন্নতর ছিল? সঠিক দলীলভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহেল কাফী
পারহাটী, ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ ছালাতুল জানাযার হুকুম-আহকাম একই ছিল। কিন্তু তাঁর জানাযা আদায়ের পদ্ধতি ছিল একটু ভিন্নতর। আবুবকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাফন-দাফনে মনোনিবেশ করেন। গোসল দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর শয়ন কক্ষেই চৌকির উপর রাখা হয়। অতঃপর ঐ ঘরের মধ্যেই কবর খনন করার পর লোকজন পালাক্রমে দশজন দশজন করে প্রথমে তাঁর পরিবারের লোক, তারপর মুহাজিরগণ, তারপর আনছারগণ, তারপর মহিলাগণ ঘরে প্রবেশ করে জানাযার ছালাত আদায় করেন। সবশেষে বালকেরা প্রবেশ করে ছালাত আদায় করে *(আর-রাহীকুল মাখতূম (আরবী) ৫৫৭ পৃঃ 'দাফন-কাফন' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪৩)ঃ কতিপয় আলেম বলেন যে, ধানের ফিৎরা চলবে না। চাউল, গম, যব ইত্যাদির ফিৎরা দিতে হবে। আবার কোন কোন আলেম যুক্তি দেন যে, যবের যেমন খোসা আছে ধানেরও তেমন খোসা আছে। সুতরাং ধানের ফিৎরা দেওয়া যাবে। চাউলের ফিৎরার দলীল নেই। টাকা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া যাবে কি? সঠিক সমাধান জানতে চাই।

-সৈয়দ আলী
সাং খাসমহল, সাতমেরা
থানা+যেলাঃ পঞ্চগড়
ও
আজমাল হোসাইন
ডোমকুলি, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ হাদীছে ফিৎরা প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের নাম সহ সাধারণভাবে 'ত্বা'আম' বা খাদ্যের কথা এসেছে। যা দ্বারা পৃথিবীর সকল খাদ্য শস্যকে বুঝানো হয়েছে। সরাসরি চাউলের কথা উল্লেখ না থাকলেও তা যে ত্বা'আম বা খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ধান খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা ধান মানুষের সরাসরি খাদ্য নয়। যবের উপরে ধানের ক্বিয়াস করা যাবে না। কেননা যব খোসা সহ পিষে খাওয়া যায়। কিন্তু ধান খোসা সহ পিষে খাওয়া যায় না।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক ছা' করে ত্বা'আম (খাদ্য) প্রদান করতাম অথবা যব, খেজুর, পনির ও কিশমিশ থেকে এক ছা' করে প্রদান করতাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৬ 'ছাদাক্বাতুল ফিত্বর' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এদেশের প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল দ্বারা ফিৎরা প্রদান করাই শরী'আত সম্মত।

টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা উচিৎ নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন এবং ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬, ঐ)*। =দ্রঃ ডিসেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর ২০/৯০।

প্রশ্নঃ (৯/৪৪)ঃ রামাযান মাসে দিনের বেলায় কেউ যদি ভুল করে পেট পুরে খেয়ে নেয়, তাহ'লে সে কি ঐ ছিয়াম পূর্ণ করবে, নাকি পরে তার ক্বাযা আদায় করবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সুলতানা রাযিয়া
পাংশা বাজার, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ ছায়েম ভুল বশতঃ পেট পুরে বা সামান্য পরিমাণে খেয়ে ফেললে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। ফলে পরে তার ক্বাযা আদায় করার কোন প্রয়োজন নেই। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, ছিয়াম অবস্থায় কেউ যদি ভুল করে পানাহার করে, তাহ'লে সে যেন ছিয়াম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলাই তাকে পানাহার করিয়েছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০৩ 'ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪৫)ঃ আমার একটি বিদেশী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আছে। আমি আমার কুকুর দিয়ে শিকার করতে চাই। কুকুর দ্বারা শিকার সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?

-মুহাম্মাদ সেলিম (ভন)
গুলশান ১নং, ঢাকা।

উত্তরঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুরকে 'বিসমিল্লাহ' বলে ছেড়ে দেওয়া হ'লে ঐ কুকুর যে হালাল প্রাণী শিকার করে আনবে তা খাওয়া বৈধ হবে, যদি তার সাথে অন্য কুকুর যোগ না দেয়। 'আদী ইবনু হাতেম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এ সব কুকুর দ্বারা আমরা শিকার করে থাকি (এটা কি জায়েয?)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি যদি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর 'বিসমিল্লা-হ' বলে ছেড়ে দাও এবং সে যদি শিকার জীবন্ত নিয়ে আসে, তাহ'লে তা যবেহ কর এবং খাও। আর যদি নিহত অবস্থায় নিয়ে আসে এবং তার থেকে কিছু অংশ না খায়, তাহ'লে তুমি খাও। পক্ষান্তরে যদি সে শিকারকৃত জন্তুর কিছু অংশ খেয়ে নেয়, তাহ'লে তুমি তা খেয়ো না। কেননা সে ওটা নিজের জন্য শিকার করেছে। আর যদি অন্য কুকুর শিকারে যোগ দেয়, তাহ'লেও তা খেয়ো না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০৬৪ 'শিকার ও যবহ' অধ্যায় দ্রঃ মার্চ ২০০০, প্রশ্নোত্তর ২৯/১৭৯)*।

প্রশ্নঃ (১১/৪৬)ঃ জুম'আর খুৎবার সুন্নাতী পদ্ধতি কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-যিয়াউর রহমান
কোদালকাটি, চরআলাতুলী

চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জুম'আর জন্য দু'টি খুৎবা দেওয়া সুন্নাত, যার মাঝখানে বসতে হয় *(আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৩৪৫ পৃঃ)*। ইমাম মিম্বরে বসার সময় মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিবেন। আবু বকর ও ওমর (রাঃ) এটি নিয়মিত করতেন। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বান মসজিদে প্রবেশ কালে সালাম করাকেই যথেষ্ট বলেছেন। খত্বীব হাতে লাঠি নিবেন *(ইবনু মাজাহ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩০; আহমাদ, আবুদাঊদ নায়ল ৪/২১০, ২১২ পৃঃ; ইরওয়া হা/৬১৬)*। নিতান্ত কষ্টদায়ক না হ'লে সর্বদা দাঁড়িয়ে খুৎবা দিবেন। ১ম খুৎবায় হামদ-ছানা ও ক্বিরাআত ছাড়াও সকলকে নছীহত করবেন, অতঃপর বসবেন। দ্বিতীয় খুৎবায় হাম্দ ও দরূদ সহ সকল মুসলমানের জন্য দো'আ করবেন *(আহমাদ, ত্বাবারানী, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৪; মির'আত ২/৩০৮)*। প্রয়োজনে দ্বিতীয় খুৎবায়ও নছীহত করা যাবে। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) হাম্দ, দরূদ ও নছীহত তিনটি বিষয়কে খুৎবার জন্য 'ওয়াজিব' বলেছেন। এতদ্ব্যতীত সূরায়ে 'ক্বা-ফ'-এর প্রথমাংশ বা অন্য কিছু আয়াত তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব *(মির'আত ২/৩০৮, ৩১০। =দ্রঃ ছালাতুর রাসূল ২য় সংস্করণ, ১০৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১২/৪৭)ঃ সাধারণতঃ শহরের মসজিদগুলোর নীচ তলা দোকান হিসাবে ভাড়া দেয়া হয়। যারা দোকান ভাড়া নেন তারা দোকানে অশ্লীল অডিও-ভিডিও বিক্রয় করেন। এ সকল মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি? তাছাড়া উক্ত ভাড়ার টাকা মসজিদের কোন কাজে লাগানো যাবে কি?

-বাকী বিল্লাহ
সোনাবাড়ীয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ দোকান ভাড়ার জন্য বরাদ্দকৃত মসজিদের নীচতলা মসজিদ সংলগ্ন হ'লেও তা মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে। এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। নোংরা ছবিযুক্ত অডিও-ভিডিও ক্রয়-বিক্রয় হারাম। অনুরূপভাবে অশ্লীল ছবি প্রদর্শন করাও হারাম। এক্ষণে যদি মসজিদের মার্কেটের ভাড়াটিয়া ব্যক্তি অনুরূপ ক্রয়-বিক্রয় করেন ও ঐ হারাম উপার্জন থেকে ভাড়া পরিশোধ করেন, তবে ঐ হারাম অর্থ গ্রহণ করা জায়েয নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া অপবিত্র বস্তু গ্রহণ করেন না *(মুসলিম, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/২৭৬০, ২/৮৪২ পৃঃ, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'উপার্জন করা এবং হালাল রোজগারের উপায় অবলম্বন করা' অনুচ্ছেদ)*। যন্ত্রের ক্রয়-বিক্রয়ে কোন দোষ নেই। এর মাধ্যমে দ্বীনী খিদমতও নেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (১৩/৪৮)ঃ কুরআন মজীদের হাফেযগণ কুরআন ভুলে গেলে কিয়ামতের দিন তাদের মুখের চামড়া থাকবে না, কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ওয়ালিউল্লাহ
কিষানগঞ্জ, বিহার, ভারত।

উত্তরঃ উল্লেখিত কথাটির প্রমাণে কোন দলীল নেই। তবে হেফয ধরে রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যধিক তাকীদ দিয়েছেন। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কুরআনের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখবে। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, নিশ্চয়ই কুরআন রশিতে বাঁধা উট অপেক্ষাও অধিক পলায়নপর' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২১৮৭ 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, '(ক্বিয়ামতের দিন) কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে, পাঠ করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক! তারতীল সহকারে পাঠ করতে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে স্পষ্টভাবে পাঠ করতে। কেননা তোমার সর্বোচ্চ স্থান শেষ আয়াতের নিকটে, যা তুমি পাঠ করবে' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২১৩৪ 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪৯)ঃ পিতা-মাতার জন্য দো'আ করার সময় 'রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী ছাগীরা'-এর স্থলে 'রাব্বাইয়ানা ছাগীরা' বলা যাবে কি?

-আযাদুর রহমান
লালগোলা, দিনাজপুর।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহের কোনরূপ পরিবর্তন না করে হুবহু ঐভাবেই পাঠ করা উচিৎ। যদিও তা একবচন হয়। যেমনঃ রুকূ, সিজদা, তাশাহ্হুদ, দো'আয়ে ইস্তেফতাহ ইত্যাদি। কেননা এরূপ পরিবর্তনের কোন স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ নেই। ইমামতি করার সময় উক্ত দো'আ সমূহ পাঠ করলে ইমাম তার নিয়তে মুক্তাদীদেরকেও শামিল করে নিবেন *(মির'আত ৩/৫১৫ পৃঃ, 'জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে হাদীছটিতে বলা হয়েছে, তিনটি কাজ কারো জন্য জায়েয নয়; (১) ইমাম মুক্তাদীদেরকে বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য দো'আ করলে সে বিশ্বাসঘাতকতা করল...' তা মওযূ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১০৭০, 'জামা'আত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। তবে অন্যান্য হাদীছের আলোকে ওলামায়ে আরব দো'আর বিষয়টিকে প্রশস্ত মনে করেন এবং নিজে আরবীতে বিভিন্ন দো'আ করতে পারবেন বলে ফৎওয়া প্রদান করে থাকেন। সে হিসাবে কুনূত ইত্যাদিতে তাঁরা একবচনের স্থলে বহুবচন বলা জায়েয বলে থাকেন' *(দ্রঃ মাজমূ'আ ফাতাওয়া শায়খ বিন বায ৪/২৯৫-৯৬)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৫০)ঃ তারাবীহ্র জামা'আত চলা অবস্থায় এশার ফরয ছালাত আদায় করার জন্য উক্ত তারাবীহ্র জামা'আতে শামিল হওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ মোযাহার
সাং ও পোঃ পাওটানাহাট
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ নফল ছালাত আদায়কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা যাবে। এতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে

এশার ছালাত আদায় করে নিজ গোত্রে গিয়ে ঐ একই ছালাতের ইমামতি করতেন এবং ওটা তার জন্য নফল ছালাত হিসাবে গণ্য হ'ত *(বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/১১৫১ 'এক ছালাত দু'বার আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব এশার নিয়তে কেউ তারাবীহ্র জামা'আতে শামিল হ'লে তার এশার ছালাত আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (১৬/৫১)ঃ মসজিদে ইমামের জায়নামায যদি ১ম বা ২য় কাতারে রাখা হয়, তাহ'লে ইমামের সামনে সুৎরা দিতে হবে কি?

-আতাউর রহমান
চকপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ দেওয়াল বেষ্টিত মসজিদের দেওয়ালটাই অথবা খুঁটির চালের মসজিদের ক্বিবলার দিকের খুঁটিই মুছল্লীর জন্য সুৎরা। নতুন করে ইমামের সামনে সুৎরা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে মসজিদের মধ্যে ইমামের সামনে দিয়ে কারো অতিক্রম করার যদি আশংকা থাকে, তাহ'লে সুৎরা দিতে হবে। আর যদি সেরূপ কোন আশংকা না থাকে, তাহ'লে সুৎরা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খোলা ময়দানে ছালাত আদায় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্মুখে কোন সুৎরা ছিল না' *(আহমাদ, আবুদাউদ, বায়হাক্বী)*। এই হাদীছের শাহেদ রয়েছে, সেটি এর চাইতেও অধিকতর ছহীহ *(ফিক্বহুস সুন্নাহ 'মুছল্লীর সম্মুখে সুৎরা' অনুচ্ছেদ ১/১৯১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৫২)ঃ রামাযান মাসে প্রত্যেক রাতে জামা'আতের সাথে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-হাবীবুর রহমান
ক্ষেত্রিপাড়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রামাযান মাসের প্রত্যেক রাতেই তারাবীহর ছালাত একাকী অথবা জামা'আতের সাথে আদায় করা জায়েয। তাবেঈ বিদ্বান আব্দুর রহমান বলেন, রামাযান মাসে এক রাতে আমি খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সাথে মসজিদে নববীতে পৌঁছে দেখলাম, লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে কেউ একাকী ছালাত পড়ছে, আবার কারো পেছনে ক্ষুদ্র একদল লোক ছালাত আদায় করছে। এ দৃশ্য দেখে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) লোকদেরকে একজন ইমামের পেছনে একত্রিত করে দেওয়াটাকে ভাল মনে করলেন এবং তিনি তাদেরকে হযরত উবাই ইবনে কা'ব ছাহাবীর পিছনে একত্রিত করে দিলেন। অতঃপর তিনি একদিন লোকদেরকে জামা'আতের সাথে (তারাবীহ্র) ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, 'কতইনা সুন্দর বিদ'আত এটি'! (نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ) অর্থাৎ পূর্বের নিয়মের চেয়ে বর্তমানে জামা'আতে ছালাত আদায় করার নিয়মটা কতই না উত্তম *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩০১)*। মুওয়াত্ত্বার বর্ণনায় এসেছে, ওমর (রাঃ) উবাই বিন কা'ব ও তামীম দারীকে ১১ রাক'আত জামা'আত সহকারে আদায় করার হুকুম দিয়েছিলেন *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২)*। উল্লেখ্য যে, এখানে বিদ'আত শব্দটি আভিধানিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে শারঈ অর্থে নয়। কেননা শারঈ বিদ'আত সর্বদা নিন্দনীয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জামা'আতের সাথে তারাবীহর ছালাত আদায় করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি তা ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিন দিনের বেশী জামা'আতের সাথে আদায় করেননি। তবে পরবর্তীতে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের উপরে আপতিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে তারাবীহ্র জামা'আত পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়নি' *(মির'আত ২/২৩২)*। ২য় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় যুগে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে এবং বহু সংখ্যক মুছল্লীকে মসজিদে বিক্ষিপ্ত ভাবে উক্ত ছালাত আদায় করতে দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণ ও তাঁর ইচ্ছার বাস্তব রূপদানের জন্য পুরো রামাযানেই জামা'আতের সাথে তারাবীহ্র ছালাত চালু করেন *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১০০)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৫৩)ঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর মৃত্যু কিভাবে সংঘটিত হয়? পৃথিবীর কোন্ স্থানে তাঁর কবর রয়েছে।

-মানিক মাহ্মূদ
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, মূসা (আঃ)-এর নিকট মালাকুল মউতকে প্রেরণ করা হ'ল। ফেরেশতা যখন তাঁর নিকটে আসলেন, তিনি তখন ফেরেশতাকে এটি চড় মারলেন। তখন তিনি স্বীয় প্রভুর কাছে ফিরে গেলেন ও বললেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দাহর কাছে পাঠিয়েছেন, যিনি মরতে চান না। আল্লাহ বললেন, তার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল, সে যেন তার একটি হাত গরুর পিঠে রাখে; তার হাতের তালুর নীচে যতগুলো লোম পড়বে, প্রতিটির পরিবর্তে সে এক বছরের হায়াত পাবে।... মূসা জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কী হবে? তিনি বললেন, মৃত্যু। মূসা (আঃ) বললেন, তাহ'লে এখনই হৌক। হে প্রভু! আপনি আমাকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্ব সীমানার নিকটবর্তী করুন! রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যদি আমি সেখানে থাকতাম তাহ'লে অবশ্যই তোমাদেরকে রাস্তার পাশে লাল বালুর টিলার নীচে তাঁর কবরটি দেখিয়ে দিতাম' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭১৩, 'নবীদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

উপরোক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, মূসা (আঃ)-এর কবর বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর নিকটবর্তী এলাকায় রয়েছে।

প্রশ্নঃ (১৯/৫৪)ঃ কোন কাপড়ে অপবিত্র জিনিষ লাগলে তা পবিত্র করার নিয়ম কি?

-হোসাইন ও নাঈম
মোনাফের মোড়, রাজশাহী।

উত্তরঃ দৃশ্যমান অপবিত্র বস্তু যদি শরীরে বা কাপড়ে লাগে, তাহ'লে সেগুলোকে পানি দ্বারা ভালভাবে ধৌত করে

দূরীভূত করতে হবে। যেমনঃ রক্ত, পায়খানা ইত্যাদি। ধোয়ার পরে কিছু চিহ্ন থাকলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর যে অপবিত্র বস্তু চোখে দেখা যায় না, সেটাকে পানির দ্বারা কমপক্ষে একবার ধৌত করলে যথেষ্ট হবে। যেমন পেশাব ইত্যাদি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩ পৃঃ 'পবিত্রতা' অধ্যায়; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৩ 'পবিত্রতা' অধ্যায় 'অপবিত্রতাকে পবিত্র করণ' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (২০/৫৫)ঃ পিতার পূর্বে পুত্র মারা গেলে ঐ পুত্রের সন্তান দাদার জমির অংশীদার হবে কি? পালিত পুত্র/কন্যা পালিত পিতার জমির অংশীদার হবে কি? পালিত পুত্র/কন্যার জন্মদাতা পিতার জমির অংশীদার হবে কি? মা-এর সম্পদের অংশ ছেলে ও মেয়ে কে কতটুকু পাবে? এক ব্যক্তির চার কন্যা কোন পুত্র সন্তান নেই। তারা পিতার সম্পদের কত অংশ পাবে? মিরাছ বন্টনের নিয়মসহ জানাবেন।

-আশরাফুল আলম
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ পিতার পূর্বে পুত্র মারা গেলে ঐ পুত্রের সন্তান তার চাচার উপস্থিতিতে শারঈ বিধান অনুযায়ী দাদার জমির অংশীদার হবে না। তবে যেহেতু দাদা তার সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ ওছিয়ত করার অধিকার রাখেন, সেহেতু তিনি উক্ত ইয়াতীম পৌত্রের জন্য ওছিয়ত করে গেলে তারা সেই ওছিয়তের হকদার হবে।

(২) পালিত পুত্র/কন্যা পালক পিতার জমির অংশীদার হবে না। তবে দাদা যেমন তার পৌত্রের জন্য ওছিয়ত করতে পারেন, অনুরূপভাবে পালক পিতাও পালিত পুত্রের জন্য ওছিয়ত করতে পারেন।

(৩) পালিত পুত্র/কন্যা জন্মদাতা পিতার জমির অংশীদার হবে *(নিসা ১১)*।

(৪) পিতার সম্পত্তিতে ছেলে ও মেয়ে যতটুকু করে অংশ পাবে, মা-এর সম্পত্তিতেও ছেলে ও মেয়ে ঠিক ততটুকু করেই অংশ পাবে। অর্থাৎ ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ পাবে। পিতা-মাতা উভয়ের সম্পত্তি ছেলে-মেয়েদের মাঝে একই নিয়মে বন্টিত হবে *(নিসা ১১)*।

৫. কোন পুত্র সন্তান না থাকলে চার কন্যা তাদের পিতার সমস্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে *(নিসা ১১)*।

প্রশ্নঃ (২১/৫৬)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কয়টি নাম ছিল এবং কি কি? অর্থসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আলী
সাতনালা জোত
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নাম ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য অনুরূপ গুণবাচক নামের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা হাদীছে নেই। তবে তাঁর বিভিন্ন গুণাবলীর দিকে লক্ষ্য করে গুণবাচক নাম সমূহ নির্ধারণ করলে দু'শতেরও অধিক হবে বলে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কুরআন ও বিভিন্ন ছহীহ হাদীছে তাঁর যেসব গুণবাচক নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রসিদ্ধ নাম সমূহ নিম্নরূপঃ

(১) مُحَمَّدٌ এই নামেই তিনি পরিচিত (২) أَحْمَدُ অধিক প্রশংসাকারী' (৩) اَلْمُتَوَكِّلُ 'আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী' (৪) اَلْمَاحِي 'বিলুপ্তকারী, নিশ্চিহ্নকারী' (৫) اَلْحَاشِرُ 'একত্রকারী, জমাকারী' (৬) اَلْعَاقِبُ 'শেষনবী, পরে আগমনকারী' (৭) اَلْمُقَفِّي 'অনুসরণকারী'। অর্থাৎ যিনি পূর্ববর্তী রাসূলদের অনুসরণকারী (৮) نَبِيُّ التَّوْبَةِ 'তওবার নবী'। অর্থাৎ যার দ্বারা আল্লাহ পৃথিবীবাসীর জন্য তওবার দরজা খুলে দিয়েছেন (৯) نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ 'সংগ্রামকারী নবী'। অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তাঁর শত্রুদের সাথে সংগ্রাম করার জন্য প্রেরণ করেছেন (১০) نَبِيُّ الرَّحْمَةِ 'রহমতের নবী'। অর্থাৎ যাকে আল্লাহ সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন (১১) اَلْأَمِيْنُ 'বিশ্বস্ত' (১২) اَلْفَاتِحُ 'উন্মুক্তকারী' (১৩) اَلضَّحُوْكُ الْقَتَّالُ 'অধিক হাসিমুখী অধিক সংগ্রামী' (১৪) اَلْبَشِيْرُ 'সুসংবাদ প্রদানকারী' (১৫) اَلنَّذِيْرُ 'ভয় প্রদর্শনকারী' (১৬) سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ 'আদম সন্তানদের নেতা' (১৭) عَبْدُ اللهِ 'আল্লাহ্‌র বান্দা' (১৮) اَلسِّرَاجُ الْمُنِيْرُ 'উজ্জ্বল প্রদীপ' (১৯) اَلشَّاهِدُ 'সাক্ষ্য প্রদানকারী' (২০) اَلْمُبَشِّرُ 'সুসংবাদদাতা' (২১) اَلْقَاسِمُ 'বন্টনকারী' (২২) صَاحِبُ لِوَاءِ الْحَمْدِ 'প্রশংসার ঝাণ্ডা ধারণকারী' (২৩) صَاحِبُ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ 'প্রশংসিত স্থানের অধিকারী' (২৪) اَلصَّادِقُ وَالْمَصْدُوْقُ 'সত্যবাদী ও সত্যায়িত' (২৫) اَلرَّؤُوْفُ الرَّحِيْمُ 'স্নেহশীল দয়াবান'। দ্রঃ যাদুল মা'আদ ১/৮ ৪ পৃঃ।

প্রশ্নঃ (২২/৫৭)ঃ খতম তারাবীহ-এর ইমামতি করে টাকা নেওয়া ও দেওয়া জায়েয কি?

-হাফেয ইয়াকুব আলী
মাদারকোল, দেলদুয়ার, টাংগাইল
ও
হাবীবুর রহমান
ক্ষেত্রিপাড়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই ইমামতি বা অনুরূপ কোন ধর্মীয় আমল সম্পাদন করা উত্তম। কেননা নবীগণ স্ব স্ব

দ্বীনী দাওয়াতের বিনিময়ে কোনরূপ মজুরী গ্রহণ করেননি *(ফুরক্বান ৫৭)*। কিন্তু যারা বাধ্য ও মুখাপেক্ষী, তারা প্রয়োজনমত সম্মানী ভাতা নিতে পারবেন এবং জনগণও তাদেরকে সম্মানী হিসাবে দিতে পারবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি মুখাপেক্ষীহীন সে যেন বিরত থাকে এবং যে ব্যক্তি মুখাপেক্ষী সে যেন ন্যায়নিষ্ঠভাবে ভক্ষণ করে' *(নিসা ৬)*। অবশ্য ইমামতি বা অনুরূপ কোন ধর্মীয় কাজের দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হ'লে তার দায়িত্বের বিনিময়ে সম্মানজনক রূযীর ব্যবস্থা সমাজকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যাকে আমরা কোন দায়িত্বে নিয়োগ করি, আমরা তার রূযীর ব্যবস্থা করে থাকি। এর বাইরে যদি সে নেয়, তবে তা খেয়ানত হবে' *(আবুদাউদ সনদ ছহীহ, হা/৩৫৮৮; মিশকাত হা/৩৭৪৮ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়, 'দায়িত্বশীলদের ভাতা' অনুচ্ছেদ)*। মোটকথা কোন ধর্মীয় আমলের বিনিময় আদায়ের জন্য দরাদরী করা যাবে না। তবে সরকার বা সমাজকে ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনের মর্যাদা সমুন্নত রেখে সর্বোত্তম সম্মানজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নইলে দ্বীন পরাজিত ও বিপর্যস্ত হবে এবং বাতিল অগ্রগতি লাভ করবে। *=দ্রঃ আত-তাহরীক জানুয়ারী '৯৯ প্রশ্নোত্তর ১৫/৬৫*।

প্রশ্নঃ (২৩/৫৮)ঃ এদেশে বিয়ে, ওয়ায-মাহফিল এবং সাধারণ যেকোন অনুষ্ঠানে ভিডিও করা হয় এবং এসব ছবি পরবর্তীতে দেখা হয়। এমনকি মসজিদের ভিতরে জুম'আর খুৎবা বা ওয়াযের সময়ও ভিডিও করা হয়। এ ধরনের ভিডিও করা এবং পরবর্তীতে তা দেখা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল কাদের
আল-জাহরা, কুয়েত।

উত্তরঃ বৃক্ষ-লতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, মসজিদ ইত্যাদি পবিত্র স্থান সমূহের প্রাণীবিহীন ছবি ব্যতীত প্রাণীদের সব ধরনের ছবি, মূর্তি, ভাস্কর্য চাই তা সাধারণ ক্যামেরা দ্বারা হোক অথবা ভিডিও ক্যামেরা দ্বারা হোক সব সময়ের জন্য নিষিদ্ধ। বিশেষ করে জুম'আর খুৎবার সময় ভিডিও করা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ এতে জুম'আর খুৎবার ভাবমূর্তি ও মুছল্লীদের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা চলাবস্থায় অন্যকে 'চুপ কর' বলতেও নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২২ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে সমস্ত লোক এইসব ছবি তৈরী করে তারা ক্বিয়ামতের দিন আযাব প্রাপ্ত হবে। তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে তা জীবিত কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২ 'পোষাক' অধ্যায় 'ছবি সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। তবে বাধ্যগত কারণে জনগুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে রেকর্ড রাখার স্বার্থে ছবি তোলা বা প্রস্তুত করা চলে। *=দ্রঃ 'আত-তাহরীক' দরসে হাদীছ 'ছবি ও মূর্তি' সেপ্টেম্বর ২০০২*।

প্রশ্নঃ (২৪/৫৯)ঃ শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ) তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছেন, বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়া জায়েয। আহলেহাদীছগণ ৮ রাক'আত পড়তে বলেন। কোনটি সঠিক?

-আবদুল আলীম
বাঘুটিয়া, অভয়নগর, যশোর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবনে কখনো বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি এবং ওমর (রাঃ)ও বিশ রাক'আত তারাবীহ চালু করেননি। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৮ রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন *(বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; তিরমিযী ১/৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৭-৯৮ পৃঃ; মিশকাত ১১৫ পৃঃ)*। ওমর (রাঃ) ৮ রাক'আত তারাবীহ জামা'আতে পড়ার আদেশ করেছিলেন *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/১৩০২)*। কাজেই সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের উপর আমল করাই উত্তম হবে।

উল্লেখ্য যে, ২০ রাক'আতের পক্ষে বর্ণিত কোন হাদীছই দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা সবই ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী' *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫-এর ব্যাখ্যা, ২/১৯৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৬০)ঃ বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন সূর্যাস্তের প্রায় ৩ মিনিট পরে ইফতারের সময় ঘোষণা করে থাকে। আমরা সূর্যাস্তের সাথে সাথে না ৩ মিনিট পরে ইফতার করব? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-ইবরাহীম
দ্বীপনগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে। এটাই শরী'আতের বিধান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ... যখন সূর্য ডুবে যাবে, তখন ছায়েম ইফতার করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৮৫ 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'বিবিধ মাসায়েল' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, লোকেরা ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতদিন তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৮৪ 'ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'দ্বীন ততদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা দ্রুত ইফতার করবে। কেননা ইয়াহুদ ও নাছারাগণ দেরী করে ইফতার করে' *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৯৯৫ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*।

উল্লেখিত দলীল সমূহ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা আবশ্যক। ৩ মিনিট পরে ইফতার করা ইয়াহূদ-নাছারাদের অভ্যাস।

প্রশ্নঃ (২৬/৬১)ঃ আমি একজন গাড়ির চালক। তারাবীহ পড়ার সুযোগ হয় না বলেই ছিয়াম পালন করি না। আহলেহাদীছগণ বলেন, তারাবীহ না পড়লেও ছিয়াম পালন করতে হবে। কারণ ছিয়াম হচ্ছে ফরয আর তারাবীহ হচ্ছে নফল ইবাদত। আর হানাফীগণ বলেন, তারাবীহ না পড়লে ছিয়াম হবে না। বিষয়টি সঠিকভাবে জানতে চাই।

-নূর ইসলাম
উত্তর জয়পুর, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হচ্ছে ছিয়াম, যা ফরয এবং তা অবশ্যই পালন করতে হবে *(বাক্বারাহ ১৮৩; বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৪)*। অপরদিকে তারাবীহ্র ছালাত হচ্ছে নফল ইবাদত, যা পালন করলে নেকী হয়, না করলে গোনাহ হয় না। দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। অতএব তারাবীহ পড়তে না পারলেও ফরয ছিয়াম অবশ্যই পালন করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৭/৬২)ঃ যারা ছিয়াম পালন করে না তাদেরকে ফিৎরা আদায় করতে হবে কি?

-আবদুল হাফীয
চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ যারা ছিয়াম পালন করে না তাদেরকেও ফিৎরা আদায় করতে হবে। কারণ ফিৎরা আদায়ের জন্য ছিয়াম পালন করা বা না করাকে শর্ত করা হয়নি। বরং মুসলিম হওয়াকে শর্ত করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী ছোট ও বড় সকল মুসলিমের উপর এক ছা' করে খাদ্যশস্য যাকাতুল ফিৎর হিসাবে ফরয করেছেন এবং ঈদের ময়দানে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৫)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৬৩)ঃ চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সময় লোকজন খাওয়া-দাওয়া, পেশাব-পায়খানা এমনকি যেকোন প্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে। এ ব্যাপারে শারঈ বিধান জানতে চাই।

-তোফাযযল
মল্লিকপুর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত ধারণা ঠিক নয়। তবে যেহেতু মানুষের জন্য এটা একটা বড় বিপদ, কাজেই এসময় অন্য কোন কাজে ব্যস্ত না থেকে তাসবীহ-তাহলীল ও ছালাত আদায় করা বাঞ্ছনীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে গ্রহণ লাগেনা। অতএব তোমরা চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ দেখলে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা কর, তাকবীর দাও ছালাত আদায় কর এবং ছাদাক্বা কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮৩ 'চন্দ্র গ্রহণের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের মাধ্যমে তার বান্দাদের ভয় প্রদর্শন করেন। তোমরা এরূপ দেখলে দ্রুত ভীত অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, তাঁর নিকট প্রার্থনা কর ও ক্ষমা চাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮৪)*। চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ লাগলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যথাক্রমে কুসূফ ও খুসূফ-এর ছালাত আদায় করতেন। আমাদেরও তা করা উচিত। *=দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১৩২-৩৩।*

প্রশ্নঃ (২৯/৬৪)ঃ ছিয়াম অবস্থায় দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে কি?

-আব্দুল মান্নান
মাজিন্দা, দুপচাচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ উপরোক্ত কারণে ছিয়াম নষ্ট হবে না। কারণ এটি মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয় নয়। আর যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তা করার জন্য মানুষকে বাধ্য করা হয়নি। কেননা 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। ব্যাপারটি অনিচ্ছায় বমন করার মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কারো অনিচ্ছায় বমি হ'লে ছিয়াম নষ্ট হবে না' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২০০৭; ইরওয়া ৪/৫১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৬৫)ঃ ই'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে অথবা কোন বাড়িতে গিয়ে কুরআন শিক্ষা দেওয়া যাবে কি?

-আবূবকর ছিদ্দীক্ব
সানারপুকুর, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ই'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে কুরআন শিক্ষা দেওয়া যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩৭ পৃঃ 'ই'তেকাফকারীর জন্য যা করা পসন্দনীয়' অনুচ্ছেদ)*। তবে মসজিদের বাইরে অন্য কোন স্থানে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য যাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ই'তেকাফ অবস্থায় পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন ব্যতীত বাড়ীতে বা অন্য কোন স্থানে যেতেন না' *(বুখারী, মুসলিম, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২১০০, ২১০৬)*। তবে অর্থোপার্জনের স্বার্থে ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদে ছাত্র পড়ানো বা প্রাইভেট টিউশনী হিসাবে কুরআন-হাদীছ পড়ানো যাবে না।

প্রশ্নঃ (৩১/৬৬)ঃ রামাযান মাসে নামাযী-বেনামাযী সবার খাদ্য দ্বারা ইফতার করা যায় কি?

-যিয়াদ আলী
দক্ষিণ কুশখালী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রামাযান বা যেকোন সময়ে নামাযী বা বেনামাযীর বৈধ খাদ্য খাওয়া যায় এবং তা দ্বারা ইফতার করা যায়। তবে হারাম খাদ্য খাওয়া ও তা দ্বারা ইফতার করা হ'তে বিরত থাকা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র। আল্লাহ পবিত্র বস্তু ব্যতীত কবূল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৬৭)ঃ খতম তারাবীহ জায়েয কি? খতম তারাবীহতে কষ্ট হয় বিধায় অনেক মুছল্লী এশার জামা'আতে আসেন না।

-আব্দুল ওয়াহ্‌হাব
নোয়াপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ খতম তারাবীহ বলে কোন নিয়ম শরী'আতে নেই। রামাযানে রাত্রিকালীন ইবাদত হিসাবে এবং মুছল্লীদের আগ্রহ দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তারাবীহ্‌র ছালাত দীর্ঘায়িত করেছিলেন *(আবূদাঊদ, তিরমিযী' নাসাঈ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১২৯৮ 'ক্বিয়ামে রামাযান' অনুচ্ছেদ)*। ছাহাবায়ে কেরামের অনেক ইমামই ৮ রাক'আত (فى ثمان ركعات) তারাবীহতে সূরায়ে বাক্বারাহ তথা আড়াই পারা কুরআন খতম করতেন *(মুওয়াত্ত্বা, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩০৩ 'ক্বিয়ামে রামাযান' অনুচ্ছেদ)*। তবে এটি কোন বাঁধাধরা নিয়ম নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি ইমামতি করলে সে যেন ছালাত সংক্ষিপ্ত করে। কারণ জামা'আতে অনেক অসুস্থ, দুর্বল এবং বৃদ্ধ মানুষ থাকেন। তবে কোন ব্যক্তি একা ছালাত আদায় করলে ইচ্ছামত ছালাত দীর্ঘায়িত করতে পারে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৩১ 'ইমামের কর্তব্য' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, ক্বিরাআত দীর্ঘ হৌক বা খাটো হৌক ছালাতে খুশূ-খুযূটাই প্রধান বিষয়। খতম তারাবীহ্‌র ভয়ে এশার জামা'আতে না আসাটা নিতান্তই অন্যায়। কারণ 'ফজর ও এশার ছালাতে হাযির হওয়াটাই মুনাফিকদের উপরে সবচাইতে ভারী কাজ' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৯ 'ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। তিনি এশার জামা'আতে হাযির হয়ে পরে একাকী বাড়ীতে তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ পড়তে পারেন।

প্রশ্নঃ (৩৩/৬৮)ঃ কোন অমুসলিম যদি তার বৈধ উপার্জন

থেকে রামাযান মাসে কোন মুসলমানের ইফতারের ব্যবস্থা করে, তবে তা খাওয়া জায়েয হবে কি?

-নিরঞ্জন কুমার সাহা
কৌরিখাড়া মহিলা কলেজ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ অমুসলিমদের বৈধ উপার্জন থেকে মুসলমানগণ খেতে পারে। সে হিসাবে তাদের বৈধ উপার্জন দ্বারা রামাযানের ইফতারীর ব্যবস্থাও করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যেসব মুশরিক তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দেয় না, তোমরা তাদের সাথে সদাচরণ কর এবং তাদের ব্যাপারে ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনছাফকারীকে ভালবাসেন' *(মুমতাহানা ৮)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ মুশরিকদের সাথে সদাচরণের কথা বলেছেন। তাদের দা'ওয়াত কবুল করাও একটি সদাচরণ *(শাওকানী, যুবদাতুত তাফসীর)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মুশরিক ইহুদী মহিলার প্রদত্ত হাদিয়া খেয়েছিলেন *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৫৯৩১ 'রাসূলুল্লাহ্র চরিত্র ও গুণাবলী' অধ্যায়, 'মু'জেযা' অনুচ্ছেদ)*। তিনি একজন মুশরিক ব্যক্তির নিকট একটি ছাগল হাদিয়া চেয়েছিলেন *(বুখারী ১/৩৫৬ পৃঃ)*। তিনি এক মুশরিক মহিলার মশক হ'তে পানি পান করেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৮৪ 'মু'জেযা' অনুচ্ছেদ)*। তবে গায়রুল্লাহ্র নামে তাদের যবেহকৃত পশুর গোশত থেকে বিরত থাকতে হবে *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৬৯)ঃ রামাযান মাস আরম্ভ হ'লে খত্বীব ও বক্তাগণ মসজিদ বা বিভিন্ন মজলিসে রামাযানের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে রামাযানের ১ম দশদিন রহমতের, ২য় দশদিন মাগফেরাতের ও শেষ দশদিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তি-এর স্বপক্ষে হাদীছ পেশ করে থাকেন, সেটা কি ছহীহ?

-রাকীব মুহাম্মাদ আহসান হাবীব
হাজীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করা সম্পর্কে সালমান ফারেসী (রাঃ) থেকে বায়হাক্বীতে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(মিশকাত হা/১৯৬৫ তাহক্বীক আলবানী 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। বরং ছহীহ হাদীছ সমূহে একথা এসেছে যে, পূরা রামাযান মাসই রহমত ও মাগফেরাতের মাস এবং এ মাসে জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় ও জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৭০)ঃ লায়লাতুল ক্বদরে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করার পর ক্বদরের নামে ৮ বা ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করা যায় কি?

-আব্দুল হামীদ
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ ক্বদরের নামে পৃথক নিয়তে ৮ বা ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায়ের কোন দলীল নেই। লায়লাতুল ক্বদরে অন্যান্য রাত্রির ন্যায় তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ৮ রাক'আত পড়বেন। সঙ্গে ১ থেকে ১১ রাক'আত পর্যন্ত বিতর পড়তে পারেন। এতদ্ব্যতীত বেশী বেশী তাসবীহ-তাহলীল ও কুরআন তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকের রাত্রিগুলিতে দীর্ঘ ইবাদতে রত থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে এজন্য জাগাতেন ও উদ্বুদ্ধ করতেন। *(দ্রঃ বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৮৯-২০৯০; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৯৯-১০৩)*।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

'রিভাইভ্যাল অফ ইসলামিক হ্যারিটেইজ সোসাইটি' কুয়েত পরিচালিত 'ইসলামী উচ্চ শিক্ষা ইনষ্টিটিউট'-এ নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ১৪২৩-১৪২৪ হিঃ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ভর্তির লক্ষ্যে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে।

ভর্তির শর্তাবলীঃ

১। প্রার্থীকে আরবী ভাষায় পারদর্শী হ'তে হবে।
২। সচ্চরিত্র ও বিশুদ্ধ আক্বীদা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট থাকতে হবে।
৩। আলিম বা সমমানের সার্টিফিকেট (সরকারী বা বেসরকারী মাদরাসায় পাঁচ বছর বয়স হওয়া থেকে নিম্নে বার বৎসরের ক্লাসিক্যাল শিক্ষা) থাকতে হবে।
৪। ইতিপূর্বে অর্জিত সার্টিফিকেট সমূহ সঙ্গে আনতে হবে।
৫। নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট।
৬। স্থায়ী ও সংক্রামক রোগ থেকে মুক্ত মর্মে ডাক্তারী সার্টিফিকেট।
৭। দু'জন পরিচিত ব্যক্তিত্বের প্রশংসাপত্র।

যোগাযোগঃ
বাড়ী নং ১৭, রোড- ২, সেক্টর- ৬, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।
ফোনঃ (০২) ৮৯১৬৩৯৫।

ইনস্টিটিউটের বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

১। ছাত্রদের জন্য ফ্রি থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা।
২। ছাত্রদেরকে মাসিক ভাতা প্রদান।
৩। কোর্স শেষে উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে উচ্চমানের ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট প্রদান।
৪। আগ্রহী ছাত্রদের সরকারী মাদরাসা সমূহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দান।
৫। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাৎসরিক আরবী শিক্ষা কোর্সে ছাত্রদের অংশগ্রহণ করার সুযোগদান।
৬। কোর্স শেষে অধিকাংশ ছাত্রদেরকে বিভিন্ন মসজিদ, মাদরাসা, ইসলামী সেন্টার ও ইয়াতীমখানায় ইমাম ও শিক্ষক হিসাবে চাকুরীর সুযোগ দান।
৭। ইনস্টিটিউটের সুযোগ্য শিক্ষকমন্ডলী এ্যারাবিয়ান ও নন এ্যারাবিয়ান। নন এ্যারাবিয়ান শিকগণ সৌদী আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারেগ।
৮। অত্র ইনস্টিটিউটের সার্টিফিকেট মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত।
৯। ইনস্টিটিউট সংলগ্ন বিশাল লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়াশুনার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।
১০। আধুনিক জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে অচিরেই কম্পিউটার বিভাগ চালু করা হবে।